বোঁটাগুলি কাটিবে, তাহার পর সেই আম্রগুলিকে চারি চির করিবে, অথচ আম্রগুলি আস্ত থাকিবে। কাঠী অথবা অঙ্গুলিদ্বারা তাহার আঁটি বাহির করিয়া আম্রগুলি ভিন্ন পাত্রে রাখিবে।

আর একটী পাত্রে কাল জিরা, মৌরী, হলুদগুঁড়া, লঙ্কাগুঁড়া, মেতী (অল্প ভাজা হইবে) এই সকল মসলা (লঙ্কা ও হলুদ ভিন্ন) সমান অংশে লইবে, হলুদ কিছু কম পরিমাণ আর লঙ্কা ইচ্ছামত, অর্থাৎ যাঁহারা বেশী ঝাল ভাল বাসেন, তাঁহারা বেশী লঙ্কা দিবেন। ইহার সহিত কিছু ছোলা মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহাতে লবণ মিশাইয়া দিতে হইবে। যদি আম্রের ওজন এক সের হয়, তবে অর্দ্ধ-পুয়া লবণ দিতে হইবে। এই সকল দ্রব্য আম্রের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। পরে ঐ আম্রগুলিকে একটী পরিষ্কৃত হাঁড়ীতে সাজাইতে হইবে সাজাইবার সময়ে আম্রের বোঁটার দিক্ উপরে থাকিবে নতুবা সব মসলা পড়িয়া যাইতে পারে। এই ভাবে হাঁড়ী পূর্ণ ৩।৪ দিন রৌদ্রে দিবে, রৌদ্রের তাপে রস বাহির হইয়া ইহারই গাত্রে শুকাইয়া যাইবে। পরে ঐ হাঁড়ীতে খাটি সরিষার তৈল ঢালিবে। তৈল এত পরিমাণ ঢালিবে, যে, যেন সব আম্র তৈলে ডুবিয়া থাকে। এই ভাবে আবার ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিবে, পরে তুলিয়া রাখিবে। এক মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে। ঐ হাঁড়ী মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে, তাহা না হইলে আম্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

২য় প্রকার—আম ফালি করিয়া চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। উহার গাত্র হইতে রস বাহির হইবে, দুই তিন দিন উপর্য্যুপরি রৌদ্র লাগাইলে ঐ রস গায়ে শুকাইবে। প্রথম প্রকারের আচারে যে যে মসলার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ছোলা বাদে সেই সমস্ত মসলা উহার সহিত মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। উত্তমরূপ শুকাইলে উহাতে তেল দিবে। তেল অধিক দিবে না, কেবল গায়ে লাগে এইরূপ পরিমাণে দিবে। তার পর ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিবে, রৌদ্রে দিবার সময় মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিবে, যেন সকল আমে রৌদ্র লাগে।

আমের মিষ্ট আচার—আমের খোসা ছাড়াইয়া কালি ফালি করিয়া চিরিয়া লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। লঙ্কা ও মেতি ভাজিয়া গুঁড়া করিবে, হলুদ-গুঁড়া করিবে। এই তিন প্রকার মসলা ও ইহার সহিত কিঞ্চিৎ কাল জিরা মিশাইয়া আম্রের সহিত মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। আম্র শুকাইলে গুড় অথবা চিনি মিশাইয়া পুনরায় রৌদ্রে দিবে। ৮।১০ দিবস পরে উত্তমরূপে শুকাইলেই আচার প্রস্তুত হইবে। যেরূপ মিষ্ট করিবার ইচ্ছা হইবে,

সেই পরিমাণে চিনি অথবা গুড় মিশাইবে। সচরাচর এক সের আম্রে অর্দ্ধসের চিনি দিয়া থাকে।

লেবুর আচার—পাতি লেবুই আচারের পক্ষে উত্তম, পাতি লেবুকে কোন কোন স্থানের লোকেরা কাগজী বলিয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতায় কাগজী লেবু স্বতন্ত্র। যে লেবু গোল এবং যাহার দুই দিক কিছু চাপা, সেই লেবুই পাতি লেবু। পাতি লেবুই লেবুর মধ্যে উৎকৃষ্ট। লেবুগুলি প্রথমে জলে ধৌত করিয়া তাহাতে অল্প লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। লবণ সংযোগে যে রস বাহির হইবে, তাহা ঐ লেবুতেই শুকাইয়া যাইবে। পরে স্বতন্ত্র পাত্রে কতকগুলি লেবুর রস বাহির করিয়া ঐ শুষ্ক করা লেবুতে ঢালিয়া দিবে। এত রস আবশ্যক যে ঐ সমস্ত লেবু রসে ডুবিয়া থাকিবে। এই ভাবে ১০।১২ দিবস রৌদ্র পাইলেই লেবুর আচার প্রস্তুত হইল।

সিম, গোলআলু, বেগুন প্রভৃতির আচার—এই সকল প্রকারের আচার করিবার সময় একত্র মিশাইয়া আচার করিবে না। সিমের আচার যখন করিবে, তাহা কেবল সিম দিয়াই করিবে, তাহার সহিত আলু অথবা বেগুন মিশাইবে না। সিমের আচার করিবার সময় বোঁটাগুলি কাটিয়া ফেলিবে, বেগুনের বোঁটা ফেলিবে না। প্রথমে সিম অথবা বেগুন প্রভৃতিকে জলে অল্প সিদ্ধ করিবে। পরে ঐ সিদ্ধ করা দ্রব্যে, লবণ, হলুদের গুঁড়া, ও অধিক পরিমাণে রাই সরিষার গুঁড়া জলে গুলিয়া মিশাইয়া দিবে। এই সকল মসলার পরিমাণ-বিষয়ে আন্দাজ করিয়া লইলেই হইবে। এই অবস্থায় ৫।৭ দিবস রৌদ্রে দিবে। যত দিবস পর্য্যন্ত টক্ না হয়, তত দিবস পর্য্যন্ত আহার করিবে না এবং রৌদ্র ছাড়া করিবে না। এই আচার এক মাস অথবা দেড় মাসের অধিক থাকে না। রাখিলে খারাপ হইয়া যায়। বেগুনগুলিকে আস্ত রাখিবে, কিন্তু মাঝামাঝি চিরিয়া দিতে হইবে, যেন দুই খানা হইয়া না যায়। গোলআলু বড় হইলে চিরিয়া দুই খণ্ড করিয়া দিতে হইবে।

ওল—চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিবে, এত সিদ্ধ করিবে না, যে বেশী গলিয়া যায়। পরে ঐ সিদ্ধ করা ওলে লবণ, হলুদগুঁড়া, লঙ্কাগুঁড়া ও লেবুর (পাতি লেবু হইলে ভাল হয়) রস মিশাইয়া দিবে। /১ সের ওলে দেড় ছটাক করিয়া মসলা দিবে। লেবুর রস এরূপ দিবে, যেন গায়ে মাখা মাখা হয়। ৮।১০ দিন রৌদ্রে দিলেই হইবে। এ আচারও এক মাস দেড় মাসের অধিক রাখিবে না। রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে।

আমলকী—প্রথমে আমলকীগুলিকে জলে ভাল করিয়া ধৌত করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে। তার পর ঐ সিদ্ধ করা আমলকীগুলিতে লবণ, লঙ্কাগুঁড়া, হলুদ-

গুঁড়া মিশাইয়া রৌদ্রে দিবে। ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দেওয়া হইলে উহাতে সরিষার তৈল মিশাইয়া দিবে। এরূপ তৈল দিবে, যেন গায়ে মাখা মাখা হয়। তার পর আরও ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিলেই আচার প্রস্তুত হইল। এ আচার ৩।৪ মাস থাকিবে। আর অধিক দিন রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে।

শিরকার আচার—আস্ত সিম, লঙ্কা, কচি শশা, ফুলকপি, কচি কাঁকুড়, কচি আম্র (২খানি করিয়া আঁটি বাহির করিয়া) এই সকল দ্রব্য মাটীর পাত্রে অথবা কলাইকরা হাঁড়ী করিয়া সির-কায় (Vinegar) অল্প সিদ্ধ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য একটী বোতলে পুরিবে, তাহাতে নূতন সিরকা ঢালিয়া দিবে। উহার সহিত ইচ্ছা হইলে কাঁচা পিঁয়াজও দেওয়া যায়। পরে বোতল সহ ঐ দ্রব্য ৮।১০ দিবস রৌদ্রে দিবে। তাহার পর খাইবার উপযুক্ত হইবে।

গৃহিণী।

রাঁধন বাড়ন, ঝাড়ন পাড়ন,
লেপা, মুছা, ঝাঁটি, পাটি,
নাটাএর মত, ঘুরিছে নিয়ত,
সকল কর্ম্মেতে আঁটি।
আতৃণ রতন, সকলে যতন,
সব দিকে আঁখি রয়,
সদা তৎপর, দুই খানি কর,
ক্লান্ত কভু নাহি হয়।
শ্রবণ যুগল শুনয়ে কেবল,
না শুনিলে যাহা নয়,
প্রসন্ন বদন, অনর্থ বচন,
কখনো নাহিক কয়।
ধর্ম্মে ভয় রাখে, প্রিয় ভাষে ডাকে,
দাস, দাসী, পরিজনে,
শুদ্ধ পূতাচার, সরল ব্যাভার,
দ্বন্দ্ব নাহি কারো সনে।
স্নেহ, হিত, জ্ঞানে, পালেন সন্তানে,
নাহি অযথা আদর,
সখী ধাত্রী মত স্বামি হিত-ব্রত—
অনুরত নিরন্তর।
শাশুড়ী শ্বশুর, ননন্দা ভাসুর,
পিতা, মাতা, গুরুজন,
শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে, সবে সেবা করে,
সদা আনন্দিত মন।
সমানে সম্মান, কনিষ্ঠে সন্তান
সমান সদত স্নেহ,
জানাইতে প্রীতি, অনাথা, অতিথি,
বঞ্চিত না হয় কেহ।
পুণ্যের সংসার, শীলতায় তাঁর,
বশী জগতের জন,
নিত্য পতি সনে, বিভুর চরণে
সমাধেন প্রাণ মন।

কর্ম্মদেবীর পরাক্রম।

হিন্দুদের রাজত্বকালে যে সকল মুসলমান ভূপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সুলতান মহম্মদ সর্ব্বপ্রধান। তিনি দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন। ভারতের অতুল ধন সম্পত্তি তাঁহার রাজধানী গজনীতে নীত হইতে থাকে। কিন্তু সুলতান মহম্মদ পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেও ভারতে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন নাই। সে সময়েও অনেক স্থানে স্বাধীন হিন্দু রাজা আপনাদের স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান নগরে সে সময়েও আর্য্য ভূপতিগণের শাসনদণ্ড অপ্রতিহত ছিল। ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্য কোতবদ্দীন্ ইবক্ হইতে আরম্ভ হয়। কোতবদ্দীন ইবক্ সাহাবদ্দীন গোরীর ক্রীত দাস। সাহাবদ্দীন চতুরতা পূর্ব্বক হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া কোতবদ্দীনকে দিল্লীর অধিপতি করেন। এই অবধি দিল্লীতে মুসলমানদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে অন্যান্য ভূখণ্ড মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে। দিল্লীর মুসলমান ভূপতিগণ ক্রমে সমগ্র ভারতের সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন।

সাহাবদ্দীন গোরী যখন ভারতে উপস্থিত হন, তখন বীর্য্যবন্ত আর্য্য পুরুষেরা জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজ আফগান শত্রুকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য সমর সজ্জার আয়োজন করেন। মিবাররাজ পরাক্রান্ত সমর সিংহ, প্রিয়তম পুত্র ও বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত তাঁহার সহযোগী হন। দিল্লী ও মিবারের যোদ্ধারা একত্র হইয়া, এক পবিত্র উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য দৃশদ্বতী নদীর তটে উপস্থিত হয়। কিন্তু হিন্দুরা এই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিল না। আফগানদিগের চাতুরীতে তাঁহাদের পরাজয় হইল। দৃশদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত সাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিল। পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর পবিত্র সমর ক্ষেত্রে পরাক্রান্ত সমরসিংহের পতন হইল। তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের, তাঁহার সাহসী সৈন্যের গতাসু দেহ নদীতটে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আফগানেরা দিল্লী অধিকার করিল, কান্যকুব্জে জয়পতাকা উড়াইয়া দিল। অবশেষে পুণ্যভূমি রাজপুতনায় উপস্থিত হইল।

পবিত্র সমরে সমরসিংহ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। মিবারের গৌরব-সূর্য্য

চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। বীরভূমি শোক-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। এদিকে রাজপুতনার প্রত্যেক স্থানে নর-শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক স্থান আফগানের আক্রমণে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। এই বিপত্তিপূর্ণ সময়ে সহসা কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তির মহিমায় ঘটনা স্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইল। সহসা বীরভূমি বীর্য্যমদে মাতিয়া উঠিল। মিবার আপনার গৌরব রক্ষার জন্য নবীন উৎসাহের সহিত সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। মিবারের মহাশক্তিরূপিণী যুবতী বীরাঙ্গনা বীরসাজে সাজিয়া যবনের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইলেন। এই বীর রমণী মহারাজ সমরসিংহের বনিতা কর্ম্মদেবী।

সমরসিংহের অন্যতম পুত্র কর্ণ মিবার রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। এই সময়ে কর্ণ অপ্রাপ্তবয়স্ক। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আফগানের পদদলিত হইবে, সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ নিরীহ জীব শত্রুর হস্তে লাঞ্ছনা পাইবে, ইহা কর্ম্মদেবী জীবন থাকিতে সহিতে পারেন না। সমরসিংহের বিধবা পত্নী আজ স্বামীর পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কর্ম্মদেবী বীরবেশ পরিগ্রহ করিলেন। বহুসংখ্য রাজপুত এই বীরাঙ্গনার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। কোতবদ্দীন ইবক রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কর্ম্মদেবী আম্বেরের নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে বীরাঙ্গনা বীরত্বের একশেষ দেখাইলেন। তাঁহার আক্রমণে যবন নষ্ট হইতে লাগিল। যবনের পরাক্রম ক্ষীণতর হইয়া আসিল। কোতবদ্দীনের আর জয়ের আশা রহিল না। কর্ম্মদেবী মিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। দিল্লীর মুসলমান সম্রাটকে বীরাঙ্গনার পরাক্রমে পরাজিত ও আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিতে হইল। এক সময়ে ভারতের বীররমণী এইরূপে পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া ছিলেন। এখন সে দিন অতীতের অনন্ত স্রোতে অনন্ত কালের জন্য ভাসিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না!!

বামনজাতি।

কিছুকাল পূর্ব্বে বিখ্যাত ইতিবৃত্তলেখক হিরোডোটসকে অত্যুক্তি দোষে দূষিত বলিয়া অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু সম্প্রতি যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইতেছে, তাহাতে, অনেকে তাঁহার বর্ণনার যাথার্থ্য স্বীকার করিতেছেন। তিনি মধ্যআফ্রিকার বামনজাতির সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন, সমস্তই সত্য। বিষুব-রেখার সমান্তরালে এই জাতির বাস। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক গ্রেণফেল কঙ্গ প্রদেশের দক্ষিণে রোজেয়ার নদীর উপকূলে ইহাদিগকে দর্শন করিয়াছেন। নাথানিয়েল আলবার্ট নায়াসা ও অনেক ভ্রমণকারী তাহাদিগকে দেখিয়াছেন। ইহাদিগের শরীরের উচ্চতা চারিপাদ দুই বুরুল হইতে চারিপাদ আট বুরুল—শরীর ও মন উভয় বিষয়ে তাহারা আফ্রিকার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট। তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা অনেকটা পশুজাতির নিকটস্থ। ইহাদিগের মধ্যে অবঙ্গ (Obongo) জাতিদিগের কোন প্রকার দেহাবরণ পরিচ্ছদ নাই। বাসস্থলী গৃহ বা কুটীরও নাই। তিন চারিটা চারাগাছের ডাল নোয়াইয়া মৃত্তিকায় আবদ্ধ করে এবং বড় বড় বনপত্রে আবৃত করিয়া যে ছায়াময় কুঞ্জ নির্ম্মিত হয়, তাহাতেই তাহারা বাস করে। ধনুক এবং তীর প্রস্তুত ব্যতীত তাহারা অন্য কোন শিল্পকার্য্য জানে না। কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্যোৎপাদন করিতেও পারে না। বন্য জাম বাদাম প্রভৃতি বনফল ও মৃগয়ালব্ধ ক্ষুদ্র জন্তুই তাহাদিগের উপজীব্য। চিত্রকের সহিত তাহাদিগের জাতবৈরিতা, কারণ ইহারা কখন কখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দু একটীকে কবলসাৎ করিয়া থাকে। ইহারা একস্থানে অল্প দিনই বাস করে, বাসস্থলীর নিকটস্থ ফলমূল নিঃশেষ হইলেই স্থানান্তরে গমন করে। ইহারা নিবিড় গহন কাননে মনুষ্য বিবর্জ্জিত নিভৃত স্থানে বসবাস করিয়া থাকে। ভ্রমণকারী স্বীনফর্ত আক্কা জাতীয় বামনদিগকে দেখিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে অনেকগুলি অসভ্য বালক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শত শত লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে বামনজাতি বলিয়া জানিতে পারিলেন। ইহারা সংখ্যায় অনেক সহস্র হইবে। আবিসিনিয়া ও সোমালিলাণ্ডেও অন্য জাতীয় বামন দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ব্বর জাতিও ইহার অন্তর্গত। অনেকে অনুমান করেন ইহারাই আফ্রিকার আদিমবাসী। উপনিবেশ স্থাপনে ও বিজাতীয় সভ্যতা সংঘর্ষণে ইহাদিগের বংশ ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

বিদুষী আরমিণী।

বিবি আরমিণী এ স্মিথ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত মার্সেলসে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমাবস্থা হইতেই বিদ্যার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। বিদ্যানুশীলনে জীবন সমর্পণ করিয়া তিনি যে দেশে গমন করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের উপাদান সকল গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১০ বৎসরকাল তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত সাহিত্য সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হন। ইওথেওটিক্ (Æothitic) সাহিত্য সভার তিনি প্রসূতি, তাঁহার নিকট জার্সি নগরী অনেক বিষয়ে ঋণী আছে। তিনি নিউ ইয়র্ক বিজ্ঞান সমাজের প্রথম স্ত্রী সভ্য, জাতীয় বিজ্ঞান সভার কেলো বা গণনীয় সভ্য। তাঁহার প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য অনেক বিজ্ঞান সভা হইতেতিনি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আইরোকুইস নামক ভাষায় এক খানি অভিধান সংগ্রহ করেন, ইহাতে শব্দ শাস্ত্রের মূল ও ব্যবহার বিষয়ের অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। আইরোকুইসের (flora) পুষ্প বিষয়ে নিউইয়র্ক বিজ্ঞান সমাজে যে বক্তৃতা করেন, তাহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। তাঁহার বক্তৃতাও প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী, শ্রোতারা মোহিত হইয়া শ্রবণ করিতেন। তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী না হইলেও তিনি একজন অসামান্য বক্তা ছিলেন। তিনি আইয়োকুইস নারীসমাজের বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং এই সভার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সরল ও সদয় ব্যবহার, উদার ভাব, কোমল প্রকৃতি ও অমায়িকগুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইত। তিনি কেবল নারীগণের মধ্যে নহেন, পুরুষদিগের মধ্যেও একটী অসামান্য রত্ন বলিয়া গণনীয় ছিলেন।

রাজা প্রজা, ধনী দীন, বিদ্বান মূর্খ, প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ সকলের সহিত সমভাবে মিলিত হইতেন এবং যাহার যে গুণ দেখিতেন, তাহার সমুচিত আদর করিতেন। তিনি প্রত্যুপকারের আশায় কাহার উপকার করিতেন না। যাহাকে যাহা দিতেন, আর যে ফিরিয়া লইতে হইবে এরূপ ভাব তাঁহার অন্তরে স্থান পাইত না—এই জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে কষ্টে পতিত হইতে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক গুণে আকৃষ্ট হইয়া নরনারী স্বদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহার সম্মান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিত। তাঁহার প্রকাশ্য জীবন যেরূপ লোকরঞ্জন, তাঁহার গৃহিণীপণাও সেইরূপ প্রশংসার্হ। তিনি একদিকে যেমন প্রিয়তমা স্ত্রী,

অপরদিকে সেইরূপ স্নেহময়ী মাতা। তাঁহার ন্যায় মিত্র অতি দুর্লভ, যাহারা একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। এই দুর্লভ রমণীরত্ন সম্প্রতি অকালে ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তিনি জীবনের কার্য্য সকল আরম্ভ করিয়াছিলেন, এতদিন কেবল উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন মাত্র। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাহাকে কার্য্য সমাধা করিতে দিল না। যাহা হউক আইরোকুইস ভাষায় যে অভিধান করিতেছিলেন, তাহা এক প্রকার সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই রমণীর বিয়োগে কেবল আমেরিকা নয়, সমস্ত সভ্য জগৎ শোকাকুল হইয়াছেন।

বিদ্যুতের ব্যবহার।

বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার অবধি ইহার দ্বারা জনসমাজের যে কত-প্রকার মহদুপকার হইতেছে, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। তাড়িত বার্ত্তা, টেলিফোঁ, বৈদ্যুতিক আলোক সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাড়িতযন্ত্র-সম্ভব শক্তিযোগে বাতাদি পীড়া সকল উপশম হইতেও অনেকে দেখিয়াছেন, তাড়িতশক্তি প্রভাবে মূর্ত্তি সকল দূর দূরান্তরে পরিচালিত হইয়া দর্পণে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবার বিবরণও অনেক শুনিয়াছেন। এ গুলি এক একটী অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড হইলেও অভ্যাস বশতঃ এক্ষণে আর অধিক কৌতুকাবহ বলিয়া অনুমিত হয় না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক সাইমেন (Siemen) বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া তরল পদার্থের ন্যায় আধারজাত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা জলের ন্যায় নলের দ্বারা একটী বৃহৎ পাত্রে সংগৃহীত হইতে থাকে। এইরূপ বিদ্যুৎপূর্ণ পাত্র আলোক, উত্তাপ ও গতিবিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্রুসেল, হামবর্গ, পারিস, নিউইয়র্ক প্রভৃতি অনেকগুলি নগরে সংগৃহীত বিদ্যুৎশক্তি প্রভাবে শকট সকল পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতা নগরের মধ্যে ট্রাম শকট যেমন ঘোটক দ্বারা এবং গড়ের মাঠে বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, উপরিউক্ত নগর সকলের রাজপথে শকট সকল কোনরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে চালিত হইয়া থাকে। ঘোটক কিম্বা বাষ্পীয় কলের অপেক্ষা ইহাতে ব্যয়ের পরিমাণও অনেক অল্প। আবিষ্কর্ত্তা অনুমান করেন যে ঘোটক ও বাষ্পের অর্দ্ধেক ব্যয়ে ইহা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। ঘোটকের পরিবর্ত্তে সাধারণে যাহাতে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা আপনাপন গাড়ী সকল চালাইতে

সমর্থ হন, এরূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। ঘোটক, অশ্বপাল ও শকট চালকের ব্যয়ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সামান্য অবস্থাপন্ন লোকেও শকট রাখিতে সমর্থ হইবে। বাইসিকেল, ট্রাইসিকেল প্রভৃতি ক্রীড়াযানেও বৈদ্যুত শক্তি আরোপিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা দ্বারা ব্যোমযানেরও উন্নতি কল্পনা করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে কেবল বৈদ্যুত শক্তি প্রভাবেই ভ্রমণ করা সম্ভব।

নানা কথা।

জাপানে বিবাহ সম্বন্ধীয় কুপ্রথা।

জাপানে কতকগুলি বড় কুনিয়ম প্রচলিত আছে। একটী কুনিয়ন এই যে জাপানদেশীয় পুরুষ অতি সামান্য কারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত জাপানে স্বামি-পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দুঃখের বিষয় এই যে এই প্রথা দিন দিন হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৮৩ সালে জাপানে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ৫৬টী বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১ শত ৬২ জন ব্যক্তি বৎসর শেষ না হইতেই স্ত্রী পরিত্যাগ করেন। তৎপর বৎসরে ইহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক স্ত্রী পরিত্যাগ করেন। জাপানীরা আজ কাল অনেকে ইউরোপীয় সুসভ্য প্রথার অনুকরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু বিবাহ প্রথার কুরীতি সকল পরিত্যাগ করিতেছেন না। তাঁহারা ভাবেন যে শারীরিক সৌন্দর্য্যই স্ত্রীলোকের একমাত্র গুণ। জাপানে যে স্ত্রীর সৌন্দর্য্য নাই, তাহার বিবাহ হওয়া দুষ্কর—হইলেও সে স্বামী কর্ত্তৃক শীঘ্র পরিত্যক্তা হয়। বস্তুতঃ রোগ বা বয়োধিক্য প্রযুক্ত স্ত্রী সৌন্দর্য্য-বিহীনা হইলেই জাপানীয় পুরুষ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। জাপানে এরূপ অনেক ভোগবিলাস-পরায়ণ লোক আছে, যাহারা ক্রমাগতই স্ত্রী পরিত্যাগ করিতেছে, এবং সৌন্দর্য্য পিপাসু হইয়া নূতন নূতন বিবাহ করিতেছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে জাপান হইতে এই কুপ্রথা যে শীঘ্র দূরীভূত হইবে, তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।

মান্দ্রাজে মানুষ বলি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে বুস্তার নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। ইহা একটী দেশীয় রাজার অধীন। বুস্তারের রাজধানীতে একটী প্রাচীন দেবমন্দির আছে। গত বৎসরের জানুয়ারী

মাসে প্রচারিত হয়, যে ঐ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত উপাস্য দেবতার নিকট মানুষ বলি দিয়া থাকেন। এই জনরব ক্রমে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হয়। কালবিলম্ব না করিয়া গবর্ণমেণ্ট পুলিষকে অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন। পুলিষ অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত প্রমাণ পান যে, ঐ মন্দিরের পুরোহিত দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুই তিনটী নরবলি দিয়া পূজা করিয়াছেন। বুস্তারের রাজাও এই নর বলি কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাহাও বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদ পাইয়া বুস্তারের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, এবং উক্ত মন্দিরের পুরোহিতকে শাস্তি দেন। এই ঘটনাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ভারত হইতে আজও নরবলি প্রথা অন্তর্হিত হয় নাই।

বিশ্বজনীন ভাষা।

জার্ম্মেণির লোকদিগের ভাষা শিক্ষার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। সংস্কৃত ভাষায় অনেক জর্ম্মণ যেরূপ ব্যুৎপন্ন, অনেক ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতও সেরূপ নহেন। সম্প্রতি একজন জর্ম্মণ একটী নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীর লোক যাহাতে এই ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য ইহার নিয়ম সকল অতি সহজ। বিশ্বজনীন ভাষা থাকিলে সমস্ত জাতির লোক ঐ ভাষা শিক্ষা করিয়া সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিবে, সেই উদ্দেশে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়োরোপ খণ্ডের নানা জাতির অনেক লোক এই ভাষা ইতিমধ্যে শিক্ষা করিয়াছেন এবং দেখা যাইতেছে যে এই ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য অনেক লোক আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। এই ভাষা এত সহজ যে অনেকে এক মাসের মধ্যে ইহা সক্ষম হইয়াছেন। যদি সমস্ত পৃথিবীতে এই ভাষা প্রচলিত হয়, তাহাহইলে এক জাতির সহিত অপর জাতির সৌহার্দ্দভাব যে সহজেই সংস্থাপিত হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জর্ম্মণ ভাষায় এই বিশ্বজনীন ভাষার নাম "বোলাপক্" (Volapuk)।

বড় লোক।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত বড়লোক হইয়াছেন, দেখা যায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সামান্য এমন কি নীচ ব্যবসায়ীর লোকের সন্তান। কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। গ্রীক অসাধারণ বাগী ডিমস্থিনিসের পিতা এক জন সামান্য কামার ছিলেন। গ্রীক কবি ইউরিপাইডিসের পিতা মুদির দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অসামান্য জ্ঞানী সক্রেটিস্ সামান্য একজন ভাস্করের সন্তান ছিলেন। দার্শনিক এপিকিউরসের পিতা কৃষক

ছিলেন। কবি বার্জ্জেলের পিতা পান্থ-নিবাস রক্ষকের ব্যবসায় করিতেন। কলম্বসের পিতা বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্‌পীয়রের পিতা মাংস ব্যবসায়ী ছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারক লুথারের পিতা খনি খনন কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মহাত্মা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পিতা সাবান প্রস্তুত করিয়া আহারের সংস্থান করিতেন। বিখ্যাত ফরাসীস গ্রন্থকার রুসোর পিতা ঘড়ি প্রস্তুত করিয়া অন্নসংস্থান করিতেন।

দীর্ঘজীবী পুরুষ।

অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এক এক ব্যক্তির কিরূপ সুন্দর স্বাস্থ্য ও তেজস্বী মানসিক বৃত্তি থাকে, তাহা দেখিলে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। জার্ম্মণি রাজ্যে আজকাল একটী বৃদ্ধ আছেন, তাঁহার বয়ক্রম এক্ষণে ১০৭ বৎসর। তিনি এই বয়সে চসমা গ্রহণ না করিয়া পুস্তক পড়িতে পারেন, বেস শুনিতে পান, সচ্ছন্দে নিদ্রা যান, কোন প্রকার কষ্ট অনুভব না করিয়া আহার বিহারাদি করেন। যে দিন ঝড় বৃষ্টি না থাকে, সে দিন তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। অনেকে তাঁহার সুস্থ শরীর ও তেজস্বী বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার জন্মস্থানের উপাসনালয় গৃহে রক্ষিত জন্ম মৃত্যুর তালিকা পুস্তকে দেখা যায় যে বাস্তবিকই তিনি ১০৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন।

মদ্যপান কি কার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে?

ডাক্তার রিচার্ডসন আজ কালকার একজন প্রধান ইংরাজ শরীরতত্ত্ববিদ্ ও চিকিৎসক। মদ্যপানের দোষ গুণ সম্বন্ধে তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। সম্প্রতি কোন এক বিদ্বান্ ব্যক্তি ডাক্তার রিচার্ডসনের নিকট এই বলিয়া মদ্য পানের প্রশংসা করিতে ছিলেন যে পৃথিবীতে মদই মানুষের প্রাণ, আর মদ বিনা কাজ কর্ম্ম করা একেবারেই অসম্ভব। ডাক্তার রিচার্ডসন এই কথা শুনিয়া বলিলেন:—"দেখুন, আমি এইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, আপনি আমার নাড়ী দেখুন দেখি। তিনি তাহাই করিলেন। ডাক্তার রিচার্ডসন বলিলেন "ঠিক্ করিয়া গুণুন কয়বার আমার নাড়ী স্পন্দিত হচ্ছে।" ডাক্তার রিচার্ডসন জিজ্ঞাসা করিলেন—"এক মিনিটে কয়বার গুণিলেন।" উত্তর—চুয়াত্তর বার। ডাক্তার রিচার্ডসন তাহার পর একখানা চৌকির উপর বসিলেন এবং বলিলেন "এখন আবার আমার নাড়ী দেখুন দেখি।" মদ্যপ্রিয় ব্যক্তি গণনা করিয়া বলিল, "এখন দেখিতেছি, প্রতি মিনিটে আপনার নাড়ী সত্তর বার অর্থাৎ চারিবার কম চলিতেছে।" ডাক্তার রিচার্ডসন এইবার একটী খট্টের উপর শয়ন করিয়া বলিলেন,—"এখন আবার

আমার নাড়ী দেখুন দেখি।" উক্ত ব্যক্তি এইবার ডাক্তারের নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "একি আশ্চর্য্য! এবার দেখিতেছি আপনার নাড়ী প্রতি মিনিটে চৌষট্টি বার চলিতেছে।" ডাক্তার রিচার্ডসন বলিলেন;—"আপনি অবশ্যই জানেন যে নাড়ীর চলাচল হৃৎপিণ্ডের চলাচলের অভিব্যক্তি মাত্র। দাঁড়ান অপেক্ষা বসায়, বসা অপেক্ষা শোয়ায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম হয়। যখন আমরা রাত্রে নিদ্রিত থাকি, তখন হৃৎপিণ্ড অনেকটা বিশ্রাম লাভ করে। আপনি কিছুই জানিতে পারেন না, কিন্তু এখন যে পরীক্ষা করলেন, তাহাতে, স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে শয়ন বা নিদ্রিত অবস্থায় হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম করে। শয়নাবস্থায় হৃৎপিণ্ড দশবার কম চলিয়া থাকে। তাহাকে ৬০ দিয়া গুণ করুন, তাহা-হইলে ঘণ্টায় ছয়শত বার হইল। আমরা প্রায় আট ঘণ্টা ঘুমাই, অতএব ছয় শতকে পুনরায় আট দিয়া গুণ করুন, তাহা হইলে প্রায় পাঁচ হাজার হয়। হৃৎপিণ্ড প্রতি বারের স্পন্দনে তিন ছটাক রক্ত নিক্ষেপ করে, অতএব আমাদিগের হৃৎপিণ্ডকে প্রতি দিন রাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ পনের হাজার ছটাক রক্ত কম উঠাইয়া ফেলিতে হয়। যে মদ না খায়, তাহার হৃৎপিণ্ডকে রাত্রে এতটা কম কাজ করিতে হয়। কিন্তু মদ খাইলে হৃৎপিণ্ড এরূপ বিশ্রাম করিতে পারে না, কেন না মদের দোষ এই যে উহা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। মদ না খাইলে হৃৎপিণ্ড অন্য সময় অপেক্ষা পাঁচ হাজার বার কম স্পন্দিত হয়, কিন্তু মদ্য পান করিলে তদপেক্ষা পনর হাজার বার অধিক স্পন্দিত হয়। ইহার ফল এই হয় যে শয়ন বা নিদ্রা হইতে আমাদিগের যেরূপ শ্রান্তি দূর হয় এবং আরাম বোধ করি, মদ খাইলে আমরা তাহা হইতে তাহা কিছুই পাই না। এই নিমিত্ত আবার মদ খাইতে ইচ্ছা করে, ক্রমে একেবারে বেহোঁস না হইলে আর বিশ্রাম সুখ লাভ করা যায় না। এই রূপ জিনিষকে যদি আপনি "মানুষের প্রাণ" ও কার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় বলিতে চান ত বলুন, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা কখনই বলিবেন না।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে উচ্চশিক্ষা স্ত্রী-লোকদিগের অনুপোযোগী, সুতরাং তাহাদের পক্ষে অনুচিত। ইহাতে

সমাজের ও তাহাদিগের সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষার কঠোর পরিশ্রম কোমল অবলার সৌখীন স্বাস্থ্য একবারে ভগ্ন করে, সুতরাং সংসারের সকল কার্য্যে সে পরাঙ্মুখ হয়। অস্বাস্থ্য নিবন্ধন প্রায়ই বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা হয়, বা দুর্ব্বল সন্তান প্রসব করিয়া অচিরে অপত্যশোকে অবসন্ন হইয়া পড়ে। পঞ্চাশৎ বা শতবর্ষ পূর্ব্বে যখন বিদ্যালোক অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তখন সচরাচর গৃহস্থদিগের যে পরিমাণে সন্তান সন্ততি জন্মিত, এক্ষণে তাহার অনেক ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত যুক্তিটী স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধীদিগের বিশেষ অনুমোদনীয়। কিন্তু এই ভ্রমাত্মক মতের অযথা প্রতিবাদ ও অকারণ আপত্তি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সত্যবটে যে ইদানীন্তন স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদিগের মাতামহী বা প্রমাতামহীদিগের ন্যায় বলিষ্ঠা বা প্রজাবতী নহেন। বিদ্যা ও সভ্যতা নিবন্ধন অনেকেরই (আমরা সকলের কথা বলিতেছি না) অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিরন্নতা ও দৈন্য হইতে অনেকেই এক্ষণে সম্পন্ন ও সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকিলে ষষ্ঠীর দৃষ্টি অল্পই হইয়া থাকে। সকল দেশেই দরিদ্রগৃহে অপত্যের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ধন পুত্র-লক্ষ্মীলাভ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। সুতরাং সম্পন্ন ধনাঢ্য পরিবারেরা যে অধিক অপত্যের জননী হন না, ইহা প্রায় সকল দেশের লোকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাশিক্ষা ইহার কারণ নহে। এবিষয়ে উদ্ভিজ্জ জাতির সহিত মানব জাতির সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃণ ও আগাছা পর্য্যাপ্তরূপে সর্ব্বত্রই সমান জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মনোহর সুন্দর কুসুম সহজে উৎপন্ন হয় না; অনেক যত্ন ও ভূমির পারিপাট্য না করিলে ইহা কদাপি পরিবর্দ্ধিত হয় না। বিদ্যাশিক্ষার্থ যত কেন পরিশ্রম হউক না, তদ্দ্বারা যে শরীর রুগ্ন বা দুর্ব্বল হইবে একথা অনেকে আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। দুই একটী ব্যতিক্রমস্থল হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ্যে ইহা একটী অখণ্ড নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। বরং প্রগাঢ় গবেষণার দ্বারা মানসিক উৎসাহ নিবন্ধন শরীরেরও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লচিত্ততা স্বাস্থ্যের অমোঘ লক্ষণ। মহামহোপাধ্যায় মনীষীগণ দিব্যকান্তি ও সুস্থ শরীরের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধিৎসু পদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরাই অবগত আছেন, কঠোর শ্রমসাধ্য আবিষ্কারের ফল কত সুখকর! বহুদিন অনন্য-অনুশীলন দ্বারা যখন গণিতশাস্ত্রের একটী জটিল প্রশ্ন মীমাংসায় সমর্থ হন, তখন জ্যোতির্ব্বিদই বলিতে পারেন, যে তাঁহার হৃদয় কি পরিমাণে উল্লসিত এবং শরীর কত গুণ স্ফূর্ত্তিমান্ হয়।

বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা মানসিক উন্নতির সহিত শরীরও উন্নত এবং বলশালী হইয়া থাকে, ইহাতে অনেকে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার ভাসার কলেজের (Vassor College) অধ্যক্ষেরা পরীক্ষার্থ কলেজের উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য তালিকা গ্রহণ করেন। কলেজে যতগুলি ছাত্রীর তালিকা লওয়া হয়, কলেজের বহির্ভাগস্থ তৎসংখ্যক অশিক্ষিতা রমণীরও স্বাস্থ্যতালিকা সংগৃহীত হয়। পরীক্ষায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে অশিক্ষিত রমণীদিগের অপেক্ষা বিদ্যালয়স্থ উচ্চশ্রেণীর মহিলারা অধিকতর সুস্থ ও সবল। অনভিজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রযুক্তই লোকে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার দোষোদ্ঘোষণ করিয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা কখনই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে শিক্ষার অপব্যবহারেই যাহা কিছু হইয়া থাকে। এই জন্য উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শিক্ষার্থীর পক্ষে উপন্যাস পাঠ একবারে নিষিদ্ধ। যাত্রা ও উৎসবাদিতে গমন এবং আলস্য ও বহুনিদ্রার ন্যায় উপন্যাস পাঠেও মন বিকৃত হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, শরীর নির্ব্বীর্য্য হয় ও তন্নিবন্ধন স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতনোন্মুখ হইয়া থাকে। পিতা মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য এই সকল উত্তেজনার বিষয় হইতে সর্ব্বদা সন্তান ও ছাত্রদিগকে যত্ন সহকারে রক্ষা করেন। প্রকৃত বিদ্যানুশীলনে যত কেন পরিশ্রম হউক না, উদ্দেশ্য সফল হইলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, তাহার তুলনা কিছুতেই হইতে পারে না। সেই আনন্দে আত্মা ও মন যেরূপ প্রফুল্ল ও উন্নত থাকে, শরীরও সেইরূপ স্ফূর্ত্তিমান হইয়া সৌন্দর্য্য ও বলের আধার হইয়া উঠে। কঠোর গবেষণা-পর বিদ্বন্মণ্ডলী সর্ব্বত্রই সুস্থকায় ও সবল দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

সাধু দৃষ্টান্ত।

১। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বণিক উমীচাঁদের নামে অনেক অপবাদের কথা ইংরাজী ইতিহাসে বর্ণিত আছে, কিন্তু ইনি একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন। তাঁহার দান কেবল স্বদেশের হিতকর কার্য্যে আবদ্ধ ছিল না, পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই তাহা বিতরিত হইত। লণ্ডনের ম্যাগডালেন আশ্রম এবং পরিত্যক্ত শিশুদিগের চিকিৎসাবধের জন্য তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করেন।

২। ১৭৪০ সালে ইংলণ্ডে শীতের বড় প্রাদুর্ভাব হয়। বদান্য মণ্টেগের ডিউকের স্বভাব ছিল তিনি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া যথার্থ দয়ার পাত্রদিগকে অর্থ দান করিতেন। লণ্ডনে ভূগর্ভে বহুসংখ্যক দরিদ্র বাস করিত, এই শীতে তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। ডিউক ভূগর্ভে অবতরণ করিয়া জীর্ণ-শীর্ণকায় এক রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ দুঃসময়ে তোমার দিন কেমন চলিতেছে? তোমার কি অর্থ সাহায্য চাই?" বৃদ্ধা বলিল "না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কোন অভাব নাই। যদি আপনার দান করিবার বাসনা থাকে, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে একটী স্ত্রীলোক অনাহারে মুমূর্ষু প্রায়, তাহাকে সাহায্য করুন।" ডিউক তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে অর্থ দান করিলেন। পরে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর কোন প্রতিবাসীর কি কোন অভাব আছে?" সে বলিল "হাঁ আমার অপর পার্শ্বের গৃহে যে স্ত্রীলোকটী আছে, সে বড় গরিব ও সৎ এবং দয়ার পাত্র।" ডিউক বৃদ্ধার উদারতা ও নিঃস্বার্থতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন "তুমি যদি কিছু মনে না কর, তোমার অবস্থার বিষয় জানিতে চাই।" বৃদ্ধা বলিল "আমি বাছা কাহারও কিছু ধারি না, আর এখনও আমার কয়েকটী টাকা হাতে আছে।" ডিউক বলিলেন "তাহার সহিত কিছু যোগ হইলে ক্ষতি কি?" বৃদ্ধা বলিল "সত্য বটে, কিন্তু আমার চেয়ে অন্যের অধিক অভাব থাকিতে দান গ্রহণ করা আমার পক্ষে অন্যায়।" ডিউক তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ৫টী গিনি পুরস্কার দিলেন।

৩। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য যাঁহারা সেণ্ট বা পুণ্যাত্মা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সেণ্টভিন্‌সেণ্ট পল এক জন। ইনি ফ্রান্সের গাস্কনি নগরের এক মজুরের সন্তান। তাঁহার বয়স যখন ৩০ বৎসর, তখন তিনি বন্দীরূপে ধৃত হইয়া টিউনিস নগরে নীত হন এবং দুই বৎসর ক্রীত দাসের কার্য্য করেন। তৎপরে তিনি ফ্রান্সে পলাইয়া আসিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং যে সকল দুর্ভাগ্য লোক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জাহাজের দাঁড় বাওয়া কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের সেবার্থ আত্মসমর্পণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এই হতভাগ্যদিগের রীতি চরিত্র ও ধর্ম্ম ভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধন করেন। এক সময় একটী যুবক অশ্রুজলে ভাসিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করে যে সে সামান্য একটী প্রতারণার কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া তিন বৎসরের জন্য দণ্ড পাইয়াছে এবং তাহার অভাবে তাহার স্ত্রীপুত্রগণের যার পর নাই দুঃখের অবস্থা হইয়াছে। ভিনসেণ্ট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার গৃহ গমনের সুবিধা করিয়া

দিয়া আপনি তাহার স্থানে দাঁড় টানিতে বসেন। দাঁড়ের সহিত তখন লোহার শিকল ঝুলিত, তাহার সহিত দাঁড়ীর পা বাঁধা থাকিত। ভিনসেণ্ট সেইরূপ অবস্থায় ৮ মাস কাটাইলে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় এবং এক দয়ার্দ্র ব্যক্তি টাকা দিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া লন। যাবজ্জীবন তাঁহার পায় শৃঙ্খলের ঘা ও দাগ ছিল। তিনি ফ্রান্সে নিরাশ্রয় শিশুদিগের জন্য এক হাঁসপাতাল স্থাপন করেন এবং এক বক্তৃতায় ৪০ হাজার (লিবার) টাকা তুলেন। এক সময় ফরাসী ও জর্ম্মাণদিগের মধ্যে ব্রণ্ডে নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া শত্রুপক্ষ অনেক সহস্র জর্ম্মাণ সৈন্য বিষম সঙ্কটে পতিত হয়, সেণ্ট ভিনসেণ্ট তাহাদিগের প্রতি স্বদেশীয় লোকের মনে এরূপ দয়ার ভাব উত্তেজিত করেন, যে তাহাদিগের আহার বস্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়া নিরাপদে তাহাদিগকে জর্ম্মণিতে পাঠাইতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধের ফলে সাম্পেন, পিকার্ডি, লরেণ, আর্টয়, প্রভৃতি স্থানে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মারী উপস্থিত হয়, তাহাতে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়। সেণ্ট ভিনসেণ্ট এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের সাহায্যের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তাঁহার একান্ত যত্নে বিপন্নদিগের জন্য ১ কোটী ২০ লক্ষ ফরাসী মুদ্রা সংগৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারা বহু দুঃস্থ লোক প্রাণে বাঁচিয়া যায়। এইরূপ আরও অনেক দেশহিতকর কার্য্য করিয়া তিনি আপনার জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। গ্রেটব্রিটনে এক্ষণে পোষ্ট-আপিসের কার্য্যে প্রায় ৩৫০০ জন স্ত্রী-কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

২। কোপেনহেগেনে শ্রমজীবী রমণীদিগের একটী সমিতি আছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ১৪৫০, উদ্দেশ্য পরস্পরের সাহায্য। দেনমার্কে এরূপ স্ত্রী-সমিতি অনেকগুলি আছে।

৩। আয়র্লণ্ডে প্রায় ৬০,০০০ রমণী কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। জর্ম্মণীতে ইহারেক্ষাও অধিক। ইহারা বৈজ্ঞানিক কৃষিক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ বলিয়া ইহাদিগের শিক্ষার জন্য বালকদিগের ন্যায় ইহাদিগকেও কৃষিবিদ্যালয়ে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

৪। লণ্ডনস্থ তরুণী সমিতি—(Young Women's Help Society) কুবিলী উপলক্ষে মহারাণীকে (Illuminated address) এক দীপ্তিমান অভিনন্দন প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছে।

এক বর্ষে প্রত্যেক সভ্য এক পেনি করিয়া চাঁদা দিবেন। সভ্য সংখ্যা অনেক সহস্র শ্রমজীবী রমণী।

৫। অন্যান্য মহিলাসমাজও যুবিলীর উপযুক্ত উপহার প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা এক পেনি হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাঁদা গ্রহণ করিতেছেন। সহস্র সহস্র রমণী চাঁদা প্রদান করিয়াছেন।

৬। কয়েকটী বিদুষী মহিলার যত্নে ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া রিডিং সারকেল (The Victoria Reading Circle) স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল বর্ষীয়সী বাল্যকালে শিক্ষা পান নাই, তাহাদিগের শিক্ষা দানই ইহার উদ্দেশ্য। তাহারা সভা-নির্দ্দিষ্ট পুস্তক সকল গৃহে বসিয়া চারি বৎসর কাল অধ্যায়ন করিবেন, পরে নিয়মিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে প্রশংসা পত্র ও ডিপ্লোমা পাইবেন।

৭। জাপানে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ-শিক্ষার সাহায্যার্থ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ইহার সভাপতি। দেশী ও বিদেশী অনেক ভদ্রলোক সভ্যশ্রেণীভুক্ত আছেন।

৮। এ বৎসর সভ্যদেশে উচ্চ উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মাণের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের মহারাণীর পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব স্মরণার্থ লণ্ডনে ৪২০ পাদ উচ্চ একটী প্রস্তরময় যুবিলী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ব্রুসেলেও ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে একটী অত্যুচ্চ কাষ্ঠময় স্তম্ভ নির্ম্মাণের উপক্রম হইতেছে। নিউইয়র্কেও সম্প্রতি একটী উচ্চতম স্তম্ভ নির্ম্মাণের উপক্রম হইতেছে, ইহার নিকট হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে বস্টন ও ওয়াসিংটন দৃষ্ট হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। যুবিলী যৌতুক—শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ সাংবৎসরিক রাজত্ব উপলক্ষে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ⁄০ এক আনা, ইহার কিয়দংশ পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা মহারাণীর জয়োল্লাসসূচক, অপরাংশ ভারতের দুঃখ কাহিনী ও তন্নিবারণার্থ প্রার্থনায় পূর্ণ। এই দুই অংশ একত্র হইলেই মহারাণীর যুবিলী পর্ব্ব সম্পূর্ণাবয়ব হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সময়োপযোগী এবং প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার পাঠযোগ্য।

২। বিসর্জ্জন
৩। উপহার } এই দুইখানি কাব্য শ্রী—নগেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রত্যেকের মূল্য ⁄০ দুই আনা।

স্থানে স্থানে লেখা মন্দ হয় নাই।

বিশেষ যত্ন করিলে গ্রন্থকার ভবিষ্যতে একজন গ্রন্থলেখক হইতে পারিবেন।

৪। মহারাণী ভিক্টোরিয়া—মূল্য ২৲ টাকা। এখানি বাঙ্গলায় একখানি সুন্দর মূল্যবান্ পুস্তক। পুস্তকের বিষয় যেমন একটী উজ্জ্বল আদর্শ রাজচরিত্র,ইহার আকৃতি তাহার উপযুক্ত। ইহার ভাষা বিশদ ও ওজোগুণোপেত, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী এবং বিবরণ গুলি বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ণ। ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী হইয়াও সুকন্যা, সুভার্য্যা ও সুমাতার দৃষ্টান্ত স্থল এবং ধর্ম্মনিষ্ঠতা, দয়াশীলতা ও বিনয় সৌজন্য প্রভৃতি অনেক মহৎ ও সদ্‌গুণের আধার। বস্তুতঃ একাধারে এত গুণ অতি বিরল। এই জীবন সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য—নারীগণের যে বিশেষ আলোচ্য ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

৫। মহাত্মা সেণ্ট পলের জীবন বৃত্তান্ত—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। পলের জীবন যেমন জলন্ত ধর্ম্মোৎসাহপূর্ণ, তাহার অনুরূপ ভাষায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। অনুপ্রাণিত আত্মার বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরানুরাগ,সহিষ্ণুতা, ত্যাগশীলতা ও আত্ম সমর্পণের ভাব যদি কেহ শিক্ষা করিতে চান, তবে এই জীবনচরিত পাঠ করুন্। ইহাদ্বারা অসাড় প্রাণে ধর্ম্মোৎসাহ উদ্দীপিত করিবে।

বামারচনা।

শুষ্ক-তরু-দেহে জীবন্ত লতা।

বিজড়িত স্থাণু দেহে ব্রততী সুন্দরী,
ফুল্ল ফুল, ফল, পত্রে সুশোভিত-কায়,
দেখায় স্বর্গের শোভা কিবা মরি মরি,
সজীবতা, প্রফুল্লতা, কোমলতা আর।

২

একদিন তব অয়ি ব্রততী সুন্দরী!
বিবর্দ্ধিত দেহ অই বিটপীর সনে,
একদিন যথা সতী পতিব্রতা নারী,
ছিলে মহীরুহ সহ গাঢ় আলিঙ্গনে।

৩

শুষ্ক সেই মহীরুহ আজিলো সুন্দরি!
তবুও তোমার দেহ হয়নি বিভিন্ন,
সেই সুপ্রফুল্লভাব, মন মুগ্ধকারী
স্বরূপ সৌন্দর্য্য তব বাড়ে দিন দিন।

৪

কেন লতে? পৃথিবীর দেখি অন্য ভাব,
স্বামীর বিয়োগ শোকে পতিব্রতা নারী
ম্রিয়মাণা জীর্ণা-শীর্ণা মলিন স্বভাব,
দেখিনা প্রীতির ভাব কেনলো সুন্দরী?

৫

সে ভাব তোমার কভু না দেখি ব্রততি?
পার্থিব দাম্পত্য বিধি নহেত তোমার,
নহে এ ক্ষণিক প্রেম তোমার প্রকৃতি?
অনন্ত সম্বন্ধ ইহা অনন্ত আত্মার।

৬

সাধ্বী রমণীর সতি—এই কি প্রকৃতি?
স্বামী সহ নহে শুধু পার্থিব বন্ধন,
ইহ-পরলোক যোগ বিবাহ পদ্ধতি,
আত্মার সংযোগ ইহা অনন্ত মিলন।

শ্রীসুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর, দারভাঙ্গা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭১ সংখ্যা | শ্রাবণ ১২৯৪—আগষ্ট ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জেনানা মেডিকেল সমিতি—গত জুন মাসে লণ্ডনের একটার হলে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে পার্লেমেণ্ট সভার সভ্য করেন্ সাহেব সভাপতি হন এবং সার রিচার্ড টেম্পল, মরে মিচেল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এই সভা হইতে খ্রীষ্টীয় রমণীগণ চিকিৎসা বিদ্যাশিখিয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে চিকিৎসার সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য।

জুবিলী—(১) ইংলণ্ডের রাজকবি টেলিসন্ জুবিলী বিষয়ে এক কবিতা লিখিয়া পুস্তকবিক্রেতা ম্যাকমিলান কোম্পানির নিকট ৯৩০০ টাকা পাইয়াছেন। (২) যোধপুরের মহারাজা জুবিলীর প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহায্যার্থ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গত ৪ঠা জুলাই ইন্‌ষ্টিটিউন গৃহের ভিত্তি মহারাণী স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন। ভারত হইতে ইহার জন্য ৬৭ লক্ষ টাকা গিয়াছে। (৩) মান্দ্রাজের গজপত রাও মহারাণীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করান, তত্রত্য গবর্ণর মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের নিকট তাহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। (৪) জুবিলী উপলক্ষে পুস্তকালয়, শিল্পালয়, চিত্রশালিকা, সাধারণ উদ্যান প্রভৃতি অনেক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। (৫) ইংলণ্ডের শেষ উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়া ১০০ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, আগামী

বর্ষে তাঁহার শত বার্ষিক উৎসবের সহিত জুবিলী হইবে। (৬) মহারাণী জুবিলী উপলক্ষে নিজ সম্পত্তি হইতে লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

রেলওয়ে ও সেতু—(১) বারাণসী সেতু সম্পূর্ণ হইয়াছে, গত ২রা আষাঢ় হইতে ইহার উপর লোকজন যাতায়াত করিতেছে, কিছুদিন পরে গাড়ী চলিবে। (২) অম্বালা হইতে পঞ্জাবে ডাক যাইবার বিলম্ব হয় বলিয়া একটী নূতন রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

প্রদর্শনী—গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আগামী বর্ষে হইবে, ভারতবর্ষ হইতে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা—স্ত্রীশিক্ষার ফল কেবল এ দেশে এ বৎসর আশ্চর্য্য নহে, বিলাতেও সেইরূপ এবং সেইজন্য কোন কোন সম্পাদক এ বৎসরকে মহিলা বর্ষ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

(১) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভাষার ট্রিপোতে কুমারী র‍্যামসে একমাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ, পুরুষ কেহই ১ম শ্রেণীর হইতে পারেন নাই। মধ্য ও বর্ত্তমান সময়ের ভাষা পরীক্ষারও ফল এইরূপ হইয়াছে। কুমারী হার্ষি এবারে পুরুষদিগকে হারাইয়াছেন। নিউহাম কলেজের আর দুইটী ছাত্রী অপর সম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ পরীক্ষায় বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (২) উত্তর লণ্ডন বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ৫৫৮, তন্মধ্যে ১৪৬ জন প্রকাশ্য পরীক্ষা দিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন এম এ ও ৪ জন বি এ, এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই জন গণিত ও প্রাচীন সাহিত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কেম্ব্রিজের স্থানীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংখ্যা ৭৯ জন।

মহিলাবন্ধু সভা—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লেডী ডফরিণ, লর্ড বিশপের ভগিনী ও অন্যান্য সহৃদয়া মহিলাদিগের উদ্যোগে কলিকাতায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী রমণীদিগের জীবিকার উপায় ও কর্ম্মকার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। দেশীয় দরিদ্র ভদ্র মহিলাদিগের জন্য এরূপ একটী সভা হওয়া আরও আবশ্যক।

স্ত্রী-হাঁসপাতাল—সিয়ালদহে লেডী ডফরিণের যে চিকিৎসালয় আছে, তাহার সহিত একটী হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। ছোট লাট গত ১৮ই জুলাই ইহা খুলিয়াছেন। ডাক্তার বিবী ফগো ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে ধাত্রী প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কিছু খরচ করিলে রোগী ভাল বন্দোবস্তে থাকিতে পারেন।

ভারতহিতৈষী খ্রীষ্টানদিগের স্মৃতিচিহ্ন—(১) গত ১৮ই জুলাই প্রধানতঃ দেশীয়দিগের যত্ন ও সাহায্যে মহাত্মা ডলের কবরোপরি সুন্দর স্মৃতি-

প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজীতে ও সংস্কৃতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণিত আছে। (২) অক্সফোর্ড মিসনের মহোৎসাহী সভ্য ফিলিপ স্মিথ অল্প দিন হইল জ্বরোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সমাধিস্থলে অনেক বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁর উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্নের জন্য উদ্যোগ হইতেছে। ইনি এ দেশের সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতেন ও সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা করিতেন, আশা করি সর্ব্ব সাধারণে তাঁহার সম্মাননা করিবেন।

ব্রহ্মদেশ—এখানে অনেকটা শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্রোহ দমনে হিন্দুস্থানী সৈন্যেরা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। চীন ও ব্রহ্মের মধ্যস্থিত সান প্রদেশের রাজা ইংরাজদিগের প্রতি বন্ধুভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মে মিউনিসিপালিটী, সংবাদপত্র, বিদ্যালয়, রেলওয়ে প্রভৃতি উন্নতিকর ব্যবস্থা হইতেছে। ব্রহ্মের থিবরাজ নির্ব্বাসিত হইলেও শ্বেতকায় গজরাজ এতকাল মান্দালয়ে ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট এখন তাহাকে রেঙ্গুণে চালান করিয়াছেন। ব্রহ্মবাসীরা পূর্ব্বস্মৃতি সকল ভুলিয়া নূতন শাসনের বশীভূত হয়, ইহাই উদ্দেশ্য।

রুষ সংবাদ—রুষ সম্রাট নানা দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ডনকাসকদিগের মধ্যে (ডন নদী তীরস্থ রুষ প্রজা কাসক জাতি) কোন সম্রাট আসেন নাই, তিনি যুবরাজকে তথায় লইয়া গিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সম্রাট জর্ম্মণি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিতেছেন। দলীপসিংহ রুষিয়ায় নাকি আশ্রয় ও বৃত্তি পাইয়াছেন। মধ্য আসিয়ায় রেলওয়ে দ্রুতগতিতে বিস্তারিত হইতেছে। রুষ ও ইংরাজের মধ্যে সীমাঘটিত বিবাদের মীমাংসা হইয়াছে।

৫০ বর্ষ রাজত্ব—মহারাণীর ৫০ বর্ষ রাজত্বের মধ্যে তিনি ২৩ কোটী, ২১ হাজার টাকা বৃত্তি ভোগ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে ২৩ কোটীর অধিক বাইবেল প্রচারিত হইয়াছে।

দুর্ঘটনা—(১) বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলী ইডেনের মৃত্যু হইয়াছে। (২) মারহাট্টা নামক জাহাজে পুরী হইতে অনেক যাত্রী ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহাও জলমগ্ন হইয়াছে। কত লোক মারা গিয়াছে, এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

মানব-জীবন।

তরুগণ জীবনের দেয় পরিচয়,
জীবন ধারণ করে মৃগ-পক্ষিচয়,
ঈশ্বর মননে যার মন নিয়োজিত,
সেই সে মানুষ, সত্য জীবনে জীবিত।

জীবন বৃক্ষ লতা, ইতর জীব এবং মানবের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু এই তিন শ্রেণীর সৃষ্টিতে ইহা একরূপ নয়। বৃক্ষ লতা জন্মে, বর্দ্ধিত হয়, হ্রাস পায় ও মরিয়া যায়, এই তাহাদের জীবন, ইহাতে চেতনার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইতর প্রাণীদের জীবন ইহার অপেক্ষা উন্নত, ইহারা উদ্ভিদের মত অচেতন জড়ভাবে জীবন ধারণ করে না; ইহাদের মন আছে, সুতরাং সুখ দুঃখের অনুভব আছে, চিন্তা আছে, ইচ্ছা আছে। কিন্তু এ জীবন আত্মজ্ঞানবিহীন, অন্ধভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। মনুষ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জীবনের ভাব দেখা যায়, মনুষ্যের শারীরিক জীবন ও মন আছে, তাহার উপর আত্মা আছে। এই আত্মা আছে বলিয়া মানুষ আপনাকে আপনি জানিতে পারে এবং অনন্ত পুণ্যময় ও চৈতন্যময় পরমাত্মার সহিত আপনার আত্মাকে যুক্ত করিয়া পবিত্র অমর জীবন লাভ করিতে পারে।

বৃক্ষ লতার জীবন অস্থায়ী, ইতর জীবের জীবন অসার, মনুষ্যের জীবনই সত্য ও নিত্য জীবন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই জীবন মনুষ্য মাত্রেই দেখা যায় না। মানবজাতির মধ্যে কত লোক উদ্ভিদের জীবন ধারণ করিতেছে—আহার করে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, কিছুদিন পরে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মরিয়া যায়, ইহারা উদ্ভিদ্ জাতীয় মনুষ্য। দ্বিতীয় পশু জাতীয় মনুষ্য—ইহারা প্রবৃত্তি বশে কার্য্য করে, প্রবৃত্তির সুখ অন্বেষণ করে, দুঃখ কষ্টকে ভয় করে এবং স্বার্থপর জীবন ধারণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যথার্থ মানব জাতীয় মনুষ্য তাঁহারা, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বক্ষণ চৈতন্যের অবস্থায় থাকেন, প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিয়া স্বাধীন ভাবে পুণ্যের পথ অনুসরণ করেন, স্বার্থ-ভাবকে তুচ্ছ করিয়া বিশ্বপ্রেমে মত্ত হন, পরের জন্য দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন, এবং বিশ্বপ্রাণ ঈশ্বরের সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহাতে মগ্ন ও যোগযুক্ত হইয়া থাকেন।

যথার্থ মনুষ্য জীবন যাহা, দেবজীবনও তাহা। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এই জীবন গঠিত এবং অনন্ত জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যময় পরমেশ্বরে এই জীবন প্রতিষ্ঠিত। সংসার এই জীবনের প্রতিকূল। অজ্ঞানতা, মোহ, দ্বেষ, হিংসা, কলহ, প্রবৃত্তি ও অবস্থার অধীনতা যেখানে, সেখানে এজীবন গঠন করা কঠিন,

এ জীবনের একটু সঞ্চার হইতে না হইতে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই জীবন গঠিত হইলে জীবনের অনন্ত উৎস ঈশ্বর হইতে উৎসাহ, বল, বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা দ্বারা প্রতিকূল অবস্থা সকল পরাজিত হয় এবং দেব ভাবের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইতে থাকে। এখন মনুষ্য সত্য দ্বারা অসত্য, প্রেম দ্বারা অপ্রেম, পুণ্যভাব দ্বারা পাপকে জয় করেন, তখন তাহাতে একসঙ্গে মনুষ্যত্বের গৌরব এবং ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হয়। এই জীবন ঈশ্বরে বাস করে, ঈশ্বরের মধ্যে বিচরণ করে এবং ঈশ্বর দ্বারা সঞ্জীবিত হয়, ইহা ক্রমশঃ দেবভাবময় ও ঈশ্বরময় হইতে থাকে। এইজন্য ঈশ্বর মননে মন যখন নিয়োজিত থাকে, তখন তাহাই যথার্থ জীবন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জীবন লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

উপকথা।

সওদাগর পুত্র।

একদেশে এক সওদাগর ও তাঁহার পুত্র বাস করিতেন। সওদাগর পুত্র যেমন রূপে, তেমনই গুণে। তাঁহার পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল, এবং সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার অধিকারী তিনি ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু তথাপি সওদাগর পুত্র সর্ব্বদা বড়ই বিষণ্ণ থাকিতেন। কিছুদিন এইরূপে চলিয়া গেলে সওদাগর একদিন পুত্রকে ডাকিয়া তাঁহার অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সওদাগর-পুত্র বিনীত ভাবে পিতাকে বলিলেন, "আমার বয়স কুড়ি বাইস বৎসর হইল, অথচ নিজে এক পয়সা রোজগার করিতে পারিলাম না। পৈতৃক ধনের ভরসায় আলস্যে সময় নষ্ট না করিয়া বিদেশে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করি।" সওদাগর পুত্রের কথায় যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিদেশ গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সমুদয় প্রস্তুত হইল। সওদাগর পুত্র একখানি বড় জাহাজে নানাবিধ ব্যবসায় সামগ্রী লইয়া বাণিজ্যের অভিলাষে লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করিলেন। কিছু দিনের মধ্যে জাহাজ সমুদ্রে গিয়া পৌঁছিল। সমুদ্রের শোভা দেখিয়া সওদাগর পুত্রের মনে বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল। প্রথম কয়েক দিবস তিনি অতি নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিন কত পরে একদিন সন্ধ্যার সময় আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিল। দেখিতে

দেখিতে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড় বহিতে লাগিল। বাতাসের গন্ধ পাইয়া সমুদ্র একেবারে পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। পর্ব্বতপ্রায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে ঢেউ, সে ঝড়ের বেগ জাহাজ আর কতক্ষণ সহিবে? নাবিকেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল—জাহাজ ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় আরোহী লইয়া জলমগ্ন হইল।

জাহাজস্থ সকলে ডুবিয়া মরিল, কেবল সওদাগর পুত্র মরিলেন না। তিনি একটা ভাঙ্গা মাস্তলের সাহায্যে জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার শরীর অসাড় হইয়া গেল, এবং তিনি সংজ্ঞাবিহীন হইয়া মৃতদেহের ন্যায় জলেতে ভাসিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি সে মাস্তলটী ছাড়িলেন না। সমস্ত রাত্রি সমান বেগে ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউ একবার যেন পর্ব্বতে উঠিয়া পর মুহূর্ত্তেই আবার রসাতলে বসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অদৃষ্টবশে সে মাস্তলটি হইতে সওদাগর পুত্র বিচ্যুত হইলেন না। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেলে ভোরের সময় আকাশ পরিষ্কার হইল ও ঝড় থামিল। কিন্তু সওদাগর পুত্রের আর চৈতন্য হইল না। তিনি মড়ার মত মাস্তল জড়াইয়া সমস্ত দিন ভাসিয়া ভাসিয়া চলিলেন। বেলা যখন অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তখন মাস্তলটা আপনা হইতে সমুদ্রের তীরে একস্থলে গিয়া লাগিল। সেখানকার তীর এত উচ্চ ও পাহাড়ময় যে, তাহা আরোহণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। সেই পাহাড়ের উপরে খট্‌পাখী নামে এক প্রকার পক্ষী সমস্ত দিন বসিয়া থাকে। এই পক্ষীগুলি এমন বলবান্ ও প্রকাণ্ড যে তাহাদের কথা শুনিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ইহারা যখন পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন একখানি গগণব্যাপী মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেহে এমন বল যে, হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি মহা বলবান্ জন্তুরাও ইহাদের কাছে কিছুই নহে। ইহারা তিমি প্রভৃতি সমুদ্রের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, এবং সেই লোভে উক্ত পাহাড়ের উপরে আসিয়া বসিয়া থাকে। যখন সওদাগর পুত্র মাস্তল ধরিয়া মড়ার মত ভাসিতে ভাসিতে তীরে আসিয়া লাগিলেন, তখন সেখানে একটী খট্‌পাখী বসিয়াছিল। সে মাস্তলটাকে কোন প্রকাণ্ড মৎস্য ভ্রমে ছোঁ মারিয়া পাহাড়ের উপর তুলিয়া লইল, এবং সেই সঙ্গে সওদাগর পুত্র জল হইতে উপরে গিয়া পড়িলেন। খট্‌পাখী তখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সেখান হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া গেল। অচেতন

সওদাগর পুত্র সেই খানেই পড়িয়া রহিলেন।

পাহাড়ের যেখানে সওদাগর পুত্র পড়িয়া রহিলেন, সেখানে এক প্রকার লতা জন্মিত। সেই লতার এমন অদ্ভুত গুণ যে তাহার বাতাসে মৃতদেহে পর্য্যন্ত জীবন সঞ্চার হয়। সওদাগর পুত্রের গায় সেই বাতাস লাগিতে লাগিতে তাঁহার একটু একটু করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার বেশ চৈতন্য হইল। তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং কি প্রকারে তিনি একা সেই দুর্গম স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্ব্বকথা সকল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তখন তিনি কি করিবেন—কোথায় যাইবেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। ওদিকে বেলাও অবসন্ন হইয়া আসিল। দিন থাকিতে থাকিতে লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতে না পারিলে ক্ষুধা ও পিপাসায় তাঁহাকে সেই পাহাড়ের উপরে মরিতে হইবে ভাবিয়া তিনি আস্তে আস্তে সেখান হইতে নামিলেন। কিন্তু নামিয়া কোথায় যে যান, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পাহাড়ের তলা হইতে একটি বিস্তীর্ণ বন আরম্ভ হইয়াছিল। সওদাগর পুত্র সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবর একদিকে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু লোকালয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সূর্য্য ডুবিয়া গেল ও একটু একটু করিয়া অন্ধকার দেখা দিতে লাগিল। রাত্রি আগত দেখিয়া সেই বনের নিশাচর জন্তু সকল উল্লাসে চীৎকার করিয়া বন ফাটাইয়া দিতে লাগিল। সওদাগর পুত্র দেখিলেন মহা বিপদ উপস্থিত। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! সিংহ ব্যাঘ্রের উদরসাৎ হইবার জন্যই কি সমুদ্রে ডুবিয়াও মরিলাম না?" তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, সে রাত্রি সেই পাহাড়ের উপরে যাপন করিলেই ছিল ভাল। কিন্তু তিনি এতদূর আসিয়া পড়িয়াছিলেন যে সে অন্ধকারে পাহাড়ের দিকে ফিরিয়া যাওয়াও বড় সহজ কথা নহে। সুতরাং সওদাগর পুত্র আর কোন উপায় না দেখিয়া যে দিকে যাইতেছিলেন, সেই দিকেই প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা খোঁচায় চিরিয়া যাইতে লাগিল, ও গাছ ও গাছের ডালে গতিরোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তবু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার থামিতে সাহস হইল না। এইরূপে যাইতে যাইতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইল। তখন একবার সওদাগর পুত্রের বোধ হইল যেন অনেকটা দূরে একটা আলো জ্বলিতেছে। আলোটি দেখিয়া তাঁহার দেহে যেন প্রাণ আসিল। তিনি প্রাণপণে সেইদিকে দৌড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু তখনই আবার আলোটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

সওদাগর পুত্র তথাপি দৌড়াইতে ছাড়িলেন না। ক্ষণেক পরে আলোটি আবার দেখা যাইতে লাগিল ও আবার অদৃশ্য হইয়া গেল। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে আলোটি স্থির ভাবে তাঁহার সম্মুখে কিছু দূরে জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু কোথা হইতে আসিতেছে তাহা তখনও কিছু স্থির হইল না। সওদাগর পুত্র বরাবর আলোটি লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। অট্টালিকার ত্রিতল একটি ঘরের ভিতর হইতে সেই আলোটি দেখা যাইতেছিল। সেই বিজন অরণ্য মধ্যে সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি দেখিয়া তিনি বড় বিক্ষিপ্ত হইলেন। অট্টালিকাটির অবস্থা বড়ই শোচনীয়—দেখিলে বেশ বোধ হয় যে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেখানে আর কেহ বাস করে না। সওদাগর পুত্র তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারবার চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে উত্তর দিল না। তখন তিনি সাহসে ভর করিয়া সেই বিজন অন্ধকারময় পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। তিনি যেদিকে যান কোথাও পথ খুঁজিয়া পান না। তাঁহার পায় শব্দ পাইয়া চারিদিকে ছুঁচা ও ইন্দুর কিচ্ কিচ্ করিয়া উঠিল, এবং মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকা উড়িতে লাগিল। তিনি সেই অন্ধকার মধ্যে পথের সন্ধানে হাত বাড়াইতে বাড়াইতে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু হয় দেয়াল না হয় ভাঙ্গা দরজা বা জানালা ঠেকিয়া তাঁহার পথ বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে তিনি একটি পথের সন্ধান পাইলেন। পথটি উপরের তলে উঠিবার একটি সিঁড়ি। সওদাগর পুত্র সেই সিঁড়ি দিয়া উপরের তলে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে আবার নীচের তলের মত কত যে ঘুরিয়া বেড়াইলেন তাহা আর কি বলিব। অবশেষে তিনি আর একটি সিঁড়ির সন্ধান পাইয়া একবারে ত্রিতলে গিয়া উঠিলেন। এইবার পূর্ব্বের সেই আলোটি পুনরায় দেখা যাইতে লাগিল। তিনি নিঃশব্দে পা ফেলিতে ফেলিতে যে জানালার ভিতর দিয়া আলোটি আসিতেছিল, তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। (ক্রমশঃ)

প্রণয়-পরীক্ষা।

কহিছে কোবিদ—ভুজঙ্গী রমণী,
প্রত্যয় করনা তায়,
সুলভ প্রণয়, বস্ত্র অলঙ্কারে
তার কাছে কেনা যায়।
আত্ম-বিস্মৃতির প্রতিমাটি যেন,
দেবতা-নিন্দিত মুখ,
হৃদয়ের মাঝে স্বার্থের নরক
ভাবে আপনার সুখ।
ভাবিল কুমার—"জগতের মাঝে
আছয়ে যতেক নারী,
বসন ভূষণে বাঁধা পতি পদে?
বিস্ময় হইছে ভারি।
আভরণ-হীনা বাসেনা কি ভাল
দরিদ্র পতিকে তার?
দরিদ্র হইয়া আপনি হেরিব
রমণীর ব্যবহার।"
পাতার কুটীরে রাজার কুমার
হরষে করিছে বাস,
তরুবর স্কন্ধে হের লতা বালা
জড়ায়েছে প্রেমপাশ।
ভাবে রাজসুত—"দুকুল বসন
দিইনি মুকুতা-হার
তবু পতিপ্রাণা পতি হিতে রতা
বধূ সম নারী-সার,
রাজার উদ্যানে রোপিব এ লতা,
দেখিবেক বুধজন
আজিও বসুধা ধরিতেছে বুকে
এমন রমণী ধন।"
গাহি প্রেমগীতি দিবা অবসানে,
মিশিয়া কৃষক দলে
কুটীরের পানে প্রফুল্ল পরাণে
নৃপতি-নন্দন চলে।
জ্বালায়ে প্রদীপ, সাজায়ে আহার,
আনন্দের হাসি মুখে,
দেখে প্রতিদিন ষোড়শী বধূটী
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকে।
কহে একদিন,—"কত ভাল বাস,
বল,প্রিয়ে,সত্য করে—"
"কত ভাল বাসি?" উত্তরিল বালা,
"যতখানি হৃদে ধরে।"
"রতন কাঞ্চন, মাণিক, মুকুতা,
ইহাদের কার সম?"
"এদের অভাব বুঝি নাই কভু,
মাণিক মৃত্তিকা সম।"
"আমার অভাব বলত কেমন?"
"ও কথা সুধাও কেন?
তোমার অভাব সুখের অভাব,
প্রাণের অভাব যেন।"
"বিধবা হইলে কি করিবে ধনি?
ক্ষীণ-আয়ুঃ তব স্বামী।"
"ওকি কথা প্রিয়?"—"অতি সত্য কথা"
"হক্ সাথী হব আমি।"
রজনী প্রভাতে চলিল কুমার,
পরীক্ষিতে নারী প্রেম,
সে কি বাক্‌ছল সে কি মায়াজাল
ধরিতে রজত হেম?

কপট বিষাদে আবরি বদন
রমণীরে ধীরে কয়
"দুঃস্বপন বড় দেখিনু নিশীথে,
হৃদয়ে হতেছে ভয়।
জনক জননী রাজধানী মাঝে
জানত করেন বাস,
তাঁদেরে তেয়াগি বিদেশে রয়েছি,
বর্ষ দুই, দুই মাস।
তাঁহাদের তরে আকুল পরাণ,
দশ দিন ছুটি দাও—"
সজল নয়নে কহিল বালিকা,
"আমারেও লয়ে যাও।"
"আজ থাক প্রিয়ে, দশদিন পরে
ফিরিয়া আসিব যবে,
যাইবে তখন, জননীর কোলে
কতই আদরে রবে।"
নয়নের জল লুকাবার তরে
একটি না কয়ে কথা,
সরলা রমণী দিলা অনুমতি,
ঈষত হেলায়ে মাথা।
গেছে দিন দশ, আসিয়াছে লিপি,
"যুবরাজ সখা করি
রেখেছেন কাছে, অনুরোধ তাঁর
এড়াইতে বড় ডরি।
থাক মাস দশ, বিরহ সহিয়া
শীতঋতু অবসানে,
রাজবধূ সম আসিবে হেথায়
উঠিয়া রজত যানে।"
দশমাস পরে এল দাস দাসী,
রজত-নির্ম্মিত যান,
গুরুসুখ ভারে উথলি উঠিল,
নয়নে তরল প্রাণ।
রাজবধূ বলি প্রণমিল সবে,
লিপি এক দিল হাতে,
"মরেছে কৃষক, যুবরাজ-প্রিয়া
তুমি এবে,"লেখা তাতে।
কম্পিত হৃদয়ে, স্ফারিত নয়নে,
সাধ্বস বিকৃত স্বরে
কহিল রমণী—"কাহার এ লিপি?
এসেছিস্ কার তরে?"
"তোমারে লইতে আসিয়াছি, দেবি,
বলে,"ত্বরা উঠ যানে,
নিজে যুবরাজ প্রতীক্ষা করিছে
ক্রোশ দুই ব্যবধানে।"
"রাজা যুবরাজ থাকুক না কেন,
সপ্ততাল ব্যবধানে,
প্রাণেশে আমার ক্ষত্রিয় কৃষকে,
দেখেছিস্ কোন খানে?"
"রাজকুলবধূ তুমি বরাননে,
আজ বাদে রাণী হবে,
কৃষকের কথা কি কহিছ ধনি?"
বিস্ময়ে কহিল সবে।
মরমে বাজিল, উপজিল ক্রোধ,
রাঙ্গিয়া উঠিল মুখ,
চাহি চারিদিক্ সহসা বালার
কাঁপিয়া উঠিল বুক।
"মরেছে কৃষক?—জাগিয়া কি আমি?
নহে কি নিশাস্বপন?
পীড়িত জনের বিকৃত কল্পনা?"
বিকল হইল মন।
প্রতিবেশী যত কৃষকের শিশু,
আসে আসে ফিরে যায়,
উদ্ভ্রান্ত বালিকা সজোরে ডাকিল
আয় তোরা হেথা আয়

আগন্তুকগণে আড়ে আড়ে হেরে
মুখেতে আঙ্গুল দিয়া,
একে একে তারা সরলার পাশে
নীরবে দাঁড়ায় গিয়া।
কহিল তখন,—"এ নহে স্বপন,
যুবরাজ দুরাচার
বধিয়া কৃষকে অভিলাষী এবে
লভিতে বনিতা তার।
পাপিষ্ঠের তোরা দাস দাসী যত,
ফিরে যা প্রভুর কাছে,
অসহায়া যারে ভেবেছিস তার
ধরম সহায় আছে।
অই দেখ চেয়ে কাহার পাদুকা
রেখেছি যতন করে,
পতির উদ্দেশে উঠিব চিতায়
ও পাদুকা বুকে ধরে।"
কহে মুখ্যদাসী "প্রভুর আদেশ
বিনয়ে বুঝাবে তায়,
হবে সাবধান রজ্জু কিবা বিষ
পরমাদ না ঘটায়।'
আজকার দিন শতেক প্রহরী
রহিবেক চারিপাশে,
কাল যুবরাজ যথা অভিরুচি
করিবেন নিজে এসে।"
কৃষকেরা সবে করে কাণাকাণি
কৃষক-বধূরা কাঁদে,
শোক ভয়ে হেথা মূর্চ্ছিতা হরিণী
আপনার গৃহ ফাঁদে।

নিশীথে সে জাগি অদূর প্রান্তরে
শুনিল রোদন রোল,
পরিচিত স্বরে উঠিতেছে ঘন
বল হরি হরি বোল।
দেখে উঠি বালা দাসীরা সকলে
বিচেতন চারিপাশে,
কুটির বাহিরে কোন বা প্রহরী
স্বপনে অস্ফুট ভাষে।
হরি বোল ধ্বনি অতি মৃদু রবে
ক্রমশঃ নিকট এল,
কুটীরের কোণে বৃত্তির সংযোগ
ছট্ ছট্ খুলে গেল।
"দাদা!" "এস বোন্" "একটু দাঁড়াও,
পাদুকা লইয়া আসি।"
অনুমৃতা কেন হইবি ভগিনী?
হব মোরা পরবাসী।"
"কোথা যাব ছেড়ে রাজার দখল,
বৈকুণ্ঠ না যদি পাই"
বলিতে বলিতে চিতার নিকটে
এল দুই বোন্ ভাই।
জনক জননী আছিলা সেথায
দুই প্রতিবেশী আর,
"চল অন্য দেশে কহিলা জননী
বরাবয়া অশ্রুধার।"
বিধবার দেশ ইহলোক নহে,
আমারে বাঁচালে আজ"
বলি অশ্রুমুখী প্রণমি সবারে,
ঝাঁপিল অনল মাঝ।

আশাবতীর উপাখ্যান।

যোগী। মা আশাবতি! চল মা! আমরা তৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করিয়া তিলভাণ্ডেশ্বরে গমন করি।

আশাবতী। কিছুদূর গমনানন্তর গঙ্গাতীরে একটী উচ্চ সোপানে উঠিতে উঠিতে সম্মুখে একটী দেবালয় দর্শন করিয়া বলিলেন প্রভো! এমন সুন্দর দেবমূর্ত্তি কখন দেখিনি, এ দেবতার নাম কি?

যোগী। মা! ইহাঁর নাম বেণী-মাধব। মঙ্গলসরাই হইতে কাশীধামের যে দুটী উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দূর হইতে দেখিয়া বোধ হয় যেন বারাণসী নগরী দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পাপী তাপী নরনারীকে আহ্বান করিতেছে, ঐ স্তম্ভকে বেণী-মাধবের ধ্বজা কহে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে এই ঠাকুরের মন্দির ছিল। মুসলমান বাদসাহ সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আশাবতী। আর কোন দেব-মন্দিরের প্রতি কি ঐরূপ অত্যাচার হইয়াছে?

যোগী। কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়াও মস্‌জিদ্ করিয়াছে। জ্ঞানবাপীর নিকট যে মস্‌জিদ্ দেখ তাহাই পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ছিল, পাণ্ডারা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পূর্ব্বতন বিশ্বেশ্বরকে জ্ঞান-বাপীর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে। এই ক্ষুদ্র আশ্রমটীর নাম তৈলঙ্গ আশ্রম; ইহার মধ্যে স্বামীজী আছেন—।

আশাবতী। উঃ কি প্রকাণ্ড শিব!!—

যোগী। মা আশাবতী! ঐ দেখ স্বামীজী বসিয়া আছেন।

আশাবতী। তৈলঙ্গ স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন প্রভো! আমি স্ত্রীলোক, অতি অজ্ঞান, কিছু জানিনা, আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি মহাপুরুষ জ্ঞানের সাগর, আপনাকে পাইয়া আমার কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ হইতেছে। আমার প্রশ্ন এই যে, জগতে উপাস্য দেবতা কতজন এবং তাঁহারা কে?

তৈলঙ্গস্বামী। প্রস্তর খণ্ড দ্বারা দেবনাগর অক্ষরে লিখিলেন উপাস্য দেবতা এক। যে ব্যক্তি যে কোন নামে যে ভাবে পূজা করুক সেই একেরই পূজা করে। কারণ দেবতা একমাত্র অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় নাই। তিনি শিবং অর্থাৎ মঙ্গলং।

আশাবতী। তাঁহার রূপ কি?

তৈলঙ্গস্বামী। তিনি সচ্চিদানন্দ

ঘন বিগ্রহ, যোগিগণের হৃদয়রঞ্জন।

আশাবতী। তবে প্রতিমা পূজা কেন?

তৈলঙ্গস্বামী। পূজা দুই প্রকার, সাবলম্বন আর নিরবলম্বন। প্রতিমা জল স্থল চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ লতা নদী পর্ব্বত এইরূপ সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে পূজা, তাহাই সাবলম্বন এবং নিকৃষ্ট। যতদিন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন উহার কোন একটী অবলম্বন না করিলে পূজা হয় না। ব্রহ্ম দর্শন হইলে আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না। সাবলম্বন পূজার মন্ত্র "যে দেবতা ঘটে, প্রতিমাতে, জলে, অগ্নিতে, সর্ব্বভূতে, বিশ্বসংসারে, সেই দেবতাকে নমস্কার।" কিন্তু নিরবলম্বন পূজার মন্ত্রে কেবল "ত্বংহি ত্বংহি।" সাবলম্বন পূজা সোপান, উহার কোনটীতে বদ্ধ থাকিলে প্রকৃত অবস্থা লাভে বিলম্ব হয়।

আশাবতী। প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কি?

তৈলঙ্গস্বামী। কোন উত্তর না লিখিয়া যোগাসনে বসিয়া সাধনপ্রণালী দেখাইলেন।

যোগী। আশাবতি! দেখ দেখ কি শোভা! যেন পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়েছে! কি উচ্চহাস! যেন রাজঘাটে হাস তরঙ্গ আঘাত করিতেছে।

তৈলঙ্গস্বামী। ভাব সম্বরণ করিয়া স্থির হইলেন। যোগী ও আশাবতী প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

যোগী। চল মা! এখন ত্রিলোচনেশ্বরে যাই।

আশাবতী। ভাস্করানন্দ স্বামীজীর আশ্রমের নিকট আর একটী উদ্যানে যে বাঙ্গালী সাধুটীকে দর্শন করিলাম, তাঁহার নামটী কি মনে আছে?

আশাবতী। তাঁহার নাম কি পাল। পালমশাই বলিয়াই খ্যাতি। আহা কি মধুর স্বভাব। তাঁহার বিনয় দেখিলে লজ্জা হয়। তাঁহার দয়াও আশ্চর্য্য।

যোগী। মহাত্মারা দয়ার সাগর, তাঁহাদের দয়ায় কত দীন দুঃখী প্রতিপালিত হয়। দেখিলেত তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট আমরা যতক্ষণ ছিলাম, তাহার মধ্যে জলকষ্ট ও অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য, এবং দুঃখী ব্রাহ্মণের উপনয়ন ও বিবাহ দিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিলেন। সাধু মহাত্মারা অর্থসংগ্রহ করিয়া এরূপ অনেক কার্য্য গোপনে গোপনে করিয়া থাকেন।

আশাবতী। আপনি যে ভগবদ্গীতা পাঠ করেন, তাহাতে লেখা আছে যে, যে সাধক অনন্যমনে ভগবানের শরণাপন্ন হন, ভগবান তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন, তিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, একথা সত্য, সন্দেহ মাত্র নাই।

সংসারাসক্ত মনুষ্য মাথায় ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করে, তথাপি পরিবার ভরণ পোষণেই অক্ষম। অর্থের অভাব কিছুতেই যায় না। আর যাঁহারা বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের চরণে দেহ মন অর্পণ করিয়া কেবল তাঁহারই পূজায় ও সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের ভাণ্ডার অযাচিত দানে পরিপূর্ণ। যেমন আয়, তেমনি ব্যয়, স্থিতির ঘর শূন্য। দাতা যিনি ভাণ্ডারীও তিনি, ব্যয়কর্ত্তাও তিনি। ভক্ত কেবল লীলা দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন। এমন দয়ালু দাতা আর কে আছে?

যোগী। এই তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির, এক পাঠক মহাশয় তথায় শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন, বাহির হইয়া উভয়কে বসিতে আসন দিলেন।

আশাবতী। আপনার পাঠ শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত উপকার লাভ করিয়াছি। দয়া করিয়া উপদেশটী আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমার উপকার হয়।

পাঠক। মা! উপদেশ কি বুঝাইব; আমি আজিও উপদেশ বুঝিতে পারি নাই। প্রথমে সত্য, যাহা আছে তাহাই সত্য। আমি আছি, কিন্তু আমি কে? শরীর কি আমি? না, কারণ শরীর জড় পদার্থ, আমি চেতন। শরীর আমার গৃহ, শরীর যন্ত্র আমি যন্ত্রী, কিন্তু আমি কোথায়? আমাকে দেখি নাই, চিনি নাই। তবে আমি আছি কে বলিবে? জনশ্রুতি শুনিয়া শুনিয়া যাহা বলি তাহা আমার নিকট সত্য নাও হইতে পারে। কারণ অন্য প্রকার শুনিলে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। যাহা সত্য তাহার পরিবর্ত্তন নাই; তাহা নিত্য, ভ্রম প্রমাদ রহিত এবং সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। যতদিন আমাকে আমি না জানি না চিনি, ততদিন আমি অসত্যে পড়িয়া রহিয়াছি।

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর আছেন। যতদিন আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করি, কেবল শোনা কথা বলি, ততদিন আমার পক্ষে পরমেশ্বর, জগদীশ্বর বলা বিড়ম্বনা। কারণ দুদিন পরে কোন অবিশ্বাসী নাস্তিকের সঙ্গ করিলে বলিয়া উঠিব, 'ঈশ্বর নাই।' যদি একবার তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইলেই আমার পক্ষে তিনি সত্য হইলেন। হাজার নাস্তিক "নাই নাই" বলিলে আর পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যতদিন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করি, ততদিন অসত্যে ডুবিয়া আছি। এজন্য প্রথমে অসত্য হইতে সত্যেতে যাইবে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে যাইবে, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে যাইবে। সত্যশীল না হইলে অন্যান্য উপদেশ কেবল জনশ্রুতি মাত্র, তাহার কার্য্য হইবে না। অতএব আর আর উপদেশের আলোচনা না করিয়া আত্মতত্ত্ব ও ভগবৎ-

তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যশীল হও। সত্য না জানিয়া সত্য জানি বলাই অসত্য। যে অসত্যকে পোষণ করে, সে আত্মাপহারী চোর; তাহা দ্বারা কোন পাপই অকৃত থাকে না। অতএব সরল হও, সত্যশীল হও, জীবন ধর্ম্মময় হইবে।

(ক্রমশঃ)

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২৭০ সংখ্যা, ৮১ পৃষ্ঠার পর)

আম্রের (স্বতন্ত্র প্রকার) আচার—কচি আম্রের খোসা ছাড়াইয়া, তাহাকে মাঝামাঝি চিরিয়া দুই খণ্ড করিবে। তাহার বীচি ফেলিয়া দিবে। পরে তাহাকে চুণের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ৩৪ ঘণ্টা ভিজিবার পর একখানি আম্র পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া স্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখিবে যে টক্ আছে কি না। যদি তখনও খাইতে টক্ লাগে, তবে আরও খানিকক্ষণ ভিজিবে অর্থাৎ যতক্ষণ না টক্ যায় ততক্ষণ ভিজিবে। যে আম্র যত বেশী টক্, তাহা ভিজিতে তত বেশী সময় লাগে। বেশ টক্ গেলে উহাকে চুণের জল হইতে তুলিয়া পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া অপর পাত্রে রাখিবে। এই ধৌতকরা আম্র হইতে দুই প্রকার আচার প্রস্তুত হয়।

১ম প্রকার—ঐ আম্রে গুড় মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে; অল্প শুষ্ক হইলে, একটী হাঁড়ীতে তৈল দিয়া তাহাতে ঐ আম্রগুলি ফেলিয়া দিবে, যেন আম্র গুলি তৈলে ডুবিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। ২।৩ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই আচার এক বৎসর দেড় বৎসর থাকে।

২য় প্রকার—চিনির রস প্রস্তুত করিতে হইবে; রস প্রস্তুত হইলে ঐ রসে ঐ আম্র ফেলিয়া দিবে। যখন আম্র সিদ্ধ হইবে এবং চিনির রসের ফুট হইবে, তখন নামাইবে। চিনির রসের ফুট হইবার পূর্ব্বেও যদি আম্র সিদ্ধ হয়, তথাপি নামাইবে না; যেহেতু ঐ আম্র যত সিদ্ধ হউক না কেন, কখনই গলিয়া যাইবে না; তাহার কারণ উহাকে চুণের জলে ভিজান হইয়াছিল। নামাইবার পরেই আহার করিবার উপযুক্ত হইবে। কিন্তু যত অধিক দিবস থাকে, খাইতে তত সুস্বাদু হয়। এই আচার ৬।৭ মাস থাকে।

আর এক প্রকার—আম্রের খোসা ছাড়াইয়া তাহাতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। রৌদ্রে অল্প শুষ্ক হইলে একটী হাঁড়ীতে তৈল

রাখিয়া তাহাতে ঐ আম্রগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে শুধু খোলায় পাঁচ ফোঁড়ন ভাজিয়া ঐ হাঁড়ীর ভিতর আম্রের উপর ফেলিয়া দিবে। কেহ কেহ আম্রের খোসাসুদ্ধ এই আচার প্রস্তুত করিয়া থাকেন, খোসাসুদ্ধ আচার করিলে অধিক দিবস থাকে। কিন্তু খোসাসুদ্ধ আচার অপেক্ষা খোসা ছাড়ান আচার খাইতে ভাল লাগে। এই আচারে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। এই আচার এক বৎসর দেড় বৎসর থাকে।

জলপাই—ডাঁসা অথবা পাকা (বেশী নরম না হয়) জলপাই চোকলা চোকলা করিয়া কাটিবে। চোকলা করিয়া কাটিলে এক একটী জলপাই তিন খণ্ড করিয়া হইবে, অর্থাৎ দুই দিকের দুই চোকলা দুই খণ্ড এবং বীচি সহ মধ্যের অংশ এক খণ্ড। তাহাতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। রৌদ্রে অল্প শুষ্ক হইলে, একটা হাঁড়ীতে তৈল রাখিয়া তাহাতে ঐ জলপাইগুলি ফেলিয়া দিবে, জলপাই যেন তৈলে ডুবিয়া থাকে। পরে শুধু খোলায় পাঁচ ফোঁড়ন ভাজিয়া হাঁড়ীর মধ্যে জলপাইয়ের উপর ফেলিয়া দিবে।

অন্য প্রকার—জলপাইগুলির গাত্র চারিদিকে চিরিয়া দিয়া পরে তাহাতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে দিবার পরে, উপরের প্রকরণ মত তৈলে ফেলিয়া পাঁচ ফোঁড়ন ভাজা দিলেই হইবে।

৩য় প্রকার—জলপাইগুলিতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। যখন শুকাইয়া গা চুপ্‌সিয়া যাইবে অর্থাৎ ঠিক্ হরিতকীর ন্যায় হইবে, তখন পূর্ব্বের প্রকরণ মত তৈলের হাঁড়ীতে ফেলিয়া পাঁচ ফোড়ন ভাজা দিলেই হইবে। জলপাইয়ের আচার এক বৎসর দেড় বৎসর থাকে।

আমড়া—প্রথমে যে দুই প্রকার জলপাইয়ের আচারের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমড়ার আচারও সেই প্রকার।

তরকারীর আচার—তরকারীর আচার সাধারণত শীতকালেই ভাল হয়, কেননা সেই সময়ে নানা প্রকার তরকারী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তরকারীর আচারে কাঁচকলা এবং তিক্তরস বিশিষ্ট তরকারী যেন দেওয়া না হয়; কেন না তাহাতে আচার ভাল হয় না। সকল প্রকার আলু, বেগুণ, সিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শশা, কাঁকুড়, ওলকপি, প্রভৃতিকে প্রথমে কুটিতে (ঝোল প্রভৃতি রন্ধনের জন্য সচরাচর যে প্রকার কোটা হয়) হইবে। তাহার পরে ঐ সকল কোটা তরকারীগুলিকে একত্র করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে, বেশ সিদ্ধ হইলে তাহাদিগকে নামাইয়া জল হইতে তুলিয়া পৃথক্ পাত্রে রাখিতে হইবে। এই সময়ে একটু সতর্কতা পূর্ব্বক দেখিতে হইবে যেন সিদ্ধ তরকারীতে কিছুমাত্র

জল না থাকে। পরে ঐ তরকারীগুলিকে রৌদ্রে অল্প শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, যেন উহার গায়ের রস মরিয়া যায়। তাহার পরে লবণ ও হলুদের গুঁড়া ঐ তরকারীতে মাখাইয়া রৌদ্রে দিতে হইবে। অপর একটা পাত্রে (পাথর অথবা চিনা বাসন হইলে ভাল হয়) তেঁতুলের সঙ্গে গুড় মিশ্রিত করিয়া হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে মাখিতে হইবে। ঐ তেঁতুলের সহিত যেন বীচি অথবা তেঁতুলের শির না থাকে, সেগুলিকে অগ্রেই পৃথক্ করিতে হইবে। গুড় ও তেঁতুল উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে ঐ লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখান অল্প শুষ্ক (ঐ তরকারী রৌদ্রে যেন বেশী শুষ্ক না হয়) তরকারীতে ঐ গুড় মিশ্রিত তেঁতুল বেশ করিয়া মাখাইয়া একটী হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহার উপর তৈল ঢালিয়া দিয়া রৌদ্রে দিবে। উপরে পাঁচ ফোড়ন ভাজা ছড়াইয়া দিবে। কিছু দিবস পরে দেখা যাইবে যে, উপরে আর তৈল নাই, তখন পুনরায় উহার উপর তৈল দিবে। এইরূপে ২।৩ বার তৈল ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। ২।১ মাস পরে বেশ খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই আচার অতি সুস্বাদু এবং মুখরোচক; প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ইহা এক বৎসর দেড় বৎসর থাকিলেও নষ্ট হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইহাতে গুড় ও তেঁতুলের মিশ্রণের যে কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তেঁতুল হইতে কেবল বীচি ও শিরা পৃথক্ করিবার কথা লেখা হইয়াছে। কিন্তু তেঁতুলের ছিবড়া * পৃথক করিবার কথা লেখা হয় নাই এবং তাহাও আবশ্যকও নাই। তেঁতুলের বীচি, শিরা, ছিবড়া ও শাঁস স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ; প্রথমে শিরা খুলিয়া লইয়া পরে তেঁতুল কাটিয়া বীচি পরিষ্কার করিতে হয়। তাহার পর তেঁতুলের শাঁসের সহিত তাহার ছিবড়া একত্র থাকে। পাঠক ও পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য স্পষ্ট করিয়া লেখা গেল।

সজিনাখাড়ার আচার—উপরিউক্ত প্রকারে।

ঐ তরকারীর আচারের সঙ্গে সজিনার খাড়া মিশ্রিত করিয়া দিলেও হয় এবং পৃথক্‌রূপে করিলেও হয়।

উচ্ছের আচার—প্রথমে উচ্ছেগুলিকে মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া তাহার বীচি ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে উচ্ছেতে লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। বেশ শুষ্ক হইলে দুই খণ্ড উচ্ছেকে একত্র করিয়া তাহার ভিতরে পাঁচফোড়ন ভাজা পুরিয়া দিয়া দুইটী কাটি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দুই খণ্ড উচ্ছেকে একত্র করিতে হইবে, এখন ঠিক্ যেন একটী উচ্ছে বলিয়া বোধ হইবে।

* বীচি ও শাঁসের মধ্যস্থলের কঠিন পর্দ্দা।

পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা সুতা দ্বারা বাঁধিয়া দেয়, তাহাতে খাইবার সময় অসুবিধা হয়। এইরূপে সমস্ত উচ্ছে একত্র করা হইলে সেইগুলিকে তৈলে ফেলিয়া রাখিবে, যেন উচ্ছেগুলি তৈলে ডুবিয়া থাকে। ২।৩ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই আচার প্রায় এক বৎসর থাকে।

আনারসের জেলি (Pineapple Jelly)—প্রথমে আনারস ছাড়াইবে, তাহার পর একখানি ছুরি দ্বারা তাহার চোক গুলি কুরিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে ছুরি অথবা বঁটী দ্বারা পাতলা করিয়া ঐ আনারসের শাঁস চাঁচিয়া লইবে, যতদূর পাতলা করিতে পারা যায়, ততদূর পাতলা করিয়া কাটিয়া লইয়া অবশেষে তাহার মাঝখানের শিরটীকে ফেলিয়া দিবে। পরে সেই পাতলা করা অংশ গুলিকে একখানি পীঁড়ির (বসিবার কাষ্ঠাসন) উপর রাখিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিবে। চারি দিকে কুচি কুচি করিবে, এত কুচি করিবে ঠিক্ যেন মণ্ডের মত হইয়া যাইবে। এই কার্য্য করিবার সময় প্রস্তরের অথবা চিনা বাসন ব্যবহার করিবে, আর সাবধান হইবে যেন আনারসের রস নষ্ট না হয়। পরে ঐ আনারসের কুচি ওজনে যত হইবে, ঠিক্ সেই ওজনের ভাল সাদা চিনি অথবা দোবরা চিনি লইয়া তাহার সহিত সেই মণ্ডের ন্যায় আনারস মিশ্রিত করিয়া একত্র সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে বা পরে একটুও জল দিবে না, আনারসের যে রস বাহির হইবে, তাহাতেই শাঁস চিনির সহিত মিশ্রিত হইয়া সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ করিবার সময় একটু কট্‌কিরি ফেলিয়া দিবে (ফট্‌কিরির পরিমাণ—একটী আনারসের জেলিতে এক চুয়ানি ওজনের ফট্‌কিরি যথেষ্ট)। তাহার পর ঐ আনারস গলিয়া চিনির সহিত মিশ্রিত হইয়া ফুটিতে থাকিবে। যখন মিছরির ফুট * হইবে তখন নামাইয়া লইবে। ইহা অতি সুখাদ্য, ইংরাজেরা ইহা খাইতে বড় ভাল বাসেন। ইহা এক বৎসর দেড় বৎসর থাকিলেও নষ্ট হয় না।

পিয়ারার জেলী (Guava Jelly)—পিয়ারা গুলিকে (পাকা পিয়ারা হইলে ভাল হয়) প্রথমে ভাল করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। পরে সিদ্ধ করা পিয়ারা গুলিকে জল হইতে পৃথক্ করিয়া হস্ত দ্বারা চট্‌কাইয়া এক খণ্ড পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া তাহার শাঁস বাহির করিয়া লইবে এবং বীচি ও ছিবড়া গুলি ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁসকে আনারসের জেলীর ন্যায় চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলেই হইবে। ইহাতে আনারসের অপেক্ষা অল্প ফট্‌কিরি দিবে।

* ফুটিতে ফুটিতে ঘন হইয়া যায় এবং যখন বড় বড় বুদ্ বুদ্ হইয়া "ঝপ্ ঝপ্" করিয়া ফোটে ও শব্দ হয়, তখন তাহাকেই মিছরির ফুট বলে।

বেলের জেলী (Bael Jelly)—বেলের জেলী দুই প্রকার হয়। রোগীর জন্য এক প্রকার ও সাধারণ লোকের জন্য আর এক প্রকার।—প্রথম কাঁচা বেলের খোসা ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। যদি রোগীর জন্য হয়, তাহা হইলে আটা ও বীচি সুদ্ধ সেই চাকা চাকা বেলকে জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি সাধারণ লোকের জন্য হয়, তাহা হইলে ঐ চাকা চাকা বেল হইতে বীচি ও আটা ফেলিয়া দিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। সিদ্ধ করা হইলে উহাদিগকে জল হইতে পৃথক্ করিয়া হস্ত দ্বারা চট্‌কাইয়া এক খণ্ড পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া (বীচি অথবা ছিবড়া যাহা থাকিবে, তাহা ফেলিয়া দিবে) শাঁস লইবে। পরে ঐ শাঁস আনারসের ন্যায় চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলেই হইবে।

আমের জেলী (Mangoe Jelly)—পাকা আমের রস বাহির করিয়া এক-খানি পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহার শাঁস লইয়া উপরোক্ত প্রকারে চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলেই হইবে।

উপরে যে কয় প্রকার জেলীর বিষয় লিখিত হইল, তাহাতে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, যেন জেলী প্রস্তুত করিবার সময় একটু মাত্রও জল মিশ্রিত করা না হয়।

গত সংখ্যায় লেবুর আচারের কথা যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রকার ভেদ লেখা হয় নাই। ঐ লেবুর আচার আর এক প্রকারে হয়—কেহ কেহ ঝামা দ্বারা লেবুর গাত্র ঘসিয়া তাহার খোসা অল্প উঠাইয়া তাহাকে চুণের জলে ভিজাইয়া রাখেন। তাহার পর লবণ ইত্যাদি মাখাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করেন, কেহ কেহ খোসা সুদ্ধ করেন। খোসা সুদ্ধ করিলে যদিও অল্প পরিশ্রমে হয় বটে, কিন্তু লেবুগুলি অল্প তিক্ত হয়।

জল-পথ।

বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ ও যাতায়াতের সুবিধার জন্যই পথের প্রয়োজন। সরল ও প্রশস্ত পথ দ্বারা দূরত্বের হ্রাসতা, শ্রমের লাঘব এবং ব্যয়েরও খর্ব্বতা হইয়া থাকে। এই জন্যই সভ্যজগতে সরল ও ঋজুপথের এত আদর। সরল পথের অনুরোধে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া পর্ব্বত হৃদয় বিদারণ এবং নদীস্রোত বন্ধন পূর্ব্বক সুড়ঙ্গ ও সেতু সকল নির্ম্মাণ হইতেছে। স্থলপথের ন্যায় জলপথের ব্যাপারও সামান্য নহে। ইহারও সর-

লতা রক্ষার জন্য বাণিজ্য-প্রিয় জাতিরা কত কষ্ট, কত ব্যয়ভার বহন করিতেছে। বাণিজ্যই ধনাগমের এক মাত্র উপায়; ধনাগম ব্যতীত দেশের উন্নতি হয় না, সুতরাং দেশের হিতানুষ্ঠানে বাণিজ্যই প্রধান সাধন। ইহার দ্বারা যেমন দেশজাত দ্রব্য সকল দেশান্তরে নীত হইয়া ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করে, সেইরূপ বিদেশীয় সভ্যতা ও অভিজ্ঞান দ্বারাও স্বদেশীয় আভ্যন্তরিক অবস্থার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। জল-পথের সুগমতাতে বাণিজ্যের উন্নতি। স্থলপথাপেক্ষা জল-পথে ব্যয়েরও অনেক লাঘব হয়। অগম্য অর্ণব-পথের সরলতা সম্পাদন সর্ব্বদা সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্দেশীয় সরল জলপথ অসম্ভব নহে। কৃত্রিম নদী বা খাল খনন, শুষ্ক নদীর পুনরুদ্ধার, হ্রদ বা ভূমধ্য সাগরের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা কেবল পথের সরলতা বা সুগমতা সংসাধিত হয় এমত নহে, পর্য্যাপ্ত জলাগমের দ্বারা কৃষিকার্য্যেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মহার্ণব বা সিন্ধু মধ্যস্থ যোজক সকল খনন করিয়া উভয় জলরাশির সম্মিলন করিলে কেবল যে বাণিজ্যের উন্নতি হয় এমন নহে, মানব শক্তিরও চিরকীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দুই সহস্র বর্ষ অতীত হইল, কোরিন্থ যোজক খনন করিয়া কোরিন্থ উপসাগর ও ইজিয়েন্ সাগর পরস্পর সম্মিলনের চেষ্টা হয়। কোরিন্থ উত্তর গ্রীশ ও পিলোপনিসস্ বা মোরিয়ার সহিত যোগ করিতেছে। কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে প্রথম উদ্যোগ বিফল হয়। পরে জুলিয়স্ সিজর ও তাঁহার উত্তরাধিকারী অন্যান্য রোমীয় সম্রাটেরাও উপর্য্যুপরি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও সফল হয় নাই। সম্প্রতি কয়েকজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যনৈপুণ্যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে অর্ণবপোত সকল কোরিন্থ খাত দিয়া একটী সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্রে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে যোজকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিতে হইলে সমস্ত মোরিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে হইত, অথবা বাণিজ্য দ্রব্য সকল জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া শকটযোগে বহন করিয়া অপর পারে পুনর্ব্বার ভিন্ন জাহাজে অধিরোহণ করিতে হইত। এক্ষণে সেই সকল পরিশ্রম ও ব্যয়ভার বাঁচিয়া গেল এবং দূরত্বও অনেক হ্রাস হইল। সুয়েজ খাতও ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারদিগের দ্বারা খনন করা হইয়াছে। এই খাত দিয়া অর্ণবপোত সকল আরব্যোপসাগর হইতে ভূমধ্য সাগরে যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে সমস্ত আফ্রিকা খণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া বাণিজ্য পোত সকল ভারতবর্ষে আগমন করিত, ইহাতে প্রায় ৪।৫ মাস কাল ও প্রভূত

অর্থ ব্যয় হইত, এবং দক্ষিণ ও ভারত মহাসমুদ্রের সঙ্কটাপন্ন বাত্যার ভয়ে সশঙ্কিত হইতে হইত। এক্ষণে সে সকল বিপদাশঙ্কা কিছুই নাই অথচ প্রায় তিন সহস্র ক্রোশ পথভ্রমণ হইতে অব্যাহতি হইয়াছে। পেনেমা খাতও ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারগণ খনন করিতেছেন। ইহা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী যোজক। বিশাল আণ্ডিস্ পর্ব্বতশ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে কিছু কাল বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু অব্যর্থ ফরাসী অধ্যবসায় নিশ্চয়ই সফল হইবে। সম্প্রতি জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট উত্তর সমুদ্র ও বল্‌টিক সাগরের সংযোগ করিতেছেন। এল্‌ব নদীর সাগর সঙ্গম কাইল্ পর্য্যন্ত (Kiel) খাত খনন হইতেছে। এই খাত সম্পূর্ণ হইলে ২৩৭ মাইল পথ বাঁচিয়া যাইবে এবং ডেন্‌মার্কের উত্তর বিপদসঙ্কুল সিন্ধুদেশ ভ্রমণ আবশ্যক হইবে না। রুষীয় গবর্ণমেণ্টও লুপ্ত নদী সকলের পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছেন। ওবী এবং ইনিসী নদীদ্বয় খাত দ্বারা সম্মিলন পূর্ব্বক বৈকাল হ্রদের সহিত সংযোগ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ফরাসীরা পারিস পর্য্যন্ত অর্ণবপোতোপযোগী খালের ব্যবস্থা করিতেছেন; বিস্কে উপসাগর হইতে ভূমধ্য সাগরেরও সংযোগের উদ্যোগ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পেরিকোপ্ যোজকও খাত দ্বারা খনন করিয়া কৃষ্ণ ও আজফ্ সাগরের পরস্পর সংযোগের কল্পনা হইতেছে। ইউফ্রেটিস্ নদী, পারস্যোপসাগর এবং ভূমধ্য সাগরও পরস্পর সংযোগের কল্পনা হইতেছে। এই সমস্ত জলপথ সম্পূর্ণ হইলে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের কত উন্নতি হইবে, এবং দূরত্ব হ্রাসতা নিবন্ধন ইউরোপ ও আসিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কত মহৎ ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে!

নারীচরিত।

মেরী ওয়াসিংটন।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের অধিনায়ক ও ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ভুবনবিখ্যাত জর্জ্জ ওয়াসিংটন যে এত বড় লোক হইয়াছিলেন, তাঁহার মাতার অসাধারণ গুণ ও মহৎ চরিত্রই ইহার মূলীভূত কারণ। এই রত্নগর্ভা রমণীর নাম মেরী ওয়াসিংটন। ইহার চরিতাখ্যান পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

বল নামক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবার

পটোমাক নদী তীরে বার্জ্জিনিয়া * উপনিবেশ স্থাপন করেন, মেরী ওয়াসিংটন এই বংশসম্ভূতা। বার্জিনিয়ার মহিলাগণ গৃহকার্য্য ও স্বাধীন ভাবের জন্য প্রথম হইতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন, মেরীও সেইরূপ কার্য্য ও সেইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবনের ইতিহাস আর অধিক পাওয়া যায় না। তিনি আগষ্টাইন ওয়াসিংটনের সহিত বিবাহিত হন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। যখন বিধবা হন, তখন তাঁহার বয়স অধিক নয়। এই বয়সে বৈধব্য-দশাগ্রস্ত ও শিশুসন্তানের প্রতিপালনের সম্পূর্ণ ভারবহনে বাধ্য হইয়া তিনি অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি একদিকে দক্ষতা সহকারে সংসার রক্ষা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে এরূপ সুশিক্ষা ও সুশাসন দ্বারা শিশুসন্তানের চিত্ত গঠন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের ভিত্তি সেই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হইল। স্পার্টার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে তিনি সন্তানকে সকল প্রকার ভোগ বিলাসিতা হইতে যত্নপূর্ব্বক দূরে রাখিয়া দুঃখ কষ্ট বহনে ও আত্মত্যাগ স্বীকারে প্রথম হইতেই অভ্যস্ত করিতে লাগিলেন, তাহাতে ওয়াসিংটনের শরীর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইতে এবং মন স্বাধীন ও তেজস্বী ভাব ধারণ করিতে লাগিল।

পিতার মৃত্যুকালে ওয়াসিংটনের বয়স দশ বৎসর মাত্র। তিনি বলিতেন পিতার আকৃতি ও স্নেহময় ভাবমাত্র তাঁহার স্মরণ আছে, কিন্তু তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ধন, সম্পদ ও মান মর্য্যাদার মূলকারণ তাঁহার জননী।

ওয়াসিংটন বাল্যকালে অসাধারণ ধর্ম্মসাহস ও সত্যবাদিতার জন্য পিতার নিকট বহু সমাদৃত হইয়াছিলেন, এতৎ সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। ওয়াসিংটনের পিতা যে একজন সত্যপরায়ণ উন্নত-চরিত্রের লোক ছিলেন, ইহা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

ওয়াসিংটনের মাতা একজন আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। তিনি তাঁহার গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী এবং তাঁহার গৃহের সকল ব্যবস্থাই সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার পরিচয় দান করিত। তাঁহার পরিশ্রম ও গৃহকার্য্যপটুতা গুণে গৃহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবির মত বোধ হইত। তথায় আবশ্যক যে কিছু দ্রব্য সকলই প্রস্তুত এবং যেখানকার দ্রব্য সেইখানেই সজ্জিত। ধর্ম্মশাসন ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তথায় জাজ্বল্যমান। তথায় যৌবনসুলভ লঘুতা ও সুখপ্রিয়তা ধীরতা ও সদ্বিবেচনার দ্বারা শাসিত হইত, তথাকার আমোদ প্রমোদ

* বার্জ্জিন অর্থ অবিবাহিতা। অবিবাহিতা ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্থাপিত বলিয়া এই উপনিবেশ বার্জ্জিনিয়া নামে খ্যাত হয়।

নিয়মিত ও ভদ্রোচিত ছিল। বাধ্যতা তাঁহার গৃহের প্রধান নিয়ম। অধীন ও বাধ্য হইতে না শিখিলে কেহ স্বাধীন ও কর্ত্তৃত্ব ভার বহনে সমর্থ হইতে পারে না, ধর্ম্মজগতের ইহা একটী গূঢ় নিয়ম। ওয়াসিংটন মাতার সম্পূর্ণ বশীভূত ও অনুগত হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিবার প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন।

ভবিষ্যতে তিনি জগদ্বিখ্যাত ও স্বাধীন আমেরিকাবাসীদিগের অধিনেতা হইলেও তাঁহার উপর মাতার কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। মাতার চেহারা যেন পুত্রকে বলিত ——"আমি তোমার মাতা, জীবনদাত্রী, যখন আবশ্যক হইয়াছিল তোমাকে পা পা করিয়া চালাইয়াছি। আমার মাতৃ-স্নেহ তোমার মাতৃভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে, আমার কর্ত্তৃত্ব তোমার চিত্তকে শাসিত ও গঠিত করিয়াছে। তোমার যত কেন উচ্চ গৌরব ও খ্যাতি হউক না, ঈশ্বরের পর আমি তোমার ভক্তির আস্পদ।"

বীরপুত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শনে সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাকিতেন।

ওয়াসিংটন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত একজন সেনাপতি ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিদারুণ অত্যাচারে আমেরিকাবাসীগণ যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন তাহারা জর্জ্জ ওয়াসিংটনকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিল। ওয়াসিংটনকে কয়েক বৎসর স্বাধীনতা যুদ্ধের সমুদায় ভার আপনার স্কন্ধে লইয়া অবিশ্রান্ত চিন্তা অক্লান্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশের হিতব্রতে তিনি সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া আর সকল কার্য্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

যুদ্ধ গমনের পূর্ব্বে তিনি মাতাকে পল্লীবাস হইতে স্থানান্তরিত করিয়া ফ্রেডারিকসবর্গ নামক নিরাপদ স্থানে রাখিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তথায় বাস করিতেন, তাঁহাদের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিলেন। সাত বৎসর পরে ওয়াসিংটন জন্ম-ভূমির স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়া মাতার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ করেন।

জননী, স্পার্টান জননীর ন্যায় সন্তানকে স্বদেশের কল্যাণার্থ যুদ্ধে বিদায় দিলেন এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এই সঙ্কটময় সুদীর্ঘকাল নিষ্ঠাসহকারে আপনার জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত রহিলেন।

আমেরিকার যুদ্ধ সময়ে ৮২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ওয়াসিংটন জননী আদর্শ গৃহিণীর ন্যায় গৃহধর্ম্ম পালনে ব্রতী ছিলেন, কেবল তিন বৎসরকাল উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। চাবি সকল আপনার নিকট রাখিতেন, দিবারাত্রি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, আত্মীয় পরিজনের সেবা করিতেন, এবং স্বাধীন ভাবে

চলিতেন ফিরিতেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঔদ্ধত্য কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। দুঃখের দিনে যেমন ভাবে চলিয়াছিলেন, সম্পদের দিনেও অবিকল সেই ভাবে চলিতেন। তাঁহার পুরাণ ধরণের একখানি গাড়ী ছিল, তাহা চড়িয়া সহরের নিকটস্থ ক্ষেত্র পরিদর্শনে প্রতিদিন গমন করিতেন এবং আপনার চক্ষে লোকজনকে কাজ করাইতেন। ফ্রেডারিকসবর্গের প্রাচীন লোকদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখে আজও তাঁহার শ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতার সুখ্যাতি শুনা যায়। সর্ব্বপ্রকার মিতাচারে তিনি অত্যন্ত মনোযোগিনী ছিলেন। তাঁহার নিজের হাতগড়া জিনিষে গৃহ পরিপূর্ণ দেখা যাইত, গৃহ কার্য্যের সকল দিকে তাঁহার চক্ষু ঘুরিত। পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা দ্বারা যেমন অর্থ বাঁচাইতেন, সেইরূপ তাহার সদ্ব্যয়ও করিতেন। সামান্য অবস্থাতেও গরিব দুঃখীদিগের জন্য তিনি যে পরিমাণ দান করিতেন, তাহা অনেক ধনী লোকের পক্ষেও অসম্ভব বোধ হইত। মেরী ওয়াসিংটনের ঈশ্বরভক্তি অতি প্রবল ছিল। কেবল ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মকার্য্য সমাধা হইত না, তিনি নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা ও ধ্যান ধারণা করিতেন। শেষ জীবনে নির্জ্জনে ধর্ম্ম সাধনের জন্য তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার গৃহের অনতিদূরে পর্ব্বত ও বৃক্ষবেষ্টিত একটী স্থান ছিল, তিনি প্রতিদিন তথায় গিয়া নতজানু হইয়া একান্তে ঈশ্বর ভজনা করিতেন।

আমেরিকা যুদ্ধের অবসান হইলে মহাবীর ওয়াসিংটন জয়মুকুটে ভূষিত হইয়া সসৈন্যে ইয়র্কটাউন হইতে প্রত্যাগত হইলেন এবং অবিলম্বে মাতৃচরণ দর্শনের অভিলাষী হইয়া মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বৃদ্ধা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন, এমন সময় এই সুসংবাদ আসিল। ইতিমধ্যে দিগ্বিজয়ী পুত্র মাতার দ্বারস্থ। বৃদ্ধা দ্রুতপদে বাহির হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শৈশবের নামে "জর্জ্জি" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। তিনি পুত্রের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, ললাটে কুঞ্চিত রেখা দেখিয়া বলিলেন "তোকে অনেক পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছে ও অনেক ভাবনা চিন্তা করিতে হইয়াছে দেখিতেছি। ইহা দেখিয়া আজি আমার মনে প্রাচীন সময় ও প্রাচীন বন্ধুগণের বিষয় স্মরণ হইতেছে।" ওয়াসিংটনের যশ ও খ্যাতি বিষয়ে মাতার মুখ হইতে একটী কথাও নিঃসৃত হইল না।

বিদেশীয় রাজকর্ম্মচারীরা ওয়াসিংটনের সমভিব্যাহারী হইয়া আসিয়াছিলেন, উল্লাসের এত কথা সত্ত্বে মাতার এপ্রকার সাম্যভাব দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইলেন। তাঁহার ও তাঁহার বীরপুত্রের যশোগীতে ধরণীপূর্ণ, অথচ

তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্তের একটু মাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। তাঁহারা প্রাচীনকালের অনেক লোকের নামোল্লেখ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "ইউরোপে এরূপ মহত্ত্বের নিদর্শন ত অদ্যাপি দেখি নাই।" অবশেষে বলিলেন "আমেরিকার জননীরা এরূপ হইলে সন্তানেরা যে বিখ্যাত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

ফরাসী বীর মার্কুইস ডি লেফেট স্বদেশে পুনর্যাত্রার পূর্ব্বে ফ্রেডারিক্‌সবর্গে বীরমাতার দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভার্থ আসিয়াছিলেন। ওয়াসিংটনের এক পুত্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল "ঐ ঠাকুর মা।" লাফেট দেখিলেন গৃহজাত বস্ত্রপরিহিতা তৃণের টুপী মস্তকে বীরমাতা স্বহস্তে বাগানে কাজ করিতেছেন। মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "মার্কুইস, বুড় মানুষকে দেখিতে আসিয়াছ, এস, দরিদ্র গৃহে তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের লৌকিকতার আর দরকার নাই।" মার্কুইস রাষ্ট্রবিপ্লবের সুফল, স্বাধীন আমেরিকার ভাবী সৌভাগ্য, তাঁহার অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রার প্রয়োজন এবং ওয়াসিংটনের প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ও অনুরাগ বর্ণন করিয়া অবশেষে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। মাতা সহাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্তান সম্বন্ধে কেবল এই কথা বলিলেন "জর্জ্জি বড় ভাল ছেলে, সে যে এরূপ কাজ করিবে, তা আশ্চর্য্য নয়।"

মেরী ওয়াসিংটন মধ্যমাকৃতি ছিলেন, তাঁহার গঠন সুসৌষ্ঠব এবং মুখাকৃতি শোভন ও মহত্ত্বব্যঞ্জক ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার "ভাল ছেলের" কথা বলিতেন, তাঁহার বাল্যজীবনের গুণব্যাখ্যা করিতেন, মাতার প্রতি তাহার যে কত ভক্তি ও ভালবাসা তাহার পরিচয় দিতেন, কিন্তু দেশের উদ্ধারকর্ত্তা, রাজ্যের শাসনকর্ত্তা পুত্রের সম্বন্ধে একটীও কথা ভ্রমক্রমে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত না। ইহার কারণ এই, তিনি পুত্রকে সৎ হইতে শিখাইয়াছিলেন, মহৎ হওয়া তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল; পুত্র সৎ হইয়াছে, এই তাঁহার আনন্দ, তাহার মহত্ত্বের আর কি প্রশংসা করিবেন?

৮৭ বৎসর বয়সে মেরী ওয়াসিংটনের মৃত্যু হয়। তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক বৎসর অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত ধর্ম্মনিষ্ঠাতে পূর্ণ ও অটল ছিল। শেষ অবস্থায় পুত্রশোকও সহ্য করিতে হইল। পুত্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু এবং ফ্রেডারিক্‌সবর্গে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার সমাধির উপর স্মরণ-প্রস্তর অনেকদিন নির্ম্মিত হয় নাই। অবশেষে বার্জিনিয়াবাসীরা আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধনের ত্রুটি অনুভব করিয়া

বিশেষ যত্নে সমাধি মন্দির প্রস্তুত করেন এবং ১৮৩৩ সালের ৭ই মে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট আণ্ড্রু জাক্‌সন কর্ত্তৃক ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। ওয়াসিংটন জননীর সম্মানার্থ এই চরম উৎসব দর্শনে রাজকর্ম্মচারীগণ ও অসংখ্য দর্শক সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বোনাপার্টির নির্ব্বাসন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সম্বন্ধে এক কবি এইরূপ বলিয়াছেনঃ—

উচ্চাশার দৈববলে হ'য়ে বলীয়ান্
বালক অজ্ঞাতশ্মশ্রু প্রবীণ মহান্
যদি কারে দেখিবারে চাও ধরাপরে,
অদ্ভুতদর্শন-দেখ বোনা ধুরন্ধরে।

সামান্য ঘরে দরিদ্র অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়ান যেমন এক মহাবল পরাক্রান্ত জাতির উপর একাধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। যখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর, তখন স্বকীয় উৎসাহ উদ্যম ও মেধাবলে তিনি অভিজ্ঞ সেনানায়কদিগের অধীনস্থ সুশিক্ষিত সৈন্যদলকে পরাজিত করেন, তৎপূর্ব্বে কোন সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করেন নাই—এমন কি নিয়মিত কোন যুদ্ধস্থলেও উপস্থিত হন নাই। বহুদিন জয়লক্ষ্মী তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। তিনি যে রাজসিংহাসন স্বীয় ক্ষমতাবলে সংগঠন করেন, তাহাতে তাঁহার বংশ পরম্পরা চির-প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীকে এত পরীক্ষা করিলে চলিবে কেন? তাঁহার দুর্দ্দম উচ্চাশা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিবার অভিলাষ করিয়া রসাতল গর্ভসাৎ হইল।

যে সমর-তরঙ্গ রাইন্ নদী হইতে মস্কৌ পর্য্যন্ত তিনি প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যখন তাহা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিজের উপর আসিয়া পড়িল, যখন তাঁহার প্রিয়তম ফ্রান্সভূমিতেই জীবন ও মুকুট রক্ষার জন্য তাঁহাকে ঘোর বিপদাপন্ন হইতে হইল, তখনও তিনি সুপক্ক সমরদক্ষতার পরিচয় দান করিয়া "অদ্বিতীয় সেনাপতি" আখ্যা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনের অধীন হইতে হইল এবং ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র এল্‌বা দ্বীপের রাজত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল। সম্মানের সহিত কয়েক মাস নির্ব্বাসন দণ্ড বহন করিয়া তিনি অল্পসংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে ফ্রান্সে আসিলেন, আর জয়োৎসবের সহিত পারিসের সিংহাসনে পুনরারোহণ করি-

লেন। তাঁহার নাম তখনও সমগ্র ইউরোপের ভীতির কারণ, সমগ্র ইউরোপ তাঁহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র। তিনি এই সমবেত ক্ষমতাকে চূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার ক্ষমতার অসাধ্য। অবশেষে ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্র তাঁহার ও সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যপরীক্ষার শেষ মীমাংসা হইল। এই ঘটনায় নেপোলিয়ান এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেনঃ—

"যৌবনে যখন ভাসি, ভাগ্যলক্ষ্মী হাসি হাসি,
আসি মোরে করিল বরণ।
সম্রাটের পরিচ্ছদ করিল অর্পণ।
আমার গৌরবে মাতি, বিশাল ফরাসীজাতি,
ধ্বনিল আমার জয়োৎসব,
কে করিবে মোরে পরাভব?
হাতে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি, দিলাম সাগরে ফেলি
আবার বরিল হাস্যমুখে,
ভাবিলাম দিন মম যাবে চিরসুখে।
এবার হলো বিদায়, ফিরিবে না হায় হায়!
কেন এল, কেন গেল চলে,
নিয়তির বিবর্ত্তন কার সাধ্য বলে?

ফরাসীদিগের অনেকে তখনও তাঁহার সপক্ষ ছিল, কিন্তু তাহাদিগের সপক্ষতার উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া তিনি সাম্রাজ্যের উপর নিজ স্বত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার পুত্রকে ২য় নেপোলিয়ান বলিয়া বিঘোষিত করিলেন। ফ্রান্সে অবস্থান নিরাপদ নহে জানিয়া তিনি আমেরিকা যাত্রা করিবার উদ্দেশে সমুদ্রতটে উপনীত হইলেন, কিন্তু ইংরাজ সৈন্য তাঁহাকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত জানিতে পারিয়া ইংলণ্ডের হস্তে স্বয়ং আপনাকে ধরা দিবার মানস করিলেন। ১৮১৫ সালের ১৫ই জুলাই এই মর্ম্মে ইংলণ্ডীয় জাহাজাধ্যক্ষকে এক পত্র লিখিলেন। মেটলাণ্ড সাহেব বেলারোফন জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন, তিনি সদল নেপোলিয়ানকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। জাহাজে প্রবেশ করিয়া তিনি কাপ্তেনকে বলিলেন "মহাশয়! আমি আপনাদিগের রাজা ও রাজনিয়মের সহায়তা লাভের আশায় আপনাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। তিনি তৎপরে ইংলণ্ডের রাজপ্রতিভূর (পরে চতুর্থ জর্জ্জ) কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাহার কোন সদুত্তর পাইলেন না।

(ক্রমশঃ)

বাল্য বিবাহ।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে বহু আন্দোলন বঙ্গদেশের শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে হইয়াছে। বাল্যবিবাহ যে অশেষ অনিষ্টের মূল, ইহার জন্য আর নূতন যুক্তি প্রদান করা অনাবশ্যক। বঙ্গীয়সমাজে যেমন

স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহও কমিয়া আসিতেছে। কেবল পুরুষের নয়, স্ত্রীলোকেরও উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিবার জন্য জনসমাজের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বলবতী হইয়াছে। সমাজসংস্কারক বাবু কেশবচন্দ্র সেন ১৫।১৬ বৎসর হইল, দেশীয় বিদেশীয় বিজ্ঞ ডাক্তার ও সমাজতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের মত লইয়া স্থির করেন, পুরুষের পক্ষে ১৮ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৪ বিবাহের ন্যূনকল্প বয়স হওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের বিবাহকার্য্যে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন —কেবল তাহা নহে, হিন্দু সমাজেও কার্য্যতঃ ক্রমে ক্রমে এই প্রথা সমাদৃত ও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সম্ভ্রান্ত হিন্দুগৃহে ১৪।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাগণ অবিবাহিত অবস্থায় আছেন। বালিকার দৈহিক বিকাশ মন্দ হইলে অভিভাবকগণ এ বয়সেও বিশেষ চিন্তান্বিত হন না। ইহা হইতে আশা করা যায়, হিন্দুসমাজে ঘৃণীয় শিশুবিবাহ প্রথা আপনাপনি রহিত হইবে, এবং বরকন্যা সুশিক্ষা লাভ ও আপনাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য ভার অনুভব করিয়া ক্রমশঃ উপযুক্ত বয়সে উদ্বাহব্রত অবলম্বনে অগ্রসর হইবেন।

দুঃখের বিষয় শিক্ষিত সমাজে ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহের অনুকূল হাওয়া বহিবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার কারণ বোম্বাইয়ের অভাগিনী রুক্মা বাই। এই যুবতী আপনার বাল্যকালের বিবাহিত স্বামীকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র, এবং কতকগুলি লোক তাঁহার সহায় হইয়া বাল্যবিবাহকে রাজবিধি দ্বারা অসিদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টাপর হওয়াতে এই বিপরীত আন্দোলন উপস্থিত। ঘাত প্রতিঘাত স্বভাবের নিয়ম —এক দিকে বাড়াবাড়ি করিলে তাহার বিপরীত দিকে মানবমনের ঝোঁক আসিয়া পড়ে। ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে এই ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা সমাজব্যবস্থা সুনিয়মিত ও পরিণামে সুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজি আমরা দেখিতেছি—দেশীয় খৃষ্টান বন্ধুগণের মুখপাত্র এক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাল্যবিবাহের পক্ষ-সমর্থনকারী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এবং শিক্ষিত হিন্দুদিগের একদল তাঁহার দলস্থ হইয়া বাল্যবিবাহের উপকারিতা ঘোষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাবু জয়গোবিন্দ সোম হিন্দু ও খৃষ্টান শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া বাল্যবিবাহের মধ্যে গূঢ় ধর্ম্মভাব ও নৈতিক পবিত্রতার আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সদুদ্দেশের সহস্র প্রশংসা করি, এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া দেশীয় ভাবের এত অনুরাগী বলিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করি। আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ নিরশনের তিনি যে বিরোধী, ইহার সহিতও আমাদিগের সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাঁহার যুক্তিগুলিতে একদেশদর্শিতা, মত-পক্ষপাতিতা ও দৃষ্টফল

গ্রহণের সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান নিরঙ্কুশ অবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বদর্শন করিয়া সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, নতুবা ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলা বিচিত্র নহে। অনেক কথা বলিতে ভাল, শুনিতে ভাল, কিন্তু নানা কারণে কার্য্যতঃ তাহার ফল উপাদেয় নহে। আমরা এবার এ বিষয়ের আর অধিক প্রসঙ্গ করিলাম না, বারান্তরে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করিব।

নূতন সংবাদ।

১। অনরেবল রাজা বনবিহারী কপূর্রের পুত্র ছোট লাটের বিচারে বর্দ্ধমানের মহারাজা হইয়াছেন।

২। বারিষ্টার অতুলচন্দ্র মল্লিকের পুত্র বসন্তকুমার মল্লিক এবং চারুচন্দ্র দত্তের পুত্র অতুলচন্দ্র দত্ত সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথমটী উত্তীর্ণদিগের মধ্যে দশম স্থানীয়।

৩। পার্কস নামে এক সাহেব ৭টী হনুমান দ্বারা চাসের কার্য্য চালাইতেছেন।

৪। ১৮৮৫ সালে বঙ্গদেশে ২৭৩১, বোম্বাইয়ে ২০২৪, পঞ্জাবে ১৫৬৬, উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যায় ১২৯০ এবং মান্দ্রাজে ৮৬৭ খান নূতন পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে।

৫। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য টিণ্ডাল ৩৫ বৎসর বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া নির্জ্জন বাস আশ্রয় করিয়াছেন।

৬। বরদার গুইকুমার ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে আপনার মৃতা প্রিয়তমা মহিষীর স্মরণার্থ বহু অর্থব্যয়ে এক বাজার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজভক্ত প্রজারা নিজে প্রায় ২০ হাজার টাকা তুলিয়া রাণীর এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ইতিহাস শিক্ষা—শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৵১০ মাত্র। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। এখানি বিদ্যালয়ের বালকদিগের বিশেষ উপযোগী।

২। মা ও ছেলে—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৵০ মাত্র। শিশুবিনয়ন একটী অতি কঠিন অথচ গুরুতর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য মনে উদ্বোধিত হয় এবং প্রকৃষ্টপ্রণালীতে তৎ-

সাধনে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার জন্য গ্রন্থকার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রয়াস অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। আমাদিগের দেশের পিতা মাতারা কিরূপ অনবধানতা বশতঃ শিশুকে মানুষ হইতে দেন না, এবং তাহার অধোগতির কারণ হন, গ্রন্থে তাহাও বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা যারপরনাই প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালাভাষায় ইহা একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। প্রত্যেক গৃহে ইহা এক একখানি রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক জননীর ইহা মনোযোগসহকারে পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

৩। অশ্রুকণা—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। শতাধিক কবিতাস্তবকে এই কাব্যখানি গ্রথিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ভাবপূর্ণ ও সুললিত—পাঠ করিয়া পাকা কবির লেখা বলিয়া বোধ হয়—অনেক স্থল পড়িতে পড়িতে মোহিত হইতে হয়। এ দেশের একজন স্ত্রীলোক এরূপ লিখিতে শিখিয়াছেন, ইহা সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে।

৪। হাউয়ার্ড চরিত—শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা হাউয়ার্ডের জীবনচরিত সুন্দরভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠে সাধারণে—বিশেষতঃ বালকগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবে বলা বাহুল্য। ইহা বিদ্যালয়ে পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

৫। গার্হস্থ্য কোষ—প্রকাশক পরেশনাথ বিশ্বাস, মূল্য ৸০ আনা। পঞ্জিকা, ডায়েরী, হিসাবের ফরম প্রভৃতি সকল কথা আছে। অতি সুন্দর, প্রত্যেক গৃহস্থের প্রয়োজনীয়।

বামারচনা।

একটী কামিনী।

সুনীল আকাশ মরি পূর্ণ চন্দ্রমায়
আলোকিত শোভাময় দৃশ্য মনোহর,
বিরিছে শশীরে এবে তারকা মালায়,
বহিতেছে মৃদু বায়ু তুলিয়া লহর। ১

হেন সুখময়ী রাত্রে একটী কামিনী,
বসিয়া শয়ন কক্ষে বাতায়ন খুলে,
ভাবিতেছে শূন্যে চাহি জনম দুখিনী,
পড়েছে কুঠার যবে, সুখ তরুমূলে। ২

"এই আকাশের চাঁদ, আঁধার বিনাশি,
উদিয়াছে নীলাম্বরে, হায়রে যেমন,
মম হৃদাকাশে চাঁদ আলোকের রাশি,
বিকীরণ করেছিল শীতল জীবন।" ৩

ভাবিতেছে সেই দিন, আপনা ভুলিয়ে,
পেয়েছে সে কি যাতনা মরমের তলে,
সয়েছে গো কত জ্বালা, অবলা হইয়ে,
পোড়া প্রাণ পুড়িয়াছে যে শত দাবানলে। ৪

যে দিন প্রাণেশ তার, চিরদিন তরে,
বিদায় মাগিল কাছে, যোড় হাত করি,
সেই বুকভাঙ্গা দৃশ্য প্রাণের অন্তরে,
সমুদিত, কি যাতনা দিবস শর্ব্বরী। ৫

নিরাশা কাতর পূর্ণ, সেই মুখ খানি,
সেই মর্ম্মভেদী কথা, পাষাণ ভরিয়া,

চাহিয়া প্রেয়সী পানে, বুড়ি দুই পাণি,
বলেছিল, কি কথারে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া। ৬

সেই করপদ্ম মরি, করেতে ধরিয়ে,
সোহাগ আদর যাহা ঘটেনি জীবনে,
বলে ছিল, সেই কথা, অমিয় জিনিয়ে,
"প্রেয়সীরে, কি অসুখী অভাগা কারণে।" ৭

"বিদায় লো প্রিয়তমে, জনম মতন,
নিরমল চাঁদমুখ দেখি একবার,
দেখিবে না এ অভাগা! জীবনে কখন,
অবসান এত দিনে সকলি আমার। ৮

"মাতাল পাতকী জনে একদিন তরে,
করনি গো অনাদর, জীবনে কখন,
দেবের মতন ভক্তি করেছ পামরে,
তোমার ও ভালবাসা স্বরগের ধন। ৯

"নারকীর পত্নী হয়ে ভেবেছ প্রেয়সী,
দেবপত্নী তুমি যে গো, দেব সহবাসে,
অভাগার অনাদর আদরের রাশি,
মরমের কি যাতনা সয়েছ হরষে। ১০

"জীবনের ভালবাসা বিনিময়ে তার,
এ পাতকী কি দিয়েছে? ভাবিলে ঘৃণায়—
মরে যাই, বিদরয় পরাণ আমার,
জ্বলে উঠে, মরমের নিভৃত আলয়। ১১

"যে চোখে পাতকী তোমা, দেখেনি চাহিয়ে,
পিপাসিত সেই চক্ষু আজিরে প্রেয়সী,
দেখাতেম কি যাতনা হৃদয় নিলয়ে,
বুঝিবে কি? দেখিবে কি? অনলের রাশি। ১২

"আজীবন তব আসা, বুঝিনি অন্তরে,
একদিনে কেমনে লো পারিবে জানিতে,
কি জ্বালার অগ্ন্যুচ্ছ্বাস হৃদয় কন্দরে,
উথলি উঠিছে হায়, পারি কি চাপিতে। ১৩

"বাঁচি যদি প্রিয়তমে, এবার তোমারে,
ক্ষুদ্র এ হৃদয় খানি, করিব প্রদান,
দেখাইব ভালবাসা, কত এ আধারে,
ক্ষুদ্র হৃদি, কিন্তু নাহি প্রেম পরিমাণ। ১৪

"কেঁদনা প্রেয়সি আর অভাগা কারণে,
বাড়ে যে মরম পীড়া পারিনা সহিতে,
ও চোখেতে অশ্রুবিন্দু, আর এ নয়নে,
সহেনা যাবার কালে, অক্ষম হেরিতে। ১৫

"কেঁদেছ ত কত দিন, দেখেছে পামর,
কত অশ্রুরাশি প্রিয়ে, ঝরেছে নয়নে,
নিদয় কঠিন প্রাণ, হয়নি কাতর,
আজি কিন্তু এ যাতনা, অধিক মরণে। ১৬

"অশ্রুমুখী—অশ্রুময় বহু দিন হতে—
হেরেতেছি ওই আঁখি, প্রেয়সী এখন,
হাসি-মাখা মুখ খানি দেখিয়া মরিতে,
জনমের মত সাধ, হবে কি পূরণ? ১৭

"শেষ সাধ, জন্ম শোধ, বাসনা আমার,
মরিব "তোমার" হয়ে ফুরাল সকল,
হতভাগা সাধ ইচ্ছা করিবে না আর,
জীবনের সঙ্গে তার ফুরাল সকল। ১৮

"দু দিনের ভালবাসা, শেলের সমান,
হয় ত বাজিবে তব হৃদয় ভিতরে,
মরণের আগে কেন হইল এ জ্ঞান,
নহে ত এ ভালবাসা ত্রিশূল অন্তরে। ১৯

প্রেয়সি, তোমার সুখী একদিন তরে,
করিল না এ অভাগা, কে ভুলিবে হায়,
দুখমাখা মুখ খানি, মুদ্রিত অন্তরে,
রহিল রে, কে মুছিবে পুড়িলে চিতায়? ২০

আর একদিন মরি, দেবতা তাহায়,
বলেছিল, "সুচরিত্রে বাসনা অন্তরে,
বাঁচি যদি প্রেয়সিরে, সাজায় তোমায়,
মনের মতন কত চারু অলঙ্কারে।" ২১

"এ যাত্রায় প্রিয়তমে যদি পাই প্রাণ,
কাঁদাব না আর তোমা; থাকিতে জীবন,
যত দিন এ পরাণ নহে অবসান,
রহিব হইয়া তব অনুগত জন। ২২

"প্রণয়ের প্রতিদান পলকের তরে,
পাও নাই মরে যাই, প্রেয়সি কখন,
জীবনে যে সুখ, তাহা ভালবেসে মোরে,
অন্য সাধ একেবারে দিয়ে বিসর্জ্জন। ২৩

কিন্তু এই হতভাগা,—বিদরে হৃদয়—
তব প্রেম প্রস্রবণে উপেক্ষি অন্তরে,
চেয়েছিল রোধিবারে কুকাজ শিলায়,
প্রেমের ফোয়ারা সে যে কে রোধে
তাহারে? ২৪

প্রেয়সী, কি পবিত্রতা রহিল জীবনে,
এত যতনের ধনে, নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
করিল না সুখী আহা ভুলিব কেমনে?
পাষাণ যদিও, আজ গলিল হৃদয়। ২৫

"অভাগার হৃদয়ের শিরায় শিরায়,
কি যে রে ভীষণ জ্বালা মরম দহন,
সমুদ্র তোমার প্রেম, শিশির তাহার
মিশিল না কভু, এযে অসহ্য বেদন। ২৬

প্রেয়সি, সেদিন মনে পড়েলো তোমার,
যে দিন পাতকী তরে নলিন নয়নে,
পড়েছিল অশ্রুরাজি—মুকুতার হার।
সেধেছিলে পায়ে ধরে, কাতরে যতনে। ২৭

"যে হৃদয় তোমালাগি ত্রিলোকের তরে,
কাঁদে নাই সেই হৃদি পুনঃ প্রিয়তমে,
নিদয় পাষাণ আজি সোহাগে সাদরে,
অরপিল যতনেতে রেখোলো মরমে। ২৮

"ওই সুপবিত্র মুখ অঙ্কিত আমার,
চিতানলে পারিবে কি দহিতে কখন?
নরকে যাইব প্রিয়ে ডরিনা তাহায়,
স্মরণ আমার সতি, তোমার বদন। ২৯

বিদায় বিদায় আজ জনম মতন,
চলিলাম ভাসাইয়া সাধের কুসুমে,
জীবনের সাধ আশা করিয়া হরণ,
জ্বালাইয়া দাবানল মরমে মরমে।" ৩০

কাঁদিল কামিনী সব করিয়া স্মরণ,
পারে কি বুঝাতে প্রাণে কাঁদেরে কেমনে,
কত জ্বালা প্রাণে পোরা অসহ্য দহন;
কত ভার বোধ হয় হৃদয় জীবনে। ৩১

বলেছিল সেই কথা জনমে কখন,
হয় নাই ভাগ্যে যাহা হইবে না আর,
বাঁচিলে এবার আর হতভাগ্য জন,
করিবে না অনাদর জীবনে তাহার। ৩২

"যে হৃদয় তোমা লাগি ত্রিলোকের তরে,
কাঁদে নাই সেই হৃদি পুন প্রিয়তমে,
নিদয় পাষাণ আজ সোহাগে সাদরে,
অরপিল যতনেতে রেখোলো মরমে।" ৩৩

সেই প্রেম গাথা যদি সদত বদনে,
গাহি তবু ফুরায়না—অনন্ত অক্ষয়,
কণ্ঠহার করি গলে পরিব যতনে,
জুড়াব সকল জ্বালা, হইয়া নির্ভয়। ৩৪

শ্রীহরিমতি দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭২ সংখ্যা | ভাদ্র ১২৯৪—সেপ্টেম্বর ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

বামাবোধিনীর চতুর্ব্বিংশ জন্মোৎসব।

(১)

শুভ ভাদ্র মাসে নদী-ভরা জল,
নীলাম্বর পট গগণের তল,
ধরার উরস শোভিছে শ্যামল,
নব শস্য-দল আনন্দে হাসে।

(২)

সরোবরে শত শত শতদল,
ফুল ফলে সুশোভিত বনস্থল,
নক্ষত্র নিকর হীরক উজ্জ্বল,
শরতের চাঁদ বিমল ভাসে।

(৩)

এ হেন সময়ে বিধির নিদেশে,
দুখিনীর দেশে দুখিনীর বেশে,
জীবনের ব্রত সাধন উদ্দেশে,
জনম লভিল একটী বালা,

(৪)

জনম দুখিনী ভারত কামিনী,
আঁধারে মগনা দিবস যামিনী,
কারার বন্দিনী চির পরাধীনী,
কে জানে কে বোঝে তাদের জ্বালা?

(৫)

নাশিতে তাদের মনের আঁধার,
জ্ঞান সত্যালোক করিয়া প্রচার,
ঘুচাতে তাদের শোক দুখ ভার,
অমৃত আস্বাদ প্রাণেতে দিয়া,

(৬)

জনমিল বালা, নাহি ধন বল,
নাহি ঐহিকের সহায় সম্বল,
সহায় সম্বল ঈশ্বর কেবল,
বিশ্বাসেতে দৃঢ় বেঁধেছে হিয়া।

(৭)

সাধু ইচ্ছা যার সদা জয় তার,
মঙ্গলময়ের মহিমা অপার,
মঙ্গলের রাজ্য হইবে বিস্তার,
অমঙ্গল দূর হবে অচিরে ;

(৮)

অগতির গতি অনাথের নাথ,
সাধেন কল্যাণ থাকি সাথে সাথ,
চির দুঃখ নিশা হইবে প্রভাত,
নারীর সুদিন আসিবে ফিরে।

(৯)

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ করি অতিক্রম,
ধরি আজি বালা নবীন উদ্যম,
বিভুর করুণা স্মরি অনুপম,
তাঁহার চরণে ঢালিবে প্রাণ।

(১০)

আজি এ তাহার জনম উৎসবে,
উলু উলু ধ্বনি কর নারী সবে,
আজি বন্ধুগণ আনন্দের রবে
কর তার শিরে আশীষ দান।

(১১)

নারীর মঙ্গলে নরের মঙ্গল,
নারীর মঙ্গলে দেশের কুশল,
সহায় করিয়া দেব-কৃপাবল,
একার্য্য সাধনে মিলহ সবে।

(১২)

বামাবোধিনীর এইত প্রার্থনা,
বামাবোধিনীর এইত সাধনা,
বিভুর কৃপায় এ শুভ কামনা,
সময়ে অবশ্য সুসিদ্ধ হবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পূজাবকাশে দারজিলিং ভ্রমণ—কলিকাতার টমাস্, কুক্ এণ্ড সন্ সাহেবগণ পূজাবকাশে দেশীয় ভদ্র লোকদিগের দারজিলিং ভ্রমণের এইরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন :—আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ হইতে দারজিলিং যাইবার জন্য স্পেশাল ট্রেণ (Special Train) ছাড়িয়া পরদিন বৈকালে তথায় উপস্থিত হইবে। ২৯শে সেপ্টেম্বর আবার একখানি স্পেশ্যাল ট্রেন যাত্রীদিগকে লইয়া ৩০শে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে। উক্ত কোম্পানি রেলওয়ে কোম্পানির সহিত আবশ্যক বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং দারজিলিং পর্ব্বতে ঐ কয়েক দিবস যাত্রীদিগের বাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য কোম্পানির কলিকাতাস্থ এজেণ্ট সেখানে গিয়াছেন।

যাতায়াতের ভাড়া অর্থাৎ এককালীন দেয়।

১ম শ্রেণী	৪৯৸১০
২য় শ্রেণী	২৪৸৵০
মধ্যম শ্রেণী	১০৸১০
৩য় শ্রেণী	৮৶১০

বন্ধু বান্ধব লইয়া এরূপ সুবিধায় দেশ ভ্রমণের সুব্যবস্থা আমাদের দেশে আর কখন হয় নাই। বর্ষান্তে এই সুন্দর সময়ে দারজিলিং পর্ব্বতের শোভা দেখিলে সকলেই অতুল আনন্দ উপলব্ধি করিবেন।

জুবিলী পিষ্টক—গণ্টর কোম্পানি মহারাণীকে একখানি পিষ্টক যুবিলী উপহার দিয়াছেন। ইহার পরিধি ৯॥০ পাদ, উচ্চতা ১০ পাদ এবং পরিমাণ প্রায় ৭ মণ। ইহাতে সিংহাসনোপরি একটী মন্দির মধ্যে "খ্যাতি" ও "মহিমা" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহারা দুন্দুভি হস্তে পৃথিবীর চতুর্ভাগে যুবিলী সংবাদ উদ্বোধন করিতেছে। ইহার উপরে পুনর্ব্বার মন্দির অবস্থাপিত, শিখরে শান্তির পক্ষবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি এবং সাম্রাজ্যের মুকুট। শুভ্র মহামূল্য সাটিন বস্ত্রে সুবর্ণ খচিত সিংহমূর্ত্তি সকলের মধ্যে মধ্যে মহারাণী ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের চিত্র; তন্মধ্যে মহারাণীর বিবাহকালীন (১৮৪০) প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি, মহারাণীর ১৮৬৭ সালের এবং বর্ত্তমান সময়ের প্রতিমূর্ত্তিগুলি অতীব সুন্দর। পিষ্টকের চারিধার গোলাপ ও অন্যান্য সুন্দর কৃত্রিম পুষ্পমালায় পরিশোভিত।

যুবিলী যৌতুকে কৌতুক—ইংরাজ রমণীরা উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে ইংলণ্ডেশ্বরীকে প্রায় লক্ষ টাকা যৌতুক দিতে যান, কিন্তু গেঁটের পয়সা দিয়া তাঁহাদিগকে চা খাইয়া আসিতে হইয়াছে।

কুচবিহারের মহারাণী—বিলাতে ইহাঁর সম্মাননায় আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। ইংলণ্ডেশ্বরী ইহাঁকে "ভারত মুকুট" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, স্বগৃহে ভোজ দিয়াছেন, এবং সাদরে ইহাঁর দুই গণ্ড চুম্বন করিয়াছেন। মহারাণীর ফটোগ্রাফারগণ আবার ইহাঁর ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়াছেন।

নূতন পত্রিকা—তামিলী ভাষায় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য "মহারাণী" নামক পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। মান্দ্রাজের শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ইহার প্রতিপোষক। ইহাতে সুন্দর আখ্যায়িকা, স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী প্রস্তাব এবং সাময়িক প্রসঙ্গ প্রভৃতি থাকিবে। এই পত্রিকা দ্বারা আমাদের দাক্ষিণাত্যের ভগিনীদিগের মধ্যে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারিত হউক, ইহা আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

দানশীলতা।—১) ডবলিউ টি রসেল নামক এক ধনী ভদ্রলোক এক সময় কলিকাতায় ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের হস্তে ২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা দিয়াছেন (২) অযোধ্যা প্রদেশে, নানপারা নামক স্থানে তালুকদার রাজা জঙ্গবাহাদুর স্থানীয় চিকিৎসালয়ের পরিবর্দ্ধন জন্য ১০০০০ দশ হাজার ও স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসালয় জন্য ১৫,০০০ হাজার দান করিয়াছেন।

সংসারে দুঃখ দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য যিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তিনিই ধন্যবাদের পাত্র।

স্ত্রীচিকিৎসার উন্নতি—(১) লণ্ডনে মেডিকেল স্কুল ও তৎসংক্রান্ত চিকিৎসালয় হইতে অনেক মহিলাই শিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছেন। মান্দ্রাজ কলেজে প্রথম শিক্ষিত ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ বিবী স্কাগারিব অল্প দিন হইল লণ্ডনস্থ স্ত্রী মেডিকেল স্কুলে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। এ বিদ্যালয়ে এখন ৬৩ জন ছাত্রী আছেন। গত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায়, মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরের স্ত্রী লেডী গ্রাণ্ট ডফ্ সভাপতীর কার্য্য করেন ও তথায় কর্পূরতলার হায়নাম সিংহের পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। ভবিষ্যতে যে এই স্কুল দ্বারা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানের বিশেষ উপকার হইবে তাহার সন্দেহ নাই। (২) ফরাসী রাজ্যের প্রধান নগর পারিসে ১০৮ জন মহিলা চিকিৎসা কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন; এতন্মধ্যে অধিকাংশই (৮৩ জন) রুসিয়াবাসিনী। সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে বিগত ডাক্তারী পরীক্ষায় ৫৪ জন মহিলা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সেবিকা ভগিনী—সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্তদিগের চরম আরাম জন্য কুমারী ডেবিডসন্ অল্পদিন হইল একটি শান্তিকুটির খুলিয়াছেন। যাহাতে এ জীবনের শেষ অবস্থায় নিরাশ্রয় লোকেরা শান্তি ও শুশ্রূষা লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। স্থাপয়িত্রী নিজে একজন সেবিকা ও দুই জন ধাত্রীর সাহায্যে ইহার কর্ম্ম চালাইতেছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে একটু সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা পাইলে মুমূর্ষু লোকদিগের মনে কত আনন্দ ও সুখের সঞ্চার হয়! এ কার্য্যে খাঁটী নিঃস্বার্থভাবের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। (২) বিবী রবার্টস্ এদেশীয় রোগীদিগের শুশ্রূষার জন্য যে সেবিকা ভগিনীদল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার সাহায্যার্থ ১৩ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বিলাতে স্ত্রীবিক্রয়—গত জুলাই মাসে সেফিলেডের আদালতে স্ত্রীবিক্রয় সম্বন্ধে এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে এক জেলে বলে আর এক ব্যক্তি ৫ সিলিং মূল্যে তাহাকে আপনার স্ত্রী বিক্রয় করে, এবং বিক্রয়ের টাকা লইয়া সে মদ খায়। এই বিক্রয়ের দলিল, সাক্ষী সকলই ছিল। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ইতর শ্রেণীর ইংরাজেরা হাটে বাজারে স্ত্রীদিগকে লইয়া গিয়া প্রকাশ্যরূপে বিক্রয় করিত, এখন আইন দ্বারা সেরূপ কার্য্য রহিত হইলেও কার্য্যের এককালে বিরাম নাই। দাসত্ব উচ্ছেদক ইংলণ্ডের পক্ষে এ কি বিড়ম্বনা!

ধাতুবৃষ্টি—গত ১১ই আগষ্ট বোম্বাই সহরে ধাতু বৃষ্টি হয়। ধাতু দেখিতে রূপার ন্যায়, দলে এক ব্রুকলের ৬ষ্ঠ

ভাগের এক ভাগ, ব্যাসে ৮ ভাগের এক ভাগ। ইহা প্লাটিনম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

দার্জ্জিলং স্বাস্থ্যনিবাস—কুচবিহারের মহারাজা ইহার জন্য ৫০ হাজার টাকা মূল্যের গৃহ ও ভূসম্পত্তি এবং রাজাবাহাদুর সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী নগদ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ছোটলাট একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করিবেন। নিবাসটী শীঘ্র খুলিবার কথা।

মাইকেল মধুসূদন—বঙ্গের কবিচূড়ামণির সমাধিস্থানে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী উদ্যোগী হইয়াছেন, এবং ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের হস্তে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। মহিলাগণ এ পবিত্র কার্য্যে কিছু কিছু দান করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন্।

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৭১ সংখ্যা ১১১ পৃষ্ঠার পর)

আশাবতী। পাঠক মহাশয়! আপনার আসনের উপর ওখানি কোন্ গ্রন্থ?

পাঠক। মা! ওখানি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, যোগতত্ত্বের কতিপয় উপদেশ।

আশাবতী। আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি না। আমার প্রতি দয়া করিয়া যদি পাঠ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।

পাঠক। কেন মা, এত দৈন্য কেন? তুমি শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্রী। পাঠ করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রশ্ন। যোগ কাহাকে কহে?

উত্তর। "সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনঃ।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগকেই যোগ কহে। এই যোগ তিন প্রকার, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ। ইহা ভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা কতকগুলি যোগাঙ্গ সাধিত হয়,তাহাকে হঠযোগ কহে।

প্রশ্ন। জীবাত্মা কে, এবং পরমাত্মা কে?

উত্তর। জীবাত্মা মনুষ্য,—পরমাত্মা পরমেশ্বর, গীতায় লিখিত আছে—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥"

হে কুন্তীনন্দন! এই শরীরকে ক্ষেত্র, যিনি শরীরকে জানেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শরীর পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থ, জীবাত্মা চেতন। শরীর যন্ত্র, জীবাত্মা যন্ত্রী। জীবাত্মা বর্ত্তমান না থাকিলে মৃতদেহকে কে আদর করে?

জীবাত্মা বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনস্থলে উল্লিখিত আছে—

"অস্তমিতেআদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি॥"

হে যাজ্ঞবল্ক্য! সূর্য্য চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি ও বাক্য শান্ত হইলে, এই পুরুষই কি জ্যোতিঃ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ। এই আত্মাই জ্যোতিঃ হয়। আত্মা স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

"কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ
প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ॥"

সে আত্মা কোথায়, যে বিজ্ঞানময়? পঞ্চপ্রাণে হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষই আত্মা।

"সমযানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব॥"

সেই আত্মা উভয় লোকে সমভাবে বিচরণ করে, চিন্তা করে এবং দীপ্তিমান হয়।

"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং।"

সেই এই পুরুষের দুইটী স্থান ইহলোক ও পরলোক। তৃতীয় স্থান স্বপ্ন, ইহা ইহলোক ও পরলোকের সন্ধি স্থান।

"তদুভয়থা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বাপরঞ্চৈব মেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ॥"

যে প্রকার মহা মৎস্য উভয়কূলে সন্তরণ করে, তদ্রূপ এই পুরুষ স্বপ্ন ও প্রবুদ্ধ উভয় অবস্থাতেই সঞ্চরণ করিয়া থাকে।

"তদ্যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্যপক্ষৌ সীয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় যাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি॥"

যেমন আকাশে শ্যেনপক্ষী ও মহা পক্ষী বহুদূর ভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রান্তিপ্রযুক্ত উভয় পক্ষ সংহত করিয়া বিশ্রাম করে, সেইরূপ এই পুরুষ গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া কিছু চিন্তাও করে না, দর্শনও করে না। ইহাকেই সুষুপ্তি কহে।

"য এব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদ্রাত্রা বিদ্বান্ মন্যতেঽথ যত্র দেবইব রাজেবাঽহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমোলোকঃ॥"

যদি জাগ্রৎ অবস্থায় ভয় দর্শন করে, তবে তাহাকে অবিদ্যার কার্য্য মনে করিবে। অনন্তর যে স্থানে 'আমি দেবতা' 'রাজা' এইরূপ হৃদয়ের উল্লাস হইবে, সেই স্থানেই এই পুরুষের পরম লোক।

"অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা বেদা অবেদা দেবা অদেবাঃ॥"

এস্থানে পিতা অপিতা, মাতা অমাতা, লোক অলোক, বেদ অবেদ, এবং দেবতা অদেবতা হইবেন।

"এষাস্য পরমাগতি রেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥"

ইহাই জীবের পরমগতি, ইহাই জীবের

পরম সম্পদ, ইহাই পরম লোক, পরম আনন্দ, এই আনন্দের কণা মাত্র লাভ করিয়া অন্য সকল জীব আনন্দ করিতেছে। (ক্রমশঃ)

উপকথা।

সওদাগর পুত্র।

(গত প্রকাশিতের পর)

সওদাগর পুত্র জানালার কাছে গিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ঘরের ভিতরে একটী প্রদীপ জলিতেছে ও সেই প্রদীপের সম্মুখে পদ্মফুলের মত একটী পরম রূপবতী কন্যা সরু সরু চুলগুলি এলো করিয়া একমনে কি একখানি পুস্তক পড়িতেছেন। কন্যাটী যেরূপ শ্রী ও লক্ষণযুক্তা, তাহাতে তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যে, তিনি কোন রাজকন্যা হইবেন। কিন্তু সেই বিজন অরণ্যের মধ্যে সেই জনশূন্য পুরীতে রাজকন্যা কোথা হইতে আসিলেন, সওদাগর পুত্র তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মনস্থ করিলেন যে, শীঘ্রই আত্মপরিচয় না দিয়া সেই জানালার ধারেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন। কিন্তু তখন তিনি ক্ষুধা পিপাসা ও পরিশ্রমে এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অধিকক্ষণ তাঁহার সে সংকল্প রক্ষা হইল না। সওদাগর পুত্র ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু কিছু মাত্র ভীত না হইয়া তিনি কে, কি জন্যই বা সেই ভয়ানক স্থানে আসিয়াছেন, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সওদাগর পুত্র অতি সংক্ষেপে আপনার বিপদের কথা বর্ণন করিয়া পরে বলিলেন যে, তিনি পিপাসায় এত কাতর হইয়াছেন যে, তাঁহার আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। রাজকন্যা সেই ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাকে সুশীতল জলপান করিতে দিলেন। সওদাগর পুত্র জলপান করিয়া একটু স্থির হইলে রাজকন্যা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আহা এ যমালয়ে কেন আসিয়াছ! যদি বাঁচিতে চাহ ত শীঘ্র এখান হইতে পলাও।" রাজকন্যার কথা শুনিয়া সওদাগর পুত্র বলিলেন যে, তিনি আর কোথাও আশ্রয়ের সন্ধান না পাইয়া তথায় আসিয়াছেন। সেখান হইতে যাইতে হইলে তাঁহাকে বিজন অরণ্যের মধ্যে থাকিতে হইবে। রাজকন্যা উত্তর করিলেন,—"সেও ভাল, তথাপি এখানে থাকিও না। এখানে থাকা অপেক্ষা সিংহ ব্যাঘ্রের গহ্বরে গিয়া আশ্রয় লওয়া ভাল। এ কেমন

ভয়ানক স্থান, তবে বলি শুন। তুমি যে বিজন অরণ্যের ভিতর দিয়া আসিলে, তাহা এককালে একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল, এবং আমার পিতা সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন। পিতার সুশাসনে প্রজারা পরমসুখে কালযাপন করিত। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে আমার জন্মের কিছু পূর্ব্বে রাজ্য মধ্যে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস আসিয়া উৎপাত করিতে লাগিল। পিতা তাহাকে বধ করিবার জন্য কত সিপাই শান্ত্রী পাঠাইলেন, কিন্তু যে তাহাকে মারিতে যাইল,সে আর ফিরিল না। বহুর কতকের মধ্যে তাহার দৌরাত্ম্যে রাজ্য প্রজাশূন্য হইল ও লোকাভাবে [illegible] হইয়া গেল। অবশেষে যখন আমার বয়স চারি পাঁচ বৎসর হইবে, তখন দুরাচার একদিন হঠাৎ রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে মারিয়া খাইয়া ফেলিল, কেবল আমাকে মারিল না। সেই অবধি আমি এখানে বন্দীর মত রহিয়াছি, এবং মনুষ্যের মুখ কিরূপ, তাহা আর দেখিতে পাই না। দুরাচার রাক্ষস সন্ধ্যা হইবামাত্র চরিতে বাহির হয়। রাত্রির মধ্যে সে শত শত ক্রোশ বেড়াইয়া নরনারী ও গোরু বাছুরের রক্তমাংসে উদর পরিপূর্ণ করে, এবং ভোর না হইতে হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত দিন নিদ্রা যায়। সে আমার প্রতি কখন কোন অত্যাচার করে না, কিন্তু তথাপি তাহাকে দেখিলে আমার বুকের ভিতর শুকাইয়া যায়। আমি তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম—কতবার অরণ্যের ভিতরে গিয়া লুকাইয়া রহিলাম, কিন্তু সে যে কি মন্ত্র জানে,বলিতে পারি না। আমি যেখানেই থাকি না কেন, সে আমাকে নিশ্চয় গিয়া ধরিবে। বার বার চেষ্টা করিয়া আমি এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়াছি ও তাহার হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন মরিতে আসিয়াছ?"

রাজকন্যার কথা শুনিয়া সওদাগর পুত্রের বুক শুকাইয়া গেল। কিন্তু তিনি সে বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া বলিলেন,—"রাজকন্যা, আমি এখানে থাকি, আর বনের ভিতর গিয়া আশ্রয় লই, আমার পক্ষে দুই সমান। এখানে থাকিলে রাক্ষসের পেটে যাইব, বনের ভিতরে থাকিলে বাঘ ভল্লুকের পেটে যাইব। অতএব আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, তুমি অনুমতি করিলে আমি আজ এইখানেই রাত্রি যাপন করিব।" রাজকন্যা সওদাগর পুত্রের কথায় সম্মত হইলেন। কিছু ক্ষণ পরে তিনি তাঁহাকে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ খাবার আনিয়া দিলেন। অনাহারী সওদাগর পুত্র পরম পরিতোষের সহিত তাহা আহার করিলে রাজকন্যা তাঁহাকে বলিলেন,—"তবে চল,তোমাকে এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি তোমার কাছে

যাইব, ততক্ষণ তুমি প্রাণান্তেও তাহার ভিতর হইতে বাহির হইও না।" এই বলিয়া রাজকন্যা এক প্রদীপ হস্তে করিয়া সওদাগর পুত্রকে লইয়া চলিলেন। সেই রাজবাটী এত বড় যে তার আর সীমা ছিল না। বিশেষতঃ এক্ষণে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়ায় ও মধ্যে মধ্যে গাছপালা হওয়ায় এরূপ হইয়াছিল যে, তার এক দিকে থাকিলে অপর দিকে কি আছে না আছে, তাহা কিছুই জানিতে পারা যাইত না। রাজকন্যা ও সওদাগর পুত্র একবার উপরে একবার নীচে এইরূপে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনেক ক্ষণ পরে একটি অতি লুক্কায়িত ঘর বাহির করিলেন। সেই ঘরের ভিতরে চারিদিক্ বন্ধ করিয়া সওদাগরপুত্র অন্ধকারে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন, ও রাজকন্যা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে, তখন রাক্ষস বাসায় ফিরিয়া আসিল। সওদাগরপুত্র যদি তখন তাহার সেই বিকট মূর্ত্তি দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার দাঁত কপাটি লাগিত। সে একটা তাল গাছের সমান উচ্চ। মাথাটা যেন একটা প্রকাণ্ড জালা। তাহাতে আবার তামার শলার মত লম্বা লম্বা চুলগুলা চারি দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দাঁতগুলা যেন এক একটা মুগা, এবং চক্ষু দুইটা যেন বড় বড় জ্বলন্ত লোহার ভাঁটা। রাক্ষস বাসায় আসিয়া যেমন শুইয়া পড়িল, অমনি মরার মত নিদ্রা যাইতে লাগিল। ওদিকে প্রভাত হইলে রাজকন্যা সওদাগরপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাঁহাকে শীঘ্র পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সওদাগরপুত্র সেখান হইতে যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"রাজকন্যা, তুমি স্ত্রীলোক, আমি পুরুষ মানুষ। তোমাকে এ বিপদে ফেলিয়া আমি নিজের প্রাণের ভয়ে যদি পলায়ন করি, তাহা হইলে আমার কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবে না। আমি হয় তোমাকে উদ্ধার করিব, না হয় রাক্ষসের পেটে যাইব।" রাজকন্যা সওদাগর পুত্রের দুর্ব্বুদ্ধির কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু সওদাগরপুত্র কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, সওদাগরপুত্র আপাততঃ কিছু দিনের জন্য সেই খানেই থাকিবেন, কিন্তু রাজকন্যা তাঁহার কাছে না আসিলে তিনি কখনই সেই ঘরের বাহিরে যাইবেন না। এইরূপে সওদাগরপুত্র সেই রাক্ষসের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ রাক্ষস তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। তিনি সমস্ত দিন সেই ঘরের ভিতরে লুকাইয়া থাকিতেন, এবং রাজকন্যা কেবল একটিবার তাঁহাকে চারিটি অন্ন দিবার জন্য অতি সাবধানে তাঁহার কাছে আসিতেন। পরে সন্ধ্যার পর যখন

রাক্ষস চরিতে বাহির হইত, তখন রাজকন্যা তাঁহাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া সেই খানে দুই জনে বসিয়া কত কি গল্প করিতেন, এবং রাত্রি একটু অধিক হইলে সওদাগরপুত্র পুনরায় আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপে প্রায় মাসাবধি কাটিয়া গেল। পরে একদিন রাজকন্যা বলিলেন—"সওদাগরপুত্র, তুমি আর কেন এখানে রহিয়াছ? যাহাতে প্রাণ বাঁচাইতে পার, এখনও তাহার চেষ্টা দেখ। এই দুরন্ত রাক্ষসকে বধ করিবার একটীমাত্র উপায় আছে, কিন্তু তাহা মনুষ্যের অসাধ্য। আমাদের সম্মুখে যে পুষ্করিণী আছে, তাহার মধ্যে এক স্ফটিক স্তম্ভ আছে। সেই স্ফটিক স্তম্ভের ভিতরে এক তালপত্র খাঁড়া আছে। কিন্তু তাহা আনা মানুষের সাধ্য নহে। সেই স্ফটিক স্তম্ভ বেষ্টন করিয়া তালগাছ প্রমাণ দুইটি সর্প দিবারাত্রি চৌকি দিতেছে। যদি মরিয়া আবার বাঁচিয়াছে এমন কোন লোক থাকে, তবে সেই সে অজগরদিগের সম্মুখে যাইতে পারিবে।" "রাজকন্যা! এ কথা যদি তুমি আগে বলিতে, তাহা হইলে আমরা দুরাচার রাক্ষসকে বধ করিয়া কবে নিষ্কণ্টক হইতে পারিতাম। মরিয়া আবার বাঁচিয়াছে যদি এমন লোকে সে তালপত্র খাঁড়া আনিতে পারে, তাহা হইলে সে কার্য্য নিশ্চয়ই আমার দ্বারা হইবে। ছয় সাত বছর বয়সের সময় আমার সর্পাঘাত হয়। আমাকে আরাম করিবার জন্য কত ওঝা আসিল, কিন্তু কেহই আমাকে বাঁচাইতে পারিল না। পরে যখন আমার মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাইতেছে, তখন পথের মধ্যে এক সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। সন্ন্যাসী সমুদয় বিবরণ শুনিয়া আমার মৃতদেহ নামাইতে বলিল, এবং আমাকে স্পর্শ করিবামাত্র আমি পুনরায় বাঁচিয়া উঠিলাম। তুমি যাহা বলিলে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সে তালপত্র খাঁড়া আনিতে পারিব।" সওদাগরপুত্রের কথা শুনিয়া রাজকন্যার ভারি আহ্লাদ হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, আর বিলম্ব না করিয়া কল্যই রাক্ষসকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

পর দিন দুপুরের সময় রাক্ষস যখন মরার মত ঘুমাইতেছে, তখন রাজকন্যা ও সওদাগরপুত্র সেই পুষ্করিণীর ধারে গিয়া উপনীত হইলেন। সওদাগরপুত্র আর দেরি না করিয়া জলে গিয়া ডুব দিলেন, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে পুষ্করিণীর তলায় পৌঁছিলেন। সেখানে দেখেন যে এক স্ফটিক স্তম্ভ রহিয়াছে ও তাহার দুই পার্শ্বে পাহাড়ের মত দুই সাপ পড়িয়া আছে। সওদাগরপুত্র সেখানে যাইবামাত্র তাহারা আকাশ পাতাল হাঁ করিয়া তাঁহাকে গিলিতে আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা তাঁহাকে যেন চিনিতে পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া

সেখান হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। তারপর সওদাগরপুত্র যেমন সেই স্ফটিক স্তম্ভ স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহা ভাঙ্গিয়া গেল ও তাহার ভিতর হইতে তালপত্র খাঁড়া বাহির হইল। তখন সওদাগরপুত্র আর বিলম্ব না করিয়া সেই তালপত্র খাঁড়া হাতে রাজকন্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খাঁড়া পাইয়া উভয়ের মনে কত যে আনন্দ হইল, তাহা আর কি বলিব? তখন রাজকন্যা বলিলেন,—"আর বিলম্ব করা উচিত নয়। চল, আমরা এখনই সেই দামরকে বধ করি। কিন্তু সাবধান, তাহার বিকট আকার দেখিয়া ভয় করিও না।" সওদাগরপুত্র উত্তর করিলেন—"রাজকন্যা তোমার রাক্ষস ত কোন্ ছার। যদি স্বয়ং যম আসে, তথাপি এ প্রাণ ভয় পাইবার নহে।"

একটু পরেই রাজকন্যা ও সওদাগরপুত্র যেখানে রাক্ষস ঘুমাইতেছিল, সেই খানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সওদাগরপুত্রের পায় শব্দ পাইয়া সে এক বিকট শব্দ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ও তাহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সওদাগরপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই তালপত্র খাঁড়া দিয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে আঘাতে রাক্ষস ছিন্ন শাল গাছের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। মরণ কালে সে এমন এক বিকট চীৎকার করিল যে, তাহাতে বন কাঁপিয়া উঠিল, ও বনের পশুপক্ষিগণ ভয়ে কোলাহল করিতে লাগিল।

এইরূপে রাক্ষসকে বধ করিয়া রাজকন্যা ও সওদাগরপুত্র সেখানে নিষ্কণ্টকে বাস করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সওদাগরপুত্র রাজকন্যার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু সওদাগরপুত্র অনেকদিন মা বাপের কোন সমাচার না পাইয়া ও তাঁহারা তাঁহার জন্য কতই চিন্তিত আছেন ভাবিয়া দুঃখিত হইতে লাগিলেন। রাজকন্যা স্বামীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কত প্রবোধ দিতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইত না। ইতিমধ্যে কাঠুরিয়ারা রাক্ষসের অত্যাচার কমিয়া গিয়াছে দেখিয়া সেই বনে কাঠ কাটিতে আসিতে লাগিল। একদিন সওদাগরপুত্র তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাহাদিগকে অর্থের লোভ দেখাইয়া তাহাদের হস্তে সওদাগরকে এক খানি পত্র পাঠাইলেন। বৃদ্ধ সওদাগর ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রের কোন সমাচার না পাইয়া এত দিন মৃতপ্রায় ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে পুত্রের সমাচার পাইয়া কত যে আহ্লাদিত হইলেন, তাহা আর বলিবার নয়। পরে সওদাগর ও তাঁহার স্ত্রী অবিলম্বে অনেক লোক জন ও টাকা কড়ি লইয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে লইতে আসিলেন। সওদাগরপুত্র পরমাহ্লাদে সস্ত্রীক পিতা মাতার চরণ বন্দনা করি-

লেন, এবং মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা! বাণিজ্য করিতে আসিয়া আর কিছু পাই নাই, তোমার চরণ সেবার জন্য একটি দাসী পাইয়াছি।" সওদাগর পত্নী আহ্লাদে আটখানা হইয়া বৌকে ক্রোড়ে লইলেন ও বার বার তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা স্থির করিলেন যে, দেশ হইতে সমুদয় ধন দৌলত লইয়া আসিয়া সেই খানেই বসতি করিবেন। সওদাগরের ধনের অবধি ছিল না। তিনি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করিয়া জঙ্গল সাফ করাইতে লাগিলেন, এবং নানা দেশ হইতে প্রজা আনাইতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সেই বিজন বন আবার প্রজাপূর্ণ রাজ্য হইল। সওদাগরপুত্র ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সওদাগর ও তাঁহার স্ত্রী বিষয় কর্ম্মের দিকে আর বড় নজর রাখিতেন না। তাঁহারা পৌত্র গুলিকে লইয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে শেষ কয় দিন মনের সুখে কাটাইয়া দিলেন।

আমার কথাটি ফুরুলো—
নটে গাছটি মুড়ুলো।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুলের আচার—প্রথমে কুলগুলিকে চট্‌কাইয়া, তাহাতে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। খুব শুষ্ক হইলে তাহাতে তৈল মাখাইবে। তাহার পরই একটী হাঁড়ীতে লবণ ছড়াইয়া তাহার উপরে ঐ কুলগুলি রাখিবে। তাহার উপরে আবার লবণ ছড়াইয়া দিয়া হাঁড়ীর মুখে সরা চাপা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। বর্ষাকালে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই কুল মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। কুলের আচার করিবার জন্য মিষ্ট দেখিয়া কুল কিনিবে। যে কুলে মিষ্ট রস থাকে, তাহার আচার ভাল হয়।

কুলের মিষ্ট আচার—প্রথমে কুল গুলিকে চট্‌কাইয়া তাহাতে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। বেশ শুষ্ক হইলে ঐ কুল গুলিকে হামানদিস্তায় কুটিবে। যদি কুল বেশী হয়, তাহা হইলে হামানদিস্তায় কুটিবার সুবিধা হইবে না, ঢেঁকিতে কুটিতে হইবে। পরে গুড়ের রস করিতে হইবে অর্থাৎ গুড়কে জল দিয়া গুলিয়া কড়া করিয়া আগুণে চড়াইতে হইবে। গুড়ের রস যখন

প্রস্তুত হইবে অর্থাৎ চট্‌চটে হইবে, তখন কড়া শুদ্ধ নামাইয়া তাহাতে ঐ কোটা কুল ঢালিয়া দিয়া তাড়ু * দ্বারা উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে। কুলের সহিত গুড়ের রসের বেশ মাখামাখি হইলেই আচার প্রস্তুত হইল; তখন উহাকে হাঁড়ী করিয়া তুলিয়া রাখিবে। ৩৪ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে।

চাল্‌তার আচার—চাল্‌তা গুলিকে ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে; বেশ শুষ্ক হইলে উহাদিগকে হামানদিস্তা অথবা ঢেঁকিতে কুটিতে হইবে। পরে কুলের মিষ্ট আচারের ন্যায় গুড়ের রসে ঐ কোটা চাল্‌তা দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতে হইবে। তাহা বেশ মিশ্রিত হইলেই আচার প্রস্তুত হইল। ৩৪ মাস পরে খাইবার উপযুক্ত হইবে।

ছড়া তেঁতুল—শরিষা, লঙ্কা ও অল্প হলুদ একত্রে বাটিয়া রাখিবে। তেঁতুল গুলির শিরা ছাড়াইয়া উহাতে ঐ বাটা মসলা ও লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। বেশ শুষ্ক হইলে উহাতে তৈল মাখাইয়া হাঁড়ী করিয়া তুলিয়া রাখিবে। হাঁড়ীর তলায় আচার রাখিবার পূর্ব্বে কিছু লবণ ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর আচার রাখিবে। আবার আচারের উপরেও কিঞ্চিৎ লবণ ছড়াইয়া দিবে।

মিষ্ট তেঁতুল—অল্প জল দিয়া তেঁতুল গুলিয়া তাহার শাঁস বাহির করিয়া ছিব্‌ড়া ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁস রৌদ্রে দিবে। রৌদ্র লাগিয়া যখন বেশ ঘন হইবে, তখন উপরোক্ত প্রকারে গুড়ের রস করিয়া তাহার সহিত ঐ ঘন শাঁস মিশাইয়া হাঁড়ী করিয়া তুলিয়া রাখিবে। ৩৪ মাস পরে খাইবে—বেশ সুস্বাদু হইবে।

করম্‌চার * আচার—করম্‌চার আচার দুই প্রকার।—

১ম প্রকার—প্রথমে করম্‌চা গুলিকে ৩৪ ঘণ্টা কাল চুণের জলে ভিজাইবে, তাহার পর উহাদিগকে চুণের জল হইতে তুলিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিবে। বেশ সিদ্ধ হইলে জল হইতে নামাইয়া গায়ের জল শুষ্ক করিয়া ফেলিবে, তাহার পর উহাদিগকে চিনির রসে ফেলিয়া দিলেই আচার হইল।

২য় প্রকার—প্রথমে জলে সিদ্ধ করিবে, সিদ্ধ হইয়া গেলে পর রৌদ্রে দিবে। গায়ের জল শুকাইয়া গেলে, লবণ ও হলুদের গুঁড়া মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, বেশ শুষ্ক হইলে উহাদিগকে তৈলে ফেলিয়া দিবে, যেন করম্‌চা গুলি তৈলে ডুবিয়া থাকে। এই আচার এক বৎসর দেড় বৎসর রাখিলেও নষ্ট হয় না।

* খন্তির ন্যায় কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র, ময়রারা সন্দেশ প্রস্তুত করিবার সময় যাহা ব্যবহার করে।

* মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকেরা করম্‌চাকে কঞ্চাকুল বলিয়া থাকেন।

ওলের আচার—(স্বতন্ত্র প্রকার) প্রথমে ওল গুলিকে ছাড়াইয়া তাহাদিগকে কাটিতে হইবে। পরে ঐ কাটা ওল গুলিকে তেঁতুলের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। বেশ সিদ্ধ হইলে হলুদ গুঁড়া, লবণ ও শরিষা বাটা মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। বেশ শুষ্ক হইলে তাহাদিগকে তৈলে ফেলিয়া দিবে। তাহা হইলেই আচার প্রস্তুত হইল।

আনারসের মোরব্বা—প্রথমে আনারসের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিবে। তাহার পর তাহার চোক গুলি ফেলিয়া দিবে। খাইবার জন্য যেরূপ করিয়া আনারস কাটিতে হয়, সেই প্রকার কাটিয়া উহাদিগকে ঘৃতে ভাজিতে হইবে। পরে ঐ ভাজা আনারসকে চিনির রসে ফেলিলেই আনারসের মোরব্বা প্রস্তুত হইল।

বেলের মোরব্বা—কাঁচা বেলেরই মোরব্বা হইয়া থাকে। প্রথমে বেল গুলির খোলা ছাড়াইয়া তাহাদিগকে চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। পরে তাহার আটা গুলি জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিবে। বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া জল হইতে তুলিয়া রাখিবে। পরে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ সিদ্ধ করা বেল ফেলিয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহাতে সিদ্ধ করিবে, তাহার পর নামাইবে। চিনির রসে ফেলিবার পূর্ব্বে ঐ সিদ্ধ করা বেলের গায়ের জল যেন শুকাইয়া যায়।

অড়হর ডাল—অর্দ্ধ সের অড়হর ডাল রন্ধন করিতে হইলে—প্রথমে ঐ ডাল ছাড়ী করিয়া চড়াইয়া দিবে—অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে তাহাতে এক ছটাক ঘৃত ও অর্দ্ধ ছটাক তেজপাত ফেলিয়া দিবে। পরে সুসিদ্ধ হইলে নামাইবে। এই প্রকারে যে অড়হর ডাল রন্ধন করা হইল, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও অতি সুস্বাদু।

অড়হর ডালে অল্প ঘৃত দিয়া রন্ধন করিলে তাহাতে অম্বলের পীড়া হয়। যাঁহাদের অম্বলের পীড়া আছে, তাঁহারা যেন কদাচ অল্প ঘৃত দিয়া অড়হর ডাল আহার না করেন।

উচ্ছে চড়চড়ী—উচ্ছে ও আলু (খোসাশুদ্ধ) কাটিয়া অতি সুন্দররূপে তৈলে ভাজিবে। লঙ্কা, হলুদ ও শরিষা (অল্প পরিমাণে) বাটিয়া একত্রে জলে গুলিবে; ঐ জলে ঐ আলু ও উচ্ছে সিদ্ধ করিবে; সিদ্ধ করিবার সময় লবণ দিবে ও ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে। জল যেন বেশী না হয়। সমস্ত জল মরিয়া গেলে তৈলে ৫ ফোড়ন ও লঙ্কা দিয়া সম্বরাইবে। সম্বরার সময় খুব নাড়িবে। যখন মসলার সুগন্ধ বাহির হইবে, তখন নামাইয়া দেখিবে অতি সুন্দর উচ্ছের চড়চড়ী হইয়াছে।

বেগুনের তরকারী—কচি ছোট ২ বেগুণ বোঁটাশুদ্ধ মাঝা মাঝি করিয়া চিরিয়া ২ খানা করিবে। হলুদ ও লঙ্কা বাটা জলে গুলিয়া তাহাতে লবণ

দয়া সেই জলে ঐ বেগুন সিদ্ধ করিবে। বেগুনের পরিমাণ অনুসারে জল দিবে। সিদ্ধ করিবার সময় হাঁড়ীর মুখে ঢাকা দিবে। জল মরিয়া গেলে নামাইবে। পরে অন্য পাত্রে তৈল, পাঁচ ফোড়ন ও লঙ্কা দিয়া সম্বরাইবে। যখন মসলার সুগন্ধ বাহির হইবে, তখনই নামাইবে। আহারের সময় পাচিকা সেই বোঁটাটী ধরিয়া আস্তে আস্তে পাতে ফেলিয়া দিবেন।

গোল আলু ভাজা—গোল আলু খোসা সুদ্ধ পাতলা করিয়া তরকারীর (ঝোলের) আলুর ন্যায় কুটিবে। আস্ত ধনে, আস্ত তেজপাত ও আস্ত গোলমরিচ (সুদ্ধ খোলায়) ভাজিয়া অল্প জল দিয়া বাটিয়া লইবে। আলুগুলি প্রথমে অল্প করিয়া তৈলে ভাজিবে। ভাজিবার সময় খুব নাড়িবে; ভাজা হইলে তাহাতে ঐ মসলা বাটা অল্প জল দিয়া ঢালিয়া দিবে। ঐ সময় লবণ দিয়া খুব নাড়িবে, আলুর গায়ে মসলা শুখাইয়া গেলে নামাইবে।

ওলের চাট্‌নি—যেমন ওল হউক না কেন, মুখ লাগিবে না। ওল ছাড়াইয়া বরফির মত করিয়া কুটিবে। জলে সিদ্ধ করিবে। তাহার পর শরিষার তৈলে ভাজিবে, ভাজিয়া যখন লাল হইবে, তখন তাহাতে লবণ, তেঁতুল গোলার জল, শরিষা বাটা ও অল্প হলুদের জল ঢালিয়া দিবে। অল্প সিদ্ধ হইলে ও রস থাকিতে থাকিতে নামাইবে। এই ওলের চাট্‌নী হইল।

বিধবার কাহিনী।

আঁধারের মাঝে শৈশবে আছিনু,
অন্ধ হৃদয়ের তলে
একটি প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল
প্রেমের মোহন বলে।

উজল সংসার হইল আঁধার
তাঁহারে হারানু যবে,
তাঁরি কথা পুনঃ হৃদয়ে ধরিয়া
বাঁচিয়া রয়েছি ভবে।

"বিধির বিধান মস্তকে ধরিয়া
হব সদা আগুয়ান,
বিপদ্‌সম্পদ তাঁহারি আশীষ,
তাঁহারি স্নেহের দান।"—

এ কঠিন ব্যথা দেব-আশীর্ব্বাদ!
বিধির শুভ বিধান,
তবুও পারি না তাঁর পদ চেয়ে
জুড়াতে এ ভাঙ্গা প্রাণ।

গেছে আশা সুখ জনমের মত,
কোন সাধ নাহি ভবে,
সদা ভাবি মনে, কোন শুভক্ষণে,
দুজনায় দেখা হবে।

হবে কি কখন ? বলেছেন হবে !
সেথা—এ বিশ্বাস মম—
মরতের সেই গভীর প্রণয়
হইবে গভীরতম।

জীবনের কাজ সাঙ্গ হয় যবে
মরণের পথ দিয়া,
প্রবাসী মানবে বিধাতার দূত
স্ব-আলয়ে যায় নিয়া।

ক্ষুদ্র এ জীবনে আছিল যে কাজ
বহুদিন বুঝি নাই,
তাঁরি কাছে থেকে, তাঁর হিয়া দেখে
বুঝিনু, ভাবি গো তাই—

এ মম জীবনে, ধূলি-রেণু সম
তুচ্ছ এ জীবন মম,
যদি কোন কাজ থাকে করিবার
রেণুর রেণুকা সম ;

তাও যেন আহা, করে যেতে পারি
বিধির চরণ চেয়ে,
যে গীত শিখেছি, দুঃখ অন্ধকারে
আশার সে গীত গেয়ে।

একটী অনাথ পিতৃহীন বালা
কুড়াইয়া পথ মাঝ,
আনি দিলা পতি কোলেতে আমার,
সপ্তবর্ষ হ'ল আজ।

আপনার ভাবি দুজনে আমরা
পালিতে আছিনু তায়,
শিশুরে আমারে অনাথা করিয়া
একজন গেল হায়।

ভাবি মনে মনে, পরমেশ-শিশু
রয়েছে আমারি কাছে,
একটী অমর আত্মার কোরক
তার ভার হাতে আছে ;

একটী অস্ফুট কুসুম কলিকা
ফুটিবে আমারি কোলে,
কত কীট তাহে পারে প্রবেশিতে
আমার ত্রুটি হ'লে।

দুঃখময় এই জীবন আমার
মাঝে মাঝে লাগে ভাল,
বালিকার আশা অন্ধকার চিতে
কোথা হ'তে ঢালে আলো।

ওর কথা ভেবে, ওর মুখ চেয়ে
দিবস চলিয়া যায়,
ভুলে গেছি হাসি, ওর হাসি দেখে
হাসিতেও সাধ যায়।

গৃহকার্য্য।

সংসারের অসচ্ছলতা হইলে গৃহিণী দ্বারা যে তাহার অনেকটা প্রতিপূরণ হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয়, অনেকে জানেন। পূর্ব্বে পরিবারের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অবিরল ছিল না, কিন্তু এক্ষণে সভ্যতা ও তজ্জনিত বিলাসিতার প্রাদু-

ভাবে অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দশজনকে পরিবেশন করিব, ইহা প্রাচীনা পুরন্ধ্রীদিগের গৌরবের বিষয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে পাককার্য্য নীচকার্য্য বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। সন্তানপালনের ভারও ধাত্রীর উপর ন্যস্ত, গৃহিণী কেবল বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া শয্যা বা সুখাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া—মনোরম পুস্তক পাঠ বা ক্রীড়নীয় পশমের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে ভাল বাসেন—এ দিকে গৃহস্থ অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াও দৈনিক ব্যয়ভার সংকুলান করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গৃহিণী যদি অপেক্ষাকৃত ধনী লোকের কন্যা হন, তাহা হইলে গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তবে স্বামীর দুঃখে দুঃখ বোধ করেন না, এমন গৃহিণী যে মূলে নাই, আমরা এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে, এবং ক্রমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীনা হিন্দু রমণীদিগের গৃহিণীপনা হইতে শিখিবার অনেক আছে, নব্যা শিক্ষিতা ভগিনীগণ যদি অশিক্ষিতা বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছু হন, সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য দুই একটী গৃহিণীর দৃষ্টান্ত দর্শন করুন। আমেরিকার একটী ভদ্র মহিলা সংসারের অসচ্ছলতা হইলে তৎপ্রতিকারার্থে যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, একখানি প্রকাশ্য পত্রিকায় তাহা প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "স্বামী দৈবোৎপাতে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হন, তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়, অতি কষ্টে দৈনিক ব্যয় সম্পন্ন হইত। আমি দাসদাসী সমস্ত ছাড়াইয়া দিলাম, নিজে পাচিকা, দাসী ও ধাত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলাম। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের কারখানায় কতকগুলি লোক কাজ করিত, তাহারা প্রবাসী, বাসা করিয়া অন্যত্র থাকিত, আমি স্বামীর অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে স্থান দিলাম, এবং তাহাদিগেরও রন্ধন প্রভৃতি সামান্য সামান্য কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতাম। এইরূপ অতিরিক্ত ও অনভ্যস্ত পরিশ্রম করাতে প্রথমে আমার কিছু কষ্ট হইয়াছিল—এমন কি স্বাস্থ্যভঙ্গেরও সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে শরীরও সবল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কর্ম্মক্ষম হইল। এক্ষণে কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আমি আহ্লাদের সহিত কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া থাকি। আমার একটী মাত্র সন্তান, নিকটে বিদ্যালয় না থাকাতে তাহারও অধ্যাপনা করিয়া থাকি। সন্তানটী অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চঞ্চল, এটা কি, ওটা কি করিয়া প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, আমি তাহার সমুদয়গুলির উত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিবার উপযুক্ত অবসর পাই

না, ইহাই কেবল আমার একমাত্র দুঃখের কারণ।"

আর একটী মহিলা লিখিয়াছেন যে, "সাংসারিক সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়ের জন্য সর্ব্বদা স্বামীকে বিরক্ত করা অনুচিত। সংসারে সচ্ছল অবস্থায় সকল কার্য্য তো সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হইবেই, কিন্তু অসচ্ছল অবস্থায় সচ্ছলতা সাধনই গৃহিণীপনা। আমি স্বামীকে এ জন্য কখনই উত্ত্যক্ত করি না। আমি কতকগুলি ছাপার অক্ষর কিনিয়া রাখিয়াছি। গৃহকার্য্য, রন্ধন, শিশুপালন, সূচীকার্য্য, পরিচ্ছদ ধৌতকরণ ও ইস্ত্রিকরণ ইত্যাদি আবশ্যক কার্য্য সকল স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াও প্রত্যহ ২২৫০ অক্ষর সংযোজন করিবার সময় পাই। ১০০০ অক্ষর যোজনার মূল্য আট আনা হইতে বার আনা, এই হারে প্রায় প্রত্যহ দেড় টাকার কার্য্য হয়। আমার বাটীর পার্শ্বেই ছাপাখানা, সুতরাং অক্ষরগুলি "গেলি" সংবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

আমাদিগের নব্যা মহিলারা এইরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সংসারের অসচ্ছলতার প্রতিকারে যত্নবতী হন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। দেশীয় প্রাচীনা গৃহিণীর দৃষ্টান্ত আজিও যাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহারা যেন আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন এবং তাঁহাদিগের সদ্‌গুণগুলি যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া লন। "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।" প্রাচীনাদের অভাব হইলে তাহাদের জন্য দুঃখ করিতে হইবে।

রমণীর অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

সৎশিক্ষা ও সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে রমণী জাতি পুরুষদিগের ন্যায় অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখাইতে পারেন, ইহা অনেকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। চক্ষু স্বার্থের অনুগমন করিতে গিয়া অনেক গুলি কুসংস্কারসম্পন্ন পুরুষ মহাশয় মনে করেন বিধাতা বুঝি পুরুষ জাতিকেই সকল প্রকার গুণের আধার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন; কেহ কেহ বলেন, নারীজাতিকে জগদীশ্বর পুরুষের ক্ষমতা ও গুণে বঞ্চিতা করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ এক শ্রেণীর মানবেরা ভাবিয়া থাকেন, পুরুষেরাই জগতের সার ও শ্রেষ্ঠ, এবং পুরুষেরা ক্ষমতা ও দক্ষতায় অদ্বিতীয়; কেবল "হতভাগিনী অবলা নারী জাতি বন্যার জলে ভাসিয়া আসিয়াছে, তা'ই তাহারা পৃথিবীর কোন কাজেই ক্ষমতা দেখাইতে পারে না।" পাশব ক্ষমতায় পুং জাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা বলবান একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যে সকল গুণ লইয়া প্রকৃত মানব নামের সৃষ্টি, তাহা নারী

জাতি মধ্যে প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভাব আমরা দেখি নাই। নিম্নের দুই টি অভিনব দৃষ্টান্ত নারী জাতির অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিলে বলা যায়। বিশেষতঃ বাঙ্গালী রমণী কুলের মধ্যে যখন এরূপ দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কেমনে বলিব "নারী জাতি কার্য্যদক্ষতা ও মানসিক ক্ষমতায় পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে না।"

প্রথম দৃষ্টান্ত যশোহর জিলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা নামক সুপ্রসিদ্ধ গণ্ড-গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পূর্ব্বে (মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহোদয় নবাবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যশোহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদনন্তর তথা হইতে সস্ত্রীক পলায়ন করিয়া নলডাঙ্গা গ্রামের সন্নিহিত বেত্রবতী নাম্নী ক্ষুদ্রা নদীর উপরিভাগে গুপ্ত আবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সময়ে নলডাঙ্গা বনশ্রেণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত পতিত ভূমির ন্যায় অবস্থিত ছিল, এবং শুনা গিয়াছে ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে তৎকালে দস্যুগণ সম্মিলিত হইয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন, দস্যুতা ইত্যাদি দানবীয় কুকার্য্য কলাপ সমূহের অনুষ্ঠান করিত। প্রাচীনেরা বলেন, কোন কোন স্থান নলগাছে আবৃত ছিল বলিয়া "নলডাঙ্গা"র বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে। কোন কোন স্থান আজিও "হাড়ভাঙ্গা" বলিয়া বিখ্যাত। যাহা হউক, এই স্থানে মহারাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছু কাল অবস্থান করেন, এবং এই স্থানেই তাঁহার মহিষী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। মহারাজার পরলোক গমনের পর ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভবা একটি রমণী নরপতির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়েন এবং (শুনা গিয়াছে) অবশেষে রাজার প্রেমনয়নে পতিতা হইয়া সাধারণ সমীপে মহিষী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই রমণীর নাম আমরা জানি না এবং তত্রত্য লোকেরাও বলিতে পারেন না। এই রমণী বেত্রবতী নদীর * তীরে এক মন্দির স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, উহা গুঞ্জনাথের মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সুবিশাল প্রাচীন মন্দিরটি এক্ষণে নলডাঙ্গার রাজবংশের অধিকারভুক্ত। ঐ মন্দিরে যে মহাদেব মূর্ত্তি আছে, তাহার নাম গুঞ্জনাথ, তদনুসারে নলডাঙ্গার আদিনাম "গুঞ্জনগর" হইয়াছিল। ঐ মন্দিরের স্থানে স্থানে কারুকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কোথাও কোথাও ইষ্টক খসিয়া গিয়াছে। উহার মধ্য দেশে এক্ষণে একটি সুবিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং তাহার পার্শ্বে আর একটি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত বৃক্ষের নাম কেহই জানে না, ইহাকে সহজে চিনা যায় না। মন্দিরের বহির্দ্দেশে নানা প্রকার পাথরের মূর্ত্তি

* এই নদী "ব্যাঙ্গ" নদী বলিয়া খ্যাত।

দেখা যায়। সে গুলি যেমন পরিষ্কার, তেমনি মনোহর। পাঠকপাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, ঐ মন্দিরের অসংখ্য মূর্ত্তি সমূহ রমণী নিজ হস্তে ছয় বৎসর কাল ব্যাপিয়া সম্পন্ন করেন। মন্দিরটি অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের সময় কিম্বা বসন্তের প্রভাতে ঐ স্থানে কিয়ৎ কাল অবস্থান করিলে শরীর শীতল এবং মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বর্দ্ধমান রাজের পরিচারিকা মহাশয়া বেত্রবতী নদীর ঘাট হইতে মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত স্বহস্তে একটি প্রস্তরময় বর্ত্ম ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল কার্য্য ৮ বৎসর কাল অধ্যবসায়ের ফল-স্বরূপ। আটবর্ষ কাল এতাদৃশ কষ্ট ও সহিষ্ণুতা স্বীকার করিয়া থাকা এক জন রমণীর পক্ষে নিতান্ত অল্প গৌরবের কথা নহে। স্বহস্তে এ গুলি প্রস্তুত করা অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞারও পরিচায়ক।

(ক্রমশঃ)

রাজকুমারী আলেক্‌জাণ্ড্রিণা।

উপরে যে সুকুমার বালিকা মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ইনি ইংলণ্ডের প্রাচীন কেন্‌সিংটন রাজ প্রাসাদে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর অভ্যুদয়ে ইহাঁর জনক জননীর এবং পরিজনবর্গের প্রাণে অবশ্যই আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীর অপর লোক তাহার কিছুমাত্র সংবাদ লয় নাই এবং লওয়া আবশ্যকও বোধ করে নাই। এক দেশের রাজার চতুর্থ পুত্রের এক কন্যা জন্মিয়াছে, সে রাজকুমারও সামান্য অবস্থার লোক, ইহাতে আর অপর লোকের চিত্ত কেন আকৃষ্ট হইবে? শিশুর পিতামহ আপ-

নার বংশের নামানুসারে ইহাঁর নাম জর্জিয়ানা রাখিতে চাহিলেন, ইহাঁর পিতা ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজ্ঞী এলিবেথের নামে ইহাঁর নামকরণ করিতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু ইহাঁর বড় জ্যেষ্ঠতাত তৎকালীন রুসীয় সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডারের নামানুসারে ইহাঁকে অভিহিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং তিনি পরিবারের মধ্যে অধিক ক্ষমতাপন্ন লোক বলিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে কন্যা "আলেক্‌জাণ্ড্রিণা" নামে আখ্যাত হইলেন। তাহার মাতার নাম বিক্‌টোরিয়া বলিয়া "বিক্‌টোরিয়া আলেক্‌জাণ্ড্রিণা" এই জাঁকাল নাম তাঁহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু "ড্রিণা" তাহার আদরের নাম হইল এবং বাল্যকালে "ক্ষুদ্র ড্রিণা" নামেই তিনি পরিজনবর্গের নিকট পরিচিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র ড্রিণা—জগতের অপরিচিতা বালিকা কে? জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য বিধানে ইনিই এখন জগদ্‌বিখ্যাত মহারাণী বিক্‌টোরিয়া, ভূমণ্ডলব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী, বয়সে প্রাচীনা এবং ৫০ বৎসর অতুলন সুখশান্তিময় রাজত্ব করিয়া কোটী কোটী লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের মধ্যে "ক্ষুদ্র ড্রিণারই" সর্ব্ব প্রথম গোবীজে টীকা দান করা হয়। ইহার কিছুদিন পরে পিতামাতা কন্যাকে লইয়া ড্রিবন সায়রের তীরবর্ত্তী সিডমাউথ নামক স্থানে বাস করেন। এখানে এক দুর্ঘটনা হয়। এক শিকারপ্রিয় বালক ক্ষুদ্র পক্ষী শিকার করিবার জন্য বন্দুক ছুড়িতেছিল, তাহার গুলি কুমারী যে গৃহে শয়ান ছিলেন, তাহার নাসী ভেদ করিয়া মাথার অতি নিকটে গিয়া পড়ে, আর একটু হইলে তিনি আহতা হইয়া মারা যাইতেন। এ সময় তাহার পিতা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, জলে ভিজিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন, আসিবামাত্র কন্যার দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া আর্দ্র বস্ত্রেই তাহাকে দেখিতে যান। ড্রিণার বয়স তখন ৮ মাস মাত্র, সেই বয়সেই তিনি পিতাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন, হাত পা ছুড়িয়া অস্ফুটস্বরে কত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন! রাজকুমার কন্যার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কয়েক মিনিট তথায় অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। আর্দ্র বস্ত্র ছাড়িতে বিলম্ব হওয়ায় তাহার ভয়ানক সর্দ্দি হইয়া গলা ফুলিল এবং সেই রোগেই তাঁহার জীবন শেষ হইল। ৮ মাস বয়সে ড্রিণা পিতৃহীন হইলেন।

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে রাজবধূ লুইসা যে কি সঙ্কটাবস্থায় পড়িলেন, তাহা বর্ণনাতীত। ইংলণ্ডে তিনি সম্পূর্ণ বিদেশী। বিবাহ হইয়া এক বৎসর কাল স্বামীর সহিত জর্ম্মণিতে ছিলেন, কয়েক মাস মাত্র শ্বশুরালয়ে

আসিয়াছেন, রাজবাটীর সকলের সহিত ভাল করিয়া পরিচিত হন নাই, ইংরাজদের ভাষা, রীতি নীতি কিছুই ভাল করিয়া আজও শিখিতে পারেন নাই। তাহার উপর আর্থিক অবস্থা বড় অসচ্ছল। তাঁহার স্বামী মুক্তহস্ত থাকাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিয়া যথেষ্ট ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহা শোধ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাহাই করিলেন, ইহাতে আরও অনাটনে পড়িলেন। যাহা হউক কন্যাকে ইংরাজ মহিলার ন্যায় সুশিক্ষিতা করিবার জন্য স্বামীর উপদেশ ছিল, রাজবধূ সেই উপদেশ আপনার জপমন্ত্র করিয়া তৎপালনে নিযুক্ত হইলেন।

আমাদিগের মহারাণী সৌভাগ্যক্রমে সুপিতা ও সুমাতা পাইয়াছিলেন, তাই তাহার বাল্যজীবনেই তাহার চরিত্র মহৎভাবে গঠিত হইয়াছিল। তাহার পিতা রাজকুমার এডওয়ার্ড সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, উদারতা ও দেশহিতৈষিতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার জননী লুইসা বিক্টোরিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও পরিণামদর্শিনী রমণী ছিলেন। পিতা মাতা উভয়ের গুণ সন্তানে বর্ত্তিয়া তাহার প্রকৃতিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিল। বিশেষতঃ মহারাণী তাঁহার জ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য তাহার মাতার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। তিনি ৮ মাস বয়সে পিতৃহীনা হইলে, তাঁহার পালন ও শিক্ষা বিধান জননীর একমাত্র ব্রত হইয়াছিল এবং তিনি সহস্র ত্যাগ স্বীকার ও সহস্র কষ্ট নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়া কন্যাকে মানুষ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টার ফলে মহারাণী "রমণী রত্ন" বলিয়া জগতের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন।

মাতার সুশিক্ষা গুণে রাজকুমারী আলেক্‌জাণ্ড্রিণার বাল্যচরিত্রে নিম্নলিখিত সদ্‌গুণ সকল লক্ষিত হইয়াছিল। (১) সৌজন্য, (২) সহৃদয়তা, (৩) সত্যনিষ্ঠা, (৪) অধ্যবসায়, (৫) স্বভাবানুরাগ, (৬) মিতব্যয়িতা, (৭) আত্মসংযম, (৮) ধর্ম্মনিষ্ঠা, আমরা ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতেছি। *

তিনি অতি শৈশবাবস্থা হইতে অপর লোককে নমস্কার ও অভিবাদন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সামান্য ভৃত্য বা প্রজা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলে তিনি "আধ আধ" ভাষায় "গুড মর্ণিং" প্রভৃতি সৌজন্যসূচক বাক্য উচ্চারণ করিতেন, কখনও কাহারও নমস্কার পাইয়া প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিতেন না। তিনি যখন পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, তখন একটী ঘটনা হয়, তাহাতে তাঁহার সহৃদয়তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বয়সী লীয়া নাম্নী একটী বালিকা অল্প বয়সে

* "ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া" পুস্তক হইতে অধিকাংশ সঙ্কলিত হইল। বা, বো, স।

বীণা বাজাইতে আশ্চর্য্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। রাজবধূ লুইসা কন্যাকে ও ঐ বালিকাকে একত্র রাখিয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার খেলনার অর্দ্ধেক লীয়াকে ভাগ করিয়া দিয়া আনন্দ করিতেছেন।

লেজেন নাম্নী একজন উচ্চ বংশীয় মহিলা রাজকুমারীর শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ এক দিন ড্রিপা পাঠে মনোযোগ না করিয়া অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার মাতা এই কথা শুনিয়া শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "না, রাজকুমারী আমাকে কেবল একবার মাত্র কিছু বিরক্ত করিয়াছিলেন।" রাজকুমারী এই কথায় শিক্ষয়িত্রীর বাহুস্পর্শ করিয়া মৃদুভাবে বলিলেন "না লেজেন তুমি ভুলিতেছ—দুইবার।" বালিকার এরূপ সত্যানুরাগ যার পর নাই প্রশংসনীয়।

রাজকুমারী কি অধ্যয়ন কি ক্রীড়া যে কার্য্য একবার আরম্ভ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না, এ বিষয়ে তাহার মাতার কঠোর শাসন ছিল। এক দিবস প্রমোদোদ্যানে শুষ্ক দুর্ব্বাদল লইয়া একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া ক্রীড়ান্তরে দৌড়িয়া যান, তাহার মাতা ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বারা সেই স্তূপ নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিয়া লন। অধ্যবসায় গুণ শিক্ষা করিয়া রাজকুমারী ৬ বৎসর কালের মধ্যে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ হন।

রাজবধূ ইংলণ্ডের রাজসভা ও তাহার দূষিত ভাব হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন এবং কন্যাকেও অতি যত্নে তাহা হইতে দূরে রাখিতেন। অন্য দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি দুহিতার চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য বৃক্ষলতা ও স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে তাহাকে লইয়া বেড়াইতেন। রাজকুমারী এই জন্য উদ্ভিদ্ বিদ্যা শিক্ষায় অনুরাগিণী হন এবং পুষ্পলতা পাতা লইয়া থাকিতে সর্ব্বক্ষণ ভাল বাসিতেন। ইহা হইতে চিত্র বিদ্যায়ও তাহার সমধিক অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়।

আলেক্‌জাণ্ড্রিণা তাহার পকেট খরচের জন্য কিছু টাকা পাইতেন, তাঁহাকে হিসাব করিয়া তাহা ব্যয় করিতে হইত এবং মাতার নিকট হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইত। ইহাতে বাল্য কাল হইতে তিনি মিতব্যয়িতা শিক্ষা করেন। তিনি এক দিবস রাজপরিবারস্থ বন্ধু বান্ধবদিগকে কিছু উপহার দিবার জন্য বাজার করিতে যান। অনেক দ্রব্য ক্রয় করিলেন, কিন্তু শেষ মূল্য হিসাব করিয়া দেখিলেন, একটী অতি উৎকৃষ্ট জিনিষ কিনিবার টাকা তাহার নাই। বিক্রেতা সেটী ধারে বিক্রয় করিতে চাহিল। কিন্তু রাজকুমারী কোন মতেই লইলেন না, বলি-

লেন যদি তুমি জিনিষটী তুলিয়া রাখিতে পার, আগামী মাসের বৃত্তি পাইলে কিনিতে পারি।" ঋণ করিয়া ব্যয় করা তাহার স্বভাব ও শিক্ষায় বিরুদ্ধ ছিল। ইহাতে তাঁহার আত্মসংযমেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

রাজকুমারীর ৩টী শিক্ষাগুরু ছিলেন —তাঁহার মাতা লুইসা, শিক্ষয়িত্রী লেজেন এবং পাদ্রি ডেবিস। ইহাঁরা সকলেই তাহার চিত্তে নীতি ও ধর্ম্মের ভাব মুদ্রিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। পাদ্রী সাহেব প্রতিদিন প্রাতে তাহাকে ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়াইতেন এবং তাহার উপদেশ সকল বুঝাইয়া দিতেন। ধর্ম্মপরায়ণা মাতা বাল্য-কাল হইতে তাহাকে ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, প্রতি সপ্তাহে উপাসনা মন্দিরে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। উপাসনালয়ে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার মর্ম্ম লিখিয়া জননীকে দেখাইতে হইত। এতদ্ভিন্ন জীবনের দৈনন্দিন লিপি তাহাকে রাখিতে হইত। রাজকুমারী উপাসনালয়ে আশ্চর্য্য তদ্‌গত হইয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেন। এক দিবসের কথা বর্ণিত আছে একটী বোল্‌তা তাহার সুকুমার মুখের নিকট ভন্ ভন্ করিয়া তাঁহাকে হুল ফুটাইতে উদ্যত, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন। মাতা তাহার জীবনকে পবিত্র ও ঈশ্বরগত করিবার জন্য একান্ত যত্ন করিতেন, দীনের প্রতি দয়া, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান এবং নিষ্ঠা সহকারে কর্ত্তব্য পালনে প্রবর্ত্তিত করিতেন। ইহাতেই ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রাকুমারীর চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দয়াধর্ম্ম রাজমুকুট অপেক্ষা তাহার প্রকৃতির শোভা সমধিক বর্দ্ধন করিয়াছে।

অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ।

অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয়, অনেকে জানেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতি ক্ষুদ্র বস্তু এমন কি যাহা শুধু চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, এমন ক্ষুদ্র বস্তু বড় দেখায় এবং দূরবীক্ষণের দ্বারা অতি দূরের বস্তু নিকটে দেখা যায়। এই দুই যন্ত্রের দ্বারা যে কি উপকার সাধিত হয়, তাহা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা ভাল রূপ জানেন। অণুবীণ ও দূরবীণ কি কি উপকারে আইসে, তাহা দেখাইবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিত হইল না। এই যন্ত্রদ্বয় কিরূপে নির্ম্মিত হয় ও কিরূপে একটী দ্বারা ছোট বস্তু দেখায়, এবং অন্যটী দ্বারা দূরস্থিত বস্তু

নিকটে দেখা যায়, তাহাই বুঝাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। এই যন্ত্রদ্বয় বুঝিতে হইলে অন্য কতকগুলি বিষয় জানা আবশ্যক। একপ্রকার কাচ আছে, তাহাকে ইংরেজিতে লেন্স্ (lense) বলে। ঐ কাচ অনেক রকম আকারের হয়, আমরা কেবল দুই রকম আকারের কাচের উল্লেখ করিব।

ইহাদের এক রকম আকারের কাচ মোচার ন্যায়, কিন্তু কিছু চাপটা, অর্থাৎ চারি দিক্ গোল নহে, উহাকে আমরা উন্নতপৃষ্ঠ কাচ বলিব, যেমন ক্রোড়পত্রের ১ম চিত্র। এবং অন্য আকারেরটী যেমন ২য় চিত্র, উহাকে আমরা নিম্নপৃষ্ঠ কাচ বলিব। যদিও ২য় চিত্রের কাচ অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণে আবশ্যক নাই, কিন্তু অন্য বিষয় বুঝাইতে উহা আবশ্যক হইবে। এখন ১ম চিত্রের কাচের দ্বারা অর্থাৎ উন্নতপৃষ্ঠ কাচের দ্বারা কি কি কাজ হয়, দেখা যাউক। সূর্য্যের রশ্মি প্রত্যেক বস্তুর উপর সমান্তরভাবে পড়ে। যেমন গ কাচের উপর চছ, ফ ছ'...পড়িয়াছে। ক খ রেখা গ কাচের কেন্দ্র (মধ্য বিন্দু) দিয়া যে ভাবে গিয়াছে, ঐরূপ রেখাকে ঐ কাচের প্রধান রেখা বলিব। যদি ঐ কাচ সূর্য্যের দিকে রৌদ্রে ধরা যায়, কাচের অপর দিকে সমস্ত রশ্মিগুলি এক বিন্দুতে মিলিত হইবে। ঐ বিন্দুকে ইংরাজিতে প্রধান (focus) ফোকস্ বলে। আমরা উহাকে প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু বলিব। ৩য় চিত্রে ফ ঐ কাচের প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু। যেখানে সূর্য্যের রশ্মি গুলি একত্রে মিলিত হইল, সেই খানে কোন শুষ্ক দ্রব্য ধরিলে আগুণ ধরিয়া উঠিবে। ওখানে হাত ধরিলে ফোস্কা পড়িবে। কাচের অন্য দিকেও অধিশ্রয়ণ বিন্দু রহিয়াছে। যেমন ফ', এখানে ফ ও ফ' কাচ হইতে ঠিক্ সমান দূরে। যদি একটী বস্তু সূর্য্য যত দূরে রহিয়াছে, তত দূরে থাকে এবং উন্নতপৃষ্ঠ কাচ তাহার সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে উহার প্রতিমূর্ত্তি প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দুতে (কাচের অপর দিকে) হইবে। সুতরাং ফ বিন্দুতে সূর্য্যের রশ্মি গুলি একত্র হইয়া যে ক্ষুদ্র গোলাকার আলোক দেখা যায়, উহা সূর্য্যের ক্ষুদ্রতম প্রতিমূর্ত্তি। যত সেই বস্তুটী কাচের দিকে আনা যাইবে, ততই কাচের অন্য দিকে প্রতিমূর্ত্তিটী প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু হইতে সরিয়া যাইবে অর্থাৎ কাচ হইতে ক্রমেই দূরে যাইবে এবং বড় হইবে। বস্তুটী ক এ রাখিলে উহার প্রতিমূর্ত্তি অতি দূর স্থানে হইবে। ফ ও কাচের মধ্যে রাখিলে বাস্তবিক কোন প্রতিমূর্ত্তি হইবে না, কিন্তু অপর দিক হইতে কাচের নিকট চোক রাখিয়া দেখিলে বড় প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইবে। এই প্রতিমূর্ত্তি বিপরীত হইবে না, অন্য গুলি বিপরীত হইবে। প্রতিমূর্ত্তি কোথায় হইবে, তাহা চতুর্থ চিত্রে বুঝাইব।

এই ৪র্থ চিত্রে চছ একটী বস্তু। ফ